[illegible] বর্ষ [১৩৩৩] তৃতীয় উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার চতুরাধিক-শততম খণ্ড

১০৪ নং

সাহেব-বর্গী

[প্রথম সংস্করণ]

"মানসী" প্রেস
১৬।১এ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ;
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গ্রাহক হইবার ঠিকানা—
'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয় ;
মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

এই খণ্ডের পূর্ণ মূল্য এক টাকা চারি আনা।

সাহেব-বগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কারলাকের মুক্তিলাভ

দস্যু, তস্কর, নরহন্তা ও জালিয়াৎ প্রভৃতি অপরাধীদের দণ্ডবিধানের জন্ত পৃথিবীর নানা দেশে অসংখ্য কারাগার আছে, এই সকল কারাগারের অধিকাংশই সুদৃঢ়, সুবৃহৎ ও ভীষণদর্শন। অনেক কারাগারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয়; কিন্তু আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে লাগস্ নগরের কারাগার অপেক্ষা ভীষণদর্শন কারাগার পৃথিবীর অন্ত কোন দেশে নাই। এই কারাগারের নাম শুনিলেও অপরাধীদের হৃৎকম্প হয়। যে সকল অপরাধী লাগসের কারাগারে প্রেরিত হয়, তাহারা জীবিত অবস্থায় মুক্তিলাভের আশা ত্যাগ করে।

এই কারাগারটি লাগস্ নগরের একমাইল দূরে অবস্থিত। এই কারাগার সমুদ্রবেলার সন্নিকটে অবস্থিত বলিয়া বন্দরস্থিত জাহাজগুলি হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। জোয়ারের সময় সমুদ্রতরঙ্গ কারাগারের পাষাণ-প্রাচীরে সশব্দে আছড়াইয়া পড়ে।

এই কারাগারে ইউরোপ এসিয়া ও আফ্রিকার নানা জাতীয় ও নানা-বর্ণের কয়েদী একত্র বাস করে।

কয়েদীগুলি এমনই দুর্দ্দান্ত যে, কারাগারেও তাহারা কথায় কথায় শান্তি-ভঙ্গ করে, এবং সামান্ত কারণে আরব দস্যু নিউবিয়ানের, এবং মঙ্গোলীয় খুনী

আসামী ইউরোপীয় কয়েদীর মাথা ফাটায়! সকল দেশের কয়েদীকেই একসঙ্গে খাটিতে হয়। ইংরাজশাসিত রাজ্যসমূহে যে সকল কয়েদীর স্বভাব অত্যন্ত ভীষণ, এবং যাহারা সহজে বশ্যতা স্বীকার করে না, বা কারাগারের কঠোর শাসন অগ্রাহ্য করে—তাহাদিগকেই পৃথিবীর বিভিন্ন বৃটীশ রাজ্য হইতে লাগসের কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

মে মাসের একদিন অপরাহ্লকালে, সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের প… এই কারাগারের কয়েদীগণ স্ব স্ব কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ পাইয়াছিল। লাগসের কারাগারে প্রত্যেক কয়েদীর জন্য স্ব…ন্ত্র কক্ষ নাই; একই কক্ষে অনেকগুলি কয়েদী একত্র বাস করে। তাহারা কোন উপায়ে পলায়ন করিতে না পারে—এজন্য রাত্রিকালে কড়া পাহারার ব্যবস্থা আছে। এতদ্ভিন্ন, এক একটি ঘরে সুদীর্ঘ ও স্থূল লোহার গরাদের উভয় প্রান্ত দুই পাশের দেওয়ালে প্রোথিত আছে; কয়েদীদের হা… কড়া ও পায়ের বেড়ী লম্বা শিকল দিয়া এই গরাদের সহিত আবদ্ধ করা হয়। সুতরাং কয়েদীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও স্বেচ্ছায় শয়ন-কক্ষ ত্যাগ করিতে পারে না। শৃঙ্খলাবদ্ধ হিংস্র পশুর ন্যায় এইভাবে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখা হইলেও তাহারা পলায়নের সুযোগ অন্বেষণ করে!

কয়েদীদের বাসের জন্য যে সকল কক্ষ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেইরূপ একটি কক্ষে দুইজন কয়েদী তাহাদের কম্বলের উপর বসিয়া ছিল। প্রত্যেক কয়েদীকে এক একখানি কম্বল দেওয়া হয়; তাহা তাহারা কখন গাত্রবস্ত্ররূপে কখন বা শয্যারূপে ব্যবহার করে।

এই কয়েদীদ্বয়ের চেহারার যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল; কিন্তু তাহারা এক বংশের লোক ত নয়ই, এক প্রদেশেরও লোক নহে! আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকিলেও একজন অন্য কয়েদী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কৃশ। যে সকল কয়েদী একত্র বাস করে—তাহারা পরস্পর গল্প করে; কর্ত্তৃপক্ষ ইহাতে আপত্তি করেন না।—এই দুইজন কয়েদীও নিম্নস্বরে গল্প করিতেছিল; কিন্তু সেই কৃশ কয়েদীটি অত্যন্ত অসুস্থ ও দুর্ব্বল ছিল। সে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে না পারায়

অবসন্নভাবে তাহার কম্বলে শয়ন করিল। অন্য কয়েদীটি কম্বলের কিয়দংশ ভাঁজ করিয়া তাহার উপর রুগ্ন কয়েদীর মাথা রাখিয়া দিল।

রুগ্ন কয়েদী ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিল, "আমার ভাগ্য বড়ই মন্দ ভাই! আমি এই নরক হইতে পলায়নের সকল ব্যবস্থাই শেষ করিয়া রাখিয়াছিলাম। এরকম চমৎকার ফিকির করিয়াছিলাম যে, যে কোন মুহূর্ত্তে আমি নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিতাম, কেহই আমার সন্ধান পাইত না; কিন্তু হঠাৎ এই রোগের আক্রমণে আমার সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল!"

দ্বিতীয় কয়েদী বলিল, "ডাক্তার আসিয়া তোমার রোগ পরীক্ষা করিয়াছিল কি?"

রুগ্ন কয়েদী বলিল, "হাঁ, ডাক্তার কাল আমাকে দেখিয়াছিল; আজও আসিয়া দেখিয়া গিয়াছে। কাল বলিয়াছিল—কঠিন রোগ, লক্ষণ বড় ভাল নয়। আজ বলিয়া গিয়াছে, জীবনের আশা অল্প; আজ কালের মধ্যেই আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে! ইংলণ্ডের জনসাধারণ যে আভিজাত্যের এত সম্মান করে, সেই আভিজাত্যের একটা গৌরব-পতাকা শীঘ্রই মাটীর নীচে ধূলায় মিশিয়া যাইবে!"

দ্বিতীয় কয়েদী সঙ্গীর রোগবিহ্বল আরক্ত চক্ষুর দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে চাহিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "বড়ই দুঃখের বিষয়! জানি না কি বলিয়া তোমাকে সান্ত্বনা দিব। শুনিয়াছিলাম সম্ভ্রান্তবংশে তোমার জন্ম, তুমি বেশ শিক্ষিত লোক; কিন্তু তোমার নামটি এতদিনেও জানিতে পারি নাই!"

রুগ্ন কয়েদী অস্ফুট স্বরে বলিল, "এই কারাগারের অসংখ্য কয়েদীর মধ্যে তোমার সঙ্গেই আমার মনের মিল হইয়াছিল; হাঁ, তোমাকেই আমি বন্ধু মনে করিতাম। কেবল নাম কেন, আমার অভিশপ্ত জীবনের সকল কথাই তোমাকে বলিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু কে জানিত এত শীঘ্র আমার কাল পূর্ণ হইবে? আমি এখান হইতে পলায়নের সকল বন্দোবস্ত শেষ করিয়া রাখিয়াছিলাম; কিন্তু আর আমাকে এই রক্ত-মাংসের দেহ লইয়া গোপনে পলায়নের চেষ্টা করিতে হইবে না। সহস্র প্রহরী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও আমার

মহাপ্রস্থানে বাধা দিতে পারিবে না। তুমি যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে এই ভীষণ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার—মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া যাইব।"

দ্বিতীয় কয়েদী উৎসাহভরে আগ্রহপূর্ণ স্বরে বলিল, "ইহা কি সত্যই তোমার মনের কথা ?"

রুগ্ন কয়েদী ক্ষীণস্বরে বলিল, "যম যাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে, সে কি মিথ্যা কথা বলে ? আমি তোমাকে সত্য কথাই বলিয়াছি ; কিন্তু ভাই ! আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। তোমাকে ত বলিলাম তাহার আর অধিক বিলম্ব নাই। আমার মৃত্যুর পর আমার লিখিত উপদেশ অনুসারে কাজ করিলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তুমি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে ; এই কারাগার আর তোমাকে আটক রাখিতে পারিবে না। তুমি মৃত্যুশয্যাশায়ী এই বন্ধুর কথা বিশ্বাস কর।"

দ্বিতীয় কয়েদী কোন কথা না বলিয়া আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রুগ্ন কয়েদী একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, "বোধ হয় আমার আর অধিক সময় নাই। আমার কণ্ঠ চিরনীরব হইবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে আমার জীবনের ইতিহাস বলি—শোন।"

সে নড়িয়া-চড়িয়া চিৎ হইয়া শুইয়া বলিতে লাগিল, "আমার নাম সার ডেনভার রেমণ্ড। যদি আমি জীবিত অবস্থায় ইংলণ্ডে ফিরিতে পারিতাম, তাহা হইলে নরফোক-সায়ারে যে জমীদারীর মালিক হইয়া বসিতাম, সেরূপ প্রকাণ্ড জমীদারী সে অঞ্চলে অন্য কোন জমীদারের নাই। গত তিন বৎসর হইতে এই অভিশপ্ত কারাগারে আমি নির্ব্বাসিত জীবন বহন করিতেছি। এই দীর্ঘকালের মধ্যে দেশের সকল সংবাদ পাই নাই বটে, কিন্তু শুনিয়াছি কিছুদিন পূর্ব্বে আমার জ্যাঠার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর আমিই তাঁহার বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। হাঁ, তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে আমার দাবীই অগ্রগণ্য। তবে আমি তাঁহার সম্পত্তি পাই না পাই, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশগত খেতাব আমাতেই বর্ত্তিয়াছে ; সুতরাং আমিই এখন সার ডেনভার রেমণ্ড।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সার ডেনভার শ্রান্তিভরে নিস্তব্ধ হইল। সে তাহার সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার প্রদীপ্ত নেত্রে যেন সন্দেহের ছায়া দেখিতে পাইল; সে মনে করিল, তাহার সঙ্গী সন্দেহ করিয়াছে সে বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছে! এই জন্য সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া শ্রান্তি দূর করিয়া বলিল, "আমার কথা তুমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না? কিন্তু আমার কথাগুলি যে সম্পূর্ণ সত্য, ইহা সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি; তবে সেই প্রমাণের জন্য আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। আমার মৃত্যুর পর তুমি ইহার প্রমাণ পাইবে। যে সকল কাগজপত্রে এই প্রমাণ পাইবে, তাহা আমি তোমাকেই দিয়া যাইব বটে, কিন্তু আমার নিকট একটি সর্ত্তে তোমাকে আবদ্ধ হইতে হইবে। আমার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেই সেগুলি তুমি পাইবে।"

দ্বিতীয় কয়েদী আগ্রহভরে বলিল, "সর্ত্তটা কি, শুনি।"

রুগ্ন কয়েদী বলিল, "পরে বলিতেছি, আগে আমার ইতিহাসটা শেষ করি।"

অতঃপর সে তাহার যে কাহিনী বলিল, তাহার সঙ্গী বিস্ময়স্তম্ভিত হৃদয়ে নিস্তব্ধ ভাবে তাহা শ্রবণ করিল। আমরা এখানে সেই বিবরণ লিপিবদ্ধ না করিয়া সংক্ষেপে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, সে তাহার উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, কলুষিত জীবনের আখ্যায়িকা বর্ণন করিল। সে চেষ্টা করিলে সুখ শান্তিতে যথেষ্ট সম্মানের সহিত জীবনের দিনগুলি কাটাইতে পারিত; দেশের ও সমাজের যথেষ্ট উপকার করিতে পারিত; যে সকল উচ্চবংশীয় মহৎহৃদয় ইংরাজ দেশ বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, সে তাঁহাদের ন্যায় খ্যাতি লাভ করিয়া বংশের গৌরব বর্দ্ধিত করিতে পারিত; কিন্তু যৌবনকালে কুসংসর্গে মিশিয়া সে পাপপঙ্কে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল, সুখ ও সুযশ লাভের সকল সুযোগ নষ্ট করিয়া জীবন ব্যর্থ করিয়াছিল।

সে অধঃপতনের চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াই নিরস্ত হয় নাই; নানা কুকর্ম্মে ও ব্যসনে পৈতৃক বিত্ত নিঃশেষিত করিয়া, তাহার আত্মীয়গণকেও নানাভাবে প্রতারিত করিয়াছিল; এবং বন্ধুগণের অর্থরাশি নানা ছলে ও কৌশলে অপহরণ করিয়াছিল। অবশেষে একজন আত্মীয়ের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া, তিন বৎসর

পূর্ব্বে আফ্রিকায় পলাইয়া আসিয়াছিল। সে আফ্রিকার বিভিন্ন অংশে নানা কুকর্ম্ম করিয়া সমুদ্রকুলস্থ লাগস্ নগরে উপস্থিত হয়। এখানে একটা মদের আড্ডায় মদ খাইয়া মাতলামী আরম্ভ করে, এবং সেই দেশেরই একটা মাতালের সহিত বিবাদ করিতে করিতে তাহার বুকে ছোরা মারিয়া তাহাকে হত্যা করে।

এই হত্যাকাণ্ডের প্রমাণের অভাব ছিল না; কিন্তু ইংরাজ বিচারক বিবেচনা করিয়া দেখিলেন—একটা দেশী লোকের জীবনের মূল্য ইংরাজ নরহন্তার জীবনের মূল্য অপেক্ষা অনেক অল্প; এইজন্য কোন দেশী লোককে হত্যা করিলে ইংরাজের প্রাণদণ্ড হইতে পারে না। বিশেষতঃ, হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই সে ছোরা মারিয়াছিল—ইহা বিশ্বাস না হওয়ায় বিচারক তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে সে লাগসের কারাগারে আবদ্ধ ছিল।

সার ডেনভার তাহার সঙ্গীকে এই সকল বিবরণ বলিয়া অবশেষে বলিল, "আমার পাপপঙ্কিল ব্যর্থ জীবনের শোচনীয় কাহিনী শুনিলে ত? আমার স্বদেশীয় বিচারক আমাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া যদি আমার প্রাণদণ্ড করিত, তাহা হইলে আমার প্রতি যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করা হইত। আমি মনে করিয়াছিলাম বহু বৎসর এই কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া বার্দ্ধক্যে স্বাভাবিক মৃত্যুকে বরণ করিতে হইবে; কিন্তু পরমেশ্বর অল্প দিনেই দয়া করিয়া আমাকে নিষ্কৃতি দান করিলেন। যদিও গত তিন বৎসর মাত্র আমাকে কারাযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু মনে করিও না—এই তিন বৎসর আমি উদ্দেশ্যহীন ভাবে আলস্যে অতিবাহিত করিয়াছি। আমি নানা উপায়ে এই কারাগারের দুই একজন ওয়ার্ডারের কোন কোন গুপ্ত রহস্য জানিতে পারিয়াছি। আমি জানি তাহারা যথাযোগ্য পুরস্কার পাইলে, আমাকে আমার প্রার্থনানুযায়ী সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছে। তাহারা এই উপকার যে মূল্য চাহে—তাহাও আমার হাতেই আছে।"

দ্বিতীয় কয়েদী তাহার সঙ্গীর কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বল। তোমার ও হেঁয়ালী আমি বুঝিতে পারিলাম না!"

সার ডেনভার মাথা নাড়িয়া বলিল, "এত ব্যস্ত হইলে চলিবে না বন্ধু! আমায় মৃত্যু পর্য্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করিতেই হইবে।"

সার ডেনভার মোটা কাপড়ের একটা বিবর্ণ মলিন সার্ট খুলিয়া ফেলিল, একটি ক্ষুদ্র বাটুয়া শক্ত রেশমসূত্রে তাহার গলায় ঝুলিতেছিল; সে সেই বাটুয়াটি স্পর্শ করিয়া বলিল, "আমার মৃত্যুর পর ইহা আমার গলা হইতে খুলিয়া লইয়া, ইহার ভিতর কি আছে পরীক্ষা করিও; কিন্তু আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে খুলিয়া লইও না। আমি তোমাকে পলায়নের আশ্বাস দিয়াছি, আমার মৃত্যুর পর তোমার সেই আশা পূর্ণ হইবে; কিন্তু আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি এই বাটুয়া স্পর্শ কর, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই তোমার পলায়নের আশা বিফল হইবে।"

দ্বিতীয় কয়েদী বলিল, "তোমার মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐ বাটুয়া স্পর্শ করিলে আমার পলায়নের আশা বিলুপ্ত হইবে—এ যে বড়ই অদ্ভুত কথা! যাহা হউক, আমি তোমার কথা বিশ্বাস করিলাম। দীর্ঘকাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়া আসিতেছি, আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে আপত্তি নাই। তোমার মৃত্যুর পূর্ব্বে ঐ বাটুয়া স্পর্শ করিব না—অঙ্গীকার করিলাম।"

লোকটা এতই স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর যে, রুগ্ন বন্ধুর মৃত্যুই তাহার প্রার্থনীয়—এই আগ্রহটুকু গোপন করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না! কিন্তু সার ডেনভার তাহার এই বর্ব্বরতার পরিচয় পাইয়াও ক্ষুণ্ণ হইল না। সে জানিত সেই কারাগারের কয়েদীদের হৃদয় হইতে স্নেহ ভালবাসা সহানুভূতি, করুণা প্রভৃতি সুকোমল বৃত্তির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে; তাহারা সকলেই পশুর অধম।—সে তাহার সঙ্গীকে বলিতে লাগিল, "তোমাকে কোন্ সর্ত্ত পালন করিতে হইবে এখন তাহাই বলিতেছি শোন। তুমি কি কৌশলে এই কারাগার হইতে পলায়ন করিতে পারিবে—তাহার যথাযোগ্য উপদেশ এই বাটুয়ার ভিতর পাইবে। তুমি কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, অন্য কোনও দেশে না গিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিবে। আমি পনের বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়াছিলাম, এই সুদীর্ঘকাল কেহই আমাকে স্বদেশে দেখিতে পায় নাই। সুতরাং এখন তুমি আমার নাম ব্যবহার করিলে, অর্থাৎ সার ডেনভার রেমণ্ড বলিয়া নিজের পরিচয় দিলে তোমাকে

জাল ডেনভার বলিয়া কেহ সন্দেহ করিবে না। তুমি অনায়াসে সার ডেনভার হইতে পারিবে। (you will be able to pass yourself off as me.). আমার পারিবারিক ও বৈষয়িক কাগজপত্র দলিল প্রভৃতি কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছি—বাটুয়ার ভিতর সংরক্ষিত আমার নোটবহি দেখিলেই তাহা জানিতে পারিবে। সেই সকল কাগজপত্রের সাহায্যেই সার ডেনভার রেমণ্ড বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হওয়া তোমার পক্ষে সহজ হইবে। তুমি রেমণ্ড বংশের বাসভবন রেমণ্ড টাউয়ার নামক অট্টালিকায় উপস্থিত হইয়া তাহার মালিক হইয়া বসিবে।"

সার ডেনভার এই পর্য্যন্ত বলিয়া খক্-খক্ করিয়া কাশিতে আরম্ভ করিল, কাশির সঙ্গে তাহার মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত উঠিল! সে দুই এক মিনিট চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল, তাহার পর একটু সুস্থ হইয়া তাহার সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিলে, দ্বিতীয় কয়েদী তাহাকে বলিল, "তোমার নাম গ্রহণ করিয়া আমি সেখানে জমীদার সাজিয়া বসিব! আমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না?

সার ডেনভার বলিল, "হাঁ, ঐটুকুই আমি চাই। তোমাকে হঠাৎ ঐ ভাবে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া, আমার হিতৈষী আত্মীয়গণের মনে কিরূপ হিংসা দ্বেষ ও আতঙ্কের সঞ্চার হইবে, তাহা তুমি এখানে বসিয়া বুঝিতে পারিবে না। তাহাদিগকে নিরাশ করিতে পারিলেই আমার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হইবে। আমি বহুদিন হইতে তোমাকে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি; তুমি কি প্রকৃতির লোক তাহা আমার বুঝিতে বাকি নাই। তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক বৃত্তি বিশ্লেষণ করিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি মনুষ্যসমাজে তোমার মত শয়তান আর একটিও আছে কি না সন্দেহ! অন্ততঃ, তোমার মত দুর্জ্জন আমি আর কখন দেখি নাই। যে সকল কুকুরের কথা বলিলাম, তুমি তাহাদেরই উপযুক্ত মুগুর; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তোমার প্রকৃত নাম এত দিনেও আমি জানিতে পারি নাই! এখানে তোমার তক্তির নম্বরেই তোমার পরিচয়। তোমার নামটি জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।—তাহা বলিতে আপত্তি আছে কি? আমার মৃত্যুর অধিক বিলম্ব নাই; মৃত্যু শয্যাশায়ী বন্ধুর নিকট নাম প্রকাশ করিলে তোমার কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই।"

দ্বিতীয় কয়েদী মুহূর্ত্ত কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আমার নাম ইংলণ্ডে, কেবল ইংলণ্ডে কেন, ইউরোপের বহু দেশেই সুপরিচিত। আমি কাউন্ট আইভর কারলাক।"

নাম শুনিয়া সার ডেনভারের বিবর্ণ মুখ আশায় ও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই ভীষণপ্রকৃতি দুর্দ্দান্ত দস্যুর নাম তাহার সুপরিচিত। ইংলণ্ডে তাহার নাম শুনিলে জনসাধারণের হৃৎকম্প হইত! আমাদের দেশের রমণীগণ ছেলেদের ঘুম পাড়াইবার জন্ত যেমন বলিত, "ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এল দেশে'—ইংলণ্ডেও সেইরূপ মায়েরা চঞ্চল শিশুদের ভয় দেখাইবার জন্ত বলিত, "চুপ, কারলাক আস্‌চে!" কারলাক ইংলণ্ডে 'বর্গী'র স্থান অধিকার করিয়াছিল। এইজন্তই এই উপন্তাসে আমরা কারলাককে 'সাহেব-বর্গী' নামে অভিহিত করিলাম। আমাদের দেশের পাঠক পাঠিকার নিকট ইহাই তাহার উপযুক্ত পরিচয়।

সার ডেনভার উৎফুল্ল স্বরে বলিল, "ওঃ, তুমিই কাউন্ট আইভর কারলাক? খেলোয়াড়ের মত নাম বটে! তোমার মত প্রতিভাবান বীরপুরুষ—যে সমস্ত ইউরোপকে কাণ ধরিয়া ঘোড়-দৌড় করাইতে পারে—সে কি না আজ গাধার লাথিতে ধুলিসাৎ! লাগসের কারাগারে সুরকী ভাঙ্গিতেছে? হাতীর মাথায় ব্যাঙের পদাঘাত?"

কারলাক লজ্জিত ভাবে বলিল, "নসিবের লেখা! আর ও সকল কথা বলিয়া আমাকে লজ্জা দিও না ভাই! আশা করি তোমার সাহায্যে এই নরক হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিব। নূতন উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিব। আমি মুক্তিলাভ করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব। কাজটা আমার পক্ষে কঠিন হইবে না; বরং উহাতে আমি আনন্দ পাইব। তুমি সত্যই বলিয়াছ—শয়তানীতে আমার জোড়া মেলা ভার!"

সার ডেনভার আশ্বস্ত চিত্তে বলিল, "তোমার অঙ্গীকারে আনন্দিত হইলাম, এখন আমি শান্তিতে মরিতে পারিব; কিন্তু আরও দুই একটা কথা তোমাকে বলা আবশ্যক। আমার জ্যাঠা মরিয়াছেন শুনিয়াছি; কিন্তু তিনি আমার জন্ত

তহবিলে টাকাকড়ি কিছু রাখিয়া গিয়াছেন কি না জানি না। আমার বিশ্বাস, তাঁহার খেতাব ছাড়া আর কিছুই তুমি পাইবে না। আমার জ্যাঠা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন ; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাঁহার সমুদয় অর্থ অন্য লোকের হাতে পড়িয়াছে।"

কারলাক উৎসাহ ভরে বলিল, "তোমার জ্যাঠার সম্পত্তির আয় কত ?"

সার ডেনভার বলিল, "পাঁচ লক্ষ পাউণ্ডের কম নয়! তুমি একটু চেষ্টা করিলেই তাহার মালিক হইতে পারিবে।"

কারলাক বলিল, "এ ত আমারই যোগ্য কাজ। তোমার কথা শুনিয়া আনন্দে উৎসাহে আমার বুক ফুলিয়া উঠিয়াছে। আশা হইতেছে আমার জীবনের স্বপ্ন হয় ত সফল হইবে। মরা নদীতে আবার বান ডাকিবে। পাঁ-চ-লক্ষ পাউণ্ডের সম্পত্তি! তোমার চক্ষু মুদিতে যে কিছু বিলম্ব ; তাহার পর আমি কি করিয়া তুলি, তাহা দেখিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিবে না ইহাই দুঃখের বিষয়।"

সেই সময় একজন ওয়ার্ডার রাইফেল কাঁধে লইয়া পাহারা দিতে দিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া কারলাক নীরব হইল। প্রহরী তাহা-দের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, সেই কক্ষের অন্য প্রান্তস্থিত দ্বার খুলিয়া কক্ষান্তরে অদৃশ্য হইল।

সার ডেনভার রেমণ্ড অস্ফুট স্বরে কারলাককে বলিল, "ওয়ার্ডারটাকে দেখিয়াছ ত ?"

কারলাক বলিল, "আমি ত অন্ধ নহি।—ও কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ?"

সার ডেনভার বলিল, "কারণ আছে। ঐ ওয়ার্ডারটার উপর তোমাকে নির্ভর করিতে হইবে। এইজন্যই উহাকে তোমার চিনিয়া রাখা দরকার। আমার বিশ্বাস ঐ ওয়ার্ডারটা এই নরক-কুণ্ড (filthy hole) পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমনের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। এই লোকটাই কিঞ্চিৎ পুরস্কার লাভের আশায় আমাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছে।"

কারলাক বলিল, "সে তোমার নিকট কিরূপ পুরস্কারের প্রত্যাশা করে ?"

সার ডেনভার বলিল, "সে কথা জানিবার জন্য এখন অত ব্যস্ত হইও

না; আগে আমাকে মরিতে দাও। আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার স্থান অধিকার করিবে, সার ডেনভার রেমণ্ড হইবে—এ কথা ভুলিলে ত চলিবে না; কিন্তু আমি যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি—ততক্ষণ তুমি যাহা—তাহাই আছ।"

কারলাক আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। সার ডেনভারের অদ্ভুত কথা শুনিয়া তাহার বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল; কিন্তু সে অগত্যা বিস্ময় দমন করিতে বাধ্য হইল, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে সার ডেনভারের মৃত্যু-কামনা করিতে লাগিল! ক্রমে রাত্রি অধিক হইল; কারারক্ষীগণের বিউগিল বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে কারাগারের দীপালোক নির্ব্বাপিত হইল। সেই ভীষণ কারাগার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। কারলাক শয়ন না করিয়া তাহার কম্বলে বসিয়া নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিল। সে জাগ্রত অবস্থায় মুক্তির স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সেই অন্ধকারে তাহার মানসনেত্রে ভবিষ্যৎ সুখের চিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রাত্রি গভীরতর হইলে পূর্ব্বাকাশে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রোদয় হইল। সেই কক্ষে লোহার গরাদে-বেষ্টিত একটা জানালা ছিল; সেই জানালা দিয়া চন্দ্রালোক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দ্রালোকে কারলাক পার্শ্বশায়িত সার ডেনভারের রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখ দেখিতে পাইল। সেই মুখের দিকে চাহিয়া কারলাক চমকিয়া উঠিল, অস্ফুট স্বরে বলিল, "সার ডেনভার মরিল না কি?"

কারলাক একটু সরিয়া গিয়া সার ডেনভারের দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং দুই এক মিনিট স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার দেহ পরীক্ষা করিল। সে জানিতে পারিল—সার ডেনভারের দেহে প্রাণ নাই!

কারলাক ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। সে বুঝিতে পারিল আর সময় নষ্ট করা সঙ্গত হইবে না; তখন মৃত সার ডেনভারের গলা হইতে রেশমসূত্রবদ্ধ বাটুয়াটি খুলিয়া লইয়া নিজের সার্টের পকেটে ফেলিল।

সেই সময় সেই কক্ষের দ্বারে হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া কারলাক এক লম্ফে নিজের শয্যায় আসিয়া তাড়াতাড়ি শয়ন করিল; তাহার পর রুদ্ধনিশ্বাসে

দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল—দুইজন ওয়ার্ডার সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া চারি দিকে চাহিতে চাহিতে অন্য কক্ষে প্রবেশ করিল।

কারলাক ওয়ার্ডারদ্বয়কে সার ডেনভারের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করা সঙ্গত মনে করিল না। সে বুঝিল, পরদিন প্রভাতে ওয়ার্ডারেরা এই সংবাদ জানিতে পারিবে; তখন যদি তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে—রাত্রে তাহাদের নিকট সে একথা প্রকাশ করে নাই কেন? তাহা হইলে সে বলিবে রাত্রে তাহা জানিতে পারে নাই—এইরূপ স্থির করিয়া রাখিল।

সার ডেনভার কারলাকের যে উপকার করিয়াছিল, সেজন্য তাহার মনে বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হয় নাই। কাহারও নিকট উপকার পাইলে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত—একথা কারলাক বিশ্বাস করিত না। তাহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার স্থান ছিল না; কিন্তু কৃতজ্ঞ না হইলেও, সার ডেনভারের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া সে একটু দুঃখিত হইল। সে বাটুয়াটা সাগ্রহে চাপিয়া ধরিয়া মনে মনে বলিল, "বেচারা মরিয়া বাঁচিয়াছে! সে যদি কৌশলে মুক্তিলাভ করিয়া ইংলণ্ডে পলাইতে পারিত, তাহা হইলে জমীদারী দখল করিবার পূর্ব্বেই অক্কালাভ করিত। এই দুশ্চিকিৎস্য কঠিন রোগে তাহার অধিক দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল না। সে আমাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইবার সুযোগ দান করিয়া বুদ্ধিমানের কাজই করিয়াছে। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্যই সে এ কাজ করিয়াছে—আমার উপকার করিবার জন্য তাহার একবিন্দুও আগ্রহ ছিল না। দৈব আমার অনুকূল বলিয়াই সে আমাকে বিশ্বাস করিয়াছিল। আমার পরিবর্ত্তে অন্য কেহ তাহার নিকটে থাকিলে, এই ভার সে তাহাকেই দিত। আমি তাহার আশা পূর্ণ করিব; ইহাতে আমারই লাভ। লাভের আশা না থাকিলে আমি কাহারও কোন উপকার করি না, কাহারও কোন অনুরোধে কর্ণপাতও করি না। আমার ভাগ্য পরীক্ষার প্রকাণ্ড সুযোগ উপস্থিত!"

* * * *

গভীর রাত্রি। নৈশপ্রকৃতি নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিক

নিস্তব্ধ। সহসা কারাপ্রাচীরের শীর্ষদেশ উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইল। তাহার পরমুহূর্ত্তে কারাপ্রাচীর হইতে কারাগারের প্রান্তবর্ত্তী অরণ্যের অভিমুখে 'গুড়ুম' 'গুড়ুম' শব্দে রাইফেলের গুলি ছুটিল!

তখন খণ্ড খণ্ড মেঘস্তরে আকাশ আবৃত থাকায় ক্ষীণ চন্দ্রালোক অদৃশ্য হইয়াছিল। মেঘের অন্তরাল হইতে দুই এক মিনিটের জন্য এক একবার চাঁদ দেখা যাইতেছিল, তাহার পর আবার অন্ধকার!

সেই গভীর রাত্রে কারাগারের বাহিরে যে সকল শাস্ত্রী বিশ্রাম করিতেছিল, তাহারা বন্দুকের শব্দ শুনিবামাত্র তাহার কারণ বুঝিতে পারিল। তাহারা জানিত—কোন কয়েদী কারাগার হইতে পলায়ন করিলে এইভাবে বন্দুকের আওয়াজ হইয়া থাকে। কোনও কয়েদী পলায়ন করিয়াছে—এ বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ রহিল না।

মুহূর্ত্তপরে আবার শব্দ হইল, 'গুড়ুম্' 'গুড়ুম!'

এই সুগম্ভীর রাইফেল-গর্জ্জনের প্রতিধ্বনি দিগন্তে বিলীন হইবার পূর্ব্বেই জেলের ইউনিফর্ম্মে সুসজ্জিত প্রহরীর দল শ্রেণীবদ্ধভাবে কারাগারের সুবৃহৎ লৌহদ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। কারাগারের দেউড়ী মুহূর্ত্তকালমধ্যে উন্মুক্ত হইল। সশস্ত্র প্রহরীরা সেই পথে বাহিরে আসিলে, কারাপ্রাচীর হইতে একজন প্রহরী হুঙ্কার দিয়া কি আদেশ করিল। সেই আদেশ শুনিয়া তাহারা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহারা পলাতক কয়েদীর সন্ধানে বাহির হইল; কিন্তু তাহাদের কেহই জানিত না যে, যে ওয়ার্ডার গিল, সর্ব্বপ্রথমে পলাতক কয়েদী আইভর কারলাকের পলায়নবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিল, কারলাক তাহারই সাহায্যে কারাগার হইতে পলায়ন সাধ্য চেষ্টা সমর্থ হইয়াছিল!

পূর্ব্বোক্ত ওয়ার্ডার নিঃস্বার্থ ভাবে কারলাককে কারাগার হইতে য় আসিয়া করিয়া দিয়াছিল, একথা কেহই বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু কারলাক ত তাহার উৎকোচ দানে বশীভূত করিবে—এরূপ অর্থ সে কোথায় পাইল?—এই বায়ুর সকলেরই মনে উদয় হইবে। কাজটি কারলাকের পক্ষে বিন্দুমাত্র কঠিন

নাই। সে সার ডেনভারের বাটুয়া খুলিয়া তাহার ভিতর একশত পাউণ্ডের একখানি নোট দেখিতে পাইয়াছিল। সামান্য বেতনভোগী একটা ওয়ার্ডার একশত পাউণ্ড উপার্জ্জনের লোভ সংবরণ করিতে পারিবে—ইহা কেহই বিশ্বাস করিবেন না। এই উৎকোচ পাইয়া ওয়ার্ডার গভীর রাত্রে তাহাকে কারাগার হইতে মুক্তিদান করিয়াছিল। সার ডেনভার মৃত্যুর পূর্ব্বেই ওয়ার্ডারের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে রাজী করিয়াছিল; ওয়ার্ডারটাও টাকাগুলি পাইয়া তাহার অঙ্গীকার পালন করিয়াছিল।—জেলখানার প্রহরীর ও পুলিশের কন্‌ষ্টেবলেরা উৎকোচ 'আহার' করিয়াই বাঁচিয়া থাকে, এ কথা কে না জানে?

সার ডেনভার কারাপ্রকোষ্ঠে কাঠের তক্তামণ্ডিত মেঝের যে অংশে শয়ন করিত, সেই স্থানের তক্তা কোন কৌশলে ফুটা করিয়া সে তাহার নীচে একখানি পুরু লেফাপার ভিতর কতকগুলি বহু পুরাতন কাগজ-পত্র লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সার ডেনভার মৃত্যুর পূর্ব্বে কারলাককে এই গুপ্ত স্থানের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিল। কারলাক পরদিন কোন সুযোগে গোপনে সেই সকল কাগজ পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছিল—সার ডেনভার নিজের পরিচয়-সংক্রান্ত যে সকল কথা তাহাকে বলিয়া গিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। কেবল তাহাই নহে; কারলাকের বিশ্বাস হইয়াছিল—সেই সকল কাগজ-পত্রের সাহায্যে সে আপনাকে সার ডেনভার রেমণ্ড বলিয়া ইংলণ্ডে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। (for the papers were sufficient to establish Carlac's identity কা.the Baronet.) কেহই তাহাকে জাল সার ডেনভার বলিয়া সন্দেহ বলিয়া. পারিবে না।

তাহার ডেনভার রেমণ্ডের মৃত্যুর তিন দিন পরে পূর্ব্বোক্ত ওয়ার্ডার গভীর আশা কারলাকের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাহার হাতকড়ার ও পায়ের আমি চাবি খুলিয়া তাহাকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়াছিল। তাহার পর সে কার-পাতও গোপনে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাচীরের উপর তুলিয়া, সুদীর্ঘ রজ্জুর সাহায্যে .রের বাহিরে নামাইয়া দিয়াছিল।

; কারলাক নির্ব্বিঘ্নে অদৃশ্য হইলে, ওয়ার্ডার সেই রজ্জু সরাইয়া ফেলিয়া পুনর্ব্বার

প্রাচীরের অন্য দিকে আরোহণ করিল, এবং তাহার রাইফেলের চোঙ্ আকাশের দিকে তুলিয়া আওয়াজ করিল।

কারলাক দ্রুতবেগে বহু দূরে পলায়ন করিয়া বন্দুকের ‘গুড়ুম’ ‘গুড়ুম’ শব্দ শুনিতে পাইল। ওয়ার্ডারের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া সে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার পর আবার দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। ওয়ার্ডারের রাইফেলের আওয়াজে দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। প্রথমতঃ, কয়েদী পলায়ন করিয়াছে—এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ, অদূরবর্ত্তী বন্দরস্থিত যে জাহাজে উঠিয়া সার ডেনভারের ইংলণ্ডে যাত্রা করিবার কথা ছিল—সেই জাহাজের নাবিকদের সতর্ক করা হইয়াছিল। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল—পলাতক কয়েদী তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিতেছে।

কারলাক অবিলম্বেই বুঝিতে পারিল—সার ডেনভার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার পলায়নের যে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে কোন খুঁত ছিল না। সেই ব্যবস্থার গুণে তাহার ধরা পড়িবার আশঙ্কা ছিল না।

কারলাক ধরা পড়িবার ভয়ে সোজাপথ ছাড়িয়া, অরণ্যের ভিতর দিয়া সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বন্দরের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। নৈশ অন্ধকারে বনের ভিতর দিয়া চলিতে কষ্ট হইলেও তাহার দিক্‌ভ্রম হইল না; কারণ সমুদ্র কারাগারের কোন্ দিকে তাহা সে জানিত; বিশেষতঃ, সমুদ্রতট ও কারাগারের ব্যবধান অধিক নহে, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বন্দুকের আওয়াজ বন্ধ হইলে কারলাক অপেক্ষাকৃত ধীরে চলিতে লাগিল, কিন্তু সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না; কারণ—সে জানিত, কারা-রক্ষীরা শীঘ্রই তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইবে; তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করিয়া তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইবে না।

কারলাক অরণ্য ও জলাভূমি অতিক্রম করিয়া একটা ফাঁকা যায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল; এই স্থানটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ। হঠাৎ শীতল বায়ু-প্রবাহ তাহার চোখে মুখে লাগিল। কারলক বুঝিতে পারিল—তাহা সমুদ্রপ্রবাহিত বায়ুর হিল্লোল, সে সমুদ্রের তটপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে।

কারলাক মনে মনে বলিল, "আর আমাকে ধরে কে? আমি সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইয়াছি। সমুদ্রের এই বায়ু-প্রবাহ কি সুমিষ্ট! আমার প্রাণ জুড়াইয়া গেল! দুই বৎসর পরে আমি মুক্তির আনন্দের স্বাদ পাইলাম!"

এই সময় মেঘ অপসারিত হওয়ায় চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইল। কারলাক আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া, সমুদ্রকূলে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইল। জাহাজখানির একটির অধিক মাস্তুল ছিল না; তাহার ডেকের উপর একটি মাত্র ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। তাহা দেখিয়া কারলাক আনন্দে বিহ্বল হইয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "হাঁ, আমার কারা-সঙ্গী তাহার নোটবহিতে যে জাহাজের কথা লিখিয়া রাখিয়াছে,—তাহা এই জাহাজই বটে! লোকটার জোগাড়-যন্ত্র কি চমৎকার! সে বাঁচিয়া থাকিলে, তাহার এই সুব্যবস্থার জন্য নিশ্চয়ই তাহাকে বাহবা দিতাম; তবে সেরূপ সুযোগ পাইতাম কি না সন্দেহ! বেচারা মরিয়া আমার খুব উপকার করিয়া গিয়াছে। সে না মরিলে এই সকল সুবিধা আজ নিজেই ভোগ করিত; আমাকে হয় ত মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জেল-খাটিতে হইত। এই সুযোগ লাভের জন্য, প্রয়োজন হইলে আমি তাহাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না।"

কারলাক জলে নামিল; এক হাঁটু জলের নীচে বালুকারাশি, তাহার উপর দিয়া সে চলিতে লাগিল।

কারলাক জাহাজের দিকে অগ্রসর হইতেই, একটা উচ্চ বালুকাস্তূপের আড়াল হইতে একটা লোক হঠাৎ তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহার ললাট লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিল!

কারলাক থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে বলিল, "কে তুমি?"

আগন্তুক পিস্তল না নামাইয়া কঠোর স্বরে বলিল, "তুমি কে, আগে বল।"

কারলাক বলিল, "আমি একজন বিপন্ন ভদ্রলোক—তুমি যাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলে।"

আগন্তুক বলিল, "আমি যাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম—এখানে তাহার একাকী আসিবার কথা ছিল। তুমি কি একাকী আসিয়াছ?"

কারলাক বলিল, "হাঁ, একাকী, বিপন্ন এবং নির্ব্বান্ধব।"

কারলাক তাহার মৃত 'বন্ধু'র নোট-বহি পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছিল—সে জাহাজের দিকে অগ্রসর হইবার সময় একজন লোক হঠাৎ তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে এইভাবে প্রশ্ন করিবে।—তাহার প্রশ্নের কি উত্তর দিতে হইবে—'নোট-বহিতে' তাহাও লেখা ছিল। সে আগন্তুকের প্রশ্নের সেইরূপই উত্তর দিয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আগন্তুক তাহার উত্তর শুনিয়া পিস্তলটি পকেটে পুরিল; তাহার পর মৃদু স্বরে বলিল, "আপনি আমার সঙ্গে চলুন মহাশয়! আমি আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

কারলাক কিছু দূরে দাঁড়াইয়া আগন্তুকের সহিত আলাপ করিতেছিল। সে তাহার নিকটে গিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল; দেখিল, তাহার ত্বক্ তাম্রবর্ণ। (copper-coloured skin) লোকটি টেনেরিফের অধিবাসী। সে কারাবরুদ্ধ সার ডেনভার রেমণ্ডকে গোপনে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবার জন্যই তাহার জাহাজ লইয়া কারাগারের অদূরবর্ত্তী সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইয়াছিল।

তাহার আকৃতি দেখিয়া ও কথা শুনিয়া কারলাক বুঝিতে পারিল সে দো-আঁসলা পর্তুগীজ; (half a Portuguese) অর্থাৎ তাহার পিতা পর্তুগীজ, মা দেশীয় রমণী। এই জাতীয় ফিরিঙ্গীদের মত সাহসী, পরিশ্রমী, কষ্টসহ সুদক্ষ নাবিক পৃথিবীতে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের চাটগেঁয়ে লস্করদের সহিত ইহাদের তুলনা চলিতে পারে।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া কারলাক অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল; সে হাঁপাইতেছিল। ধরা পড়িবার ভয় দূর হওয়ায় সে অবসন্ন হইয়া পড়িল। ফিরিঙ্গী নাবিকটি তাহাকে পথ দেখাইয়া জাহাজে লইয়া চলিল। কারলাক জাহাজে উঠিয়াই ক্যাম্বিসের স্তূপের উপর শুইয়া পড়িল। আর তাহার নড়িবার সামর্থ্য রহিল না। নাবিক তাড়াতাড়ি ডেকের উপর গিয়া বাতিটা নিবাইয়া দিল।

জাহাজের সেই ফিরিঙ্গী কাপ্তেনের আদেশে দুইজন ফিরিঙ্গী লস্কর জাহাজের

নঙ্গর তুলিল; তাহার পর জাহাজ ধীরে ধীরে সমুদ্রকূল হইতে কিছু দূরে নীত হইল। কাপ্তেন অনুনাসিক স্বরে পুনর্ব্বার কি আদেশ করিল; সেই আদেশের সঙ্গে সঙ্গে মাস্তলে পাল উঠিল। সমুদ্র বক্ষঃ-প্রবাহিত মুক্ত সমীরণ-হিল্লোলে পাল ফুলিয়া উঠিল। পালে বাতাশ পাওয়ায় জাহাজখানি তরঙ্গরাশি বিদীর্ণ করিয়া অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া চলিল।

ঠিক সেই সময় সমুদ্রতট হইতে কে হুঙ্কার দিয়া বলিল, "থামো! এক মাস্তলের জাহাজ, থামো!"

জাহাজের ফিরিঙ্গী কাপ্তেন এই আদেশ শুনিয়া কারলাককে বলিল, "কর্ত্তা, বোধ হইতেছে কোন ইংরাজ প্রহরীর হুকার! সে জাহাজ থামাইতে বলিতেছে। আপনাকে ধরিতে আসিয়াছে! আমার বিশ্বাস, উহারা আপনার অনুসরণ করিয়াছিল।"

কারলাক উঠিয়া-বসিয়া কাপ্তেনকে বলিল, "হাঁ, জেলখানার কুকুরগুলাই আমাকে ধরিতে আসিয়া ওখানে দাঁড়াইয়া ঘেউ-ঘেউ করিতেছে। উহাদের চীৎকারে কাণ দিলে কি চলে? আর আমাকে ধরে কে? চালাও জাহাজ অকূল সমুদ্রে। আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।"

কাপ্তেন বলিল, "হুজুর! হা'লে আসুন, আমি আর একটা পাল খাটাইবার ব্যবস্থা করি।"

কারলাক উঠিয়া গিয়া হা'লে বসিল। সমুদ্র-তট হইতে পুনর্ব্বার আদেশ হইল, "পা'ল নামাও; থামাও জাহাজ!"

কিন্তু পাল না নামিয়া, মাস্তলে আর একটা নূতন পাল উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের গতি-বেগ বর্দ্ধিত হইল।

কারলাক শুনিল, সমুদ্রকূলে দাঁড়াইয়া কে গম্ভীর স্বরে আদেশ করিল, "গুলি চালাও জাহাজে; কয়েদী ভাগে!"

মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদ্রকূল হইতে বজ্রনির্ঘোষবৎ 'গুড়ুম্ গুড়ুম্,' শব্দে রাইফেল গর্জ্জিয়া উঠিল। সমুদ্র-কল্লোল ডুবাইয়া সাগর-বক্ষে তাহা প্রতিধ্বনিত হইল গগনে পবনে সেই প্রতিধ্বনি বিলীন না হইতেই পুনর্ব্বার মহাশব্দে গুলি বর্ষিত

হইল; সঙ্গে সঙ্গে কারলাকের সম্মুখবর্ত্তী একজন নাবিক আর্ত্তনাদ করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। রাইফেলের একটা গুলিতে সে আহত হইয়াছিল।

সেই মুহূর্ত্তেই জাহাজের অন্যান্য নাবিকেরা সটান উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। (dropped flat on their faces.) কারলাক একাকী হালের কাছে প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিল। সে মুহূর্ত্তের জন্যও সমুদ্রতটের দিকে ফিরিয়া চাহিল না। তাহার সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে, লবণাম্বু রাশি প্রসারিত হইয়া চন্দ্রকরোজ্জ্বল দিক্‌চক্রবালে মিশিয়া গিয়াছিল; সেই দিকে সে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তাহার বলবান বাহুদ্বয় তখন নিষ্ক্রিয় ছিল না; বায়ুর গতি বুঝিয়া সে জাহাজ পরিচালিত করিতেছিল। তাহার জাহাজ পরিচালন-কৌশলের পরিচয় পাইয়া জাহাজের নাবিকেরা অত্যন্ত বিস্মিত ও পুলকিত হইল। অপূর্ব্ব শিক্ষা!—জাহাজ সবেগে সম্মুখে ধাবিত হইল।

জাহাজের পালগুলি বায়ুভরে স্ফীত হইয়াছিল; সেই ভারে জাহাজের সুদীর্ঘ মাস্তুল সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, দড়া-দড়িগুলি হইতে কড়-কড় শব্দ উত্থিত হইতেছিল। পুনর্ব্বার 'গুড়ুম্-গুম্' 'গুড়ুম্-গুম্' শব্দে রাইফেলের গুলি বর্ষিত হইল। একটা গুলি কারলাকের বাহুমূল স্পর্শ করিয়া জ্বলন্ত উল্কার ন্যায় চলিয়া গেল! সে তাহার তীব্র উত্তাপ ও ঘর্ষণজনিত জ্বালা অনুভব করিল। আর একটা গুলি তাহার মাথার উপর দিয়া সবেগে মাস্তুলে বিদ্ধ হইল। মাস্তুলটা কাঁপিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে জাহাজও আন্দোলিত হইল; কিন্তু জাহাজের কোন ক্ষতি হইল না। বায়ুর বেগ ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়ায় জাহাজ নক্ষত্রবেগে ধাবিত হইল। সমুদ্রকূলে দাঁড়াইয়া কারারক্ষীরা আরও দুই চারিবার গুলিবর্ষণ করিল বটে, কিন্তু আর তাহা জাহাজ স্পর্শ করিতে পারিল না; যেন ঝাঁকে ঝাঁকে জ্বলন্ত হাউই সবেগে আসিয়া সমুদ্রগর্ভে তাহাদের বহ্নিলীলা শেষ করিতে লাগিল।

জাহাজ নিরাপদস্থানে উপস্থিত হইলে ফিরিঙ্গী কাপ্তেন কারলাকের পাশে আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা কি আহত হইয়াছেন?"

কারলাক তাহার রক্তাক্ত বাহুমূল দেখাইয়া বলিল, "হাঁ, একটা গুলির ঘর্ষণে একটু রক্তপাত হইয়াছে, একখান রুমাল আনিয়া ক্ষতস্থানে

একটা পটি বাঁধিয়া দাও। আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই; এখন তুমি হা'লে বসিয়া জাহাজ চালাও।"

কারলাকের আহত হস্তে পটি বাঁধা হইলে সে কাপ্তেনকে হা'ল ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কাপ্তেন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "জাহাজের উপর গুলি পড়িতে দেখিয়া আমার বড় ভয় হইয়াছিল; এরকম বিপদের মধ্যে আমি জাহাজ চালাইতে পারিতাম না। আপনার কি ভয় হয় নাই?"

কারলাক বলিল, "ইহা অপেক্ষা অনেক বড় বড় বিপদ হইতে অনেক বার উদ্ধার লাভ করিয়াছি, এই সামান্য বিপদে ভয় পাইব? ইহা অপেক্ষা ঐখানে আমার বিপদের আশঙ্কা অনেক বেশী ছিল।"—সে বহুদূরবর্ত্তী কারাগার-অভিমুখে অঙ্গুলী প্রসারিত করিল। লাগসের উপকূলস্থিত ক্ষীণ আলোকশিখা তখনও অল্প অল্প দেখা যাইতেছিল।

কয়েক মিনিট পরে সেই আলোকশিখা অদৃশ্য হইল। কারলাক মাস্তুলে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, স্থিরদৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া রহিল। অবশেষে সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "যথাসময়ে নির্ব্বিঘ্নে লণ্ডনে উপস্থিত হইতে পারিব সন্দেহ নাই; কিন্তু সেখানে গিয়া আবার ব্লেকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে না কি? আমার নূতন ছদ্মবেশেও সে আমাকে চিনিতে পারিবে? এবার যদি সে আমাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে, তাহা হইলে হয় সে মরিবে, না হয় আমি মরিব, একজনকে মরিতেই হইবে। এরূপ প্রকাণ্ড দাঁও ছাড়িতে পারিব না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সার ডেনভারের ভাগিনেয়

একটি যুবক একটি সুন্দরী যুবতীকে সঙ্গে লইয়া একদিন অপরাহ্লকালে [illegible] হাইড পার্কে বিচরণ করিতেছিল ; চলিতে চলিতে তাহারা গল্প করিতেছিল।

যুবতী বলিল, "জ্যাক, আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না !"

জ্যাক বলিল, "কিন্তু ইষ্টেলি, কথাটা তোমাকে কিরূপে আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইব ? কথা এই যে, এখন আর আমি সার জ্যাক রেমণ্ড নহি 'সার' খেতাবে আমার আর অধিকার নাই ; অধিক কি, কাল রাত্রে [illegible] ঘটিয়াছে—তাহার পর আমি যে কোথাও মাথা রাখিবার স্থান পাইব—এ আশাও আমাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছে আমি এখন [illegible] নিরাশ্রয় দরিদ্র।"

যুবতী ইষ্টেলি [illegible] ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "কিন্তু তোমার মামা কি এত নিষ্ঠুর যে, তোমাকে এখনই বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবে ? সে কি জানে না রেমণ্ড টাউয়ারেই তুমি আজীবন প্রতিপালিত হইয়াছ ? সম্প্রতি [illegible] মিই ঐ বাড়ীর বর্ত্তমান-মালিক।"

জ্যাক রেমণ্ড বলিল, "যদি সত্য কথা বলিতে হয়, তাহা হইলে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে, যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে—তাহাতে আমারও একটু [illegible] ষ ছিল। আমার মামার যেটুকু তোয়াজ করা উচিত ছিল—তাহা করি নাই। দুই সপ্তাহ মাত্র দেশে ফিরিয়াছে, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই তাহার উপর আমার এমন বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল যে, আমি মনের ভাব গোপন করিতে পারি নাই। এমন কি, সে স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে [illegible] দেখা করিতেও আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। তাহার স্বভাব চরিত্রের যে পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে মনে হয় আমার দাদামহাশয় উহার সহিত সম্বন্ধ

রাখেন নাই, ইহা তাঁহার প ক্ষে সঙ্গতই হইয়াছিল। এরূপ প্রকৃতির লোকের প্রতি ঘৃণা হওয়াই স্বাভাবিক।”।”

ইষ্টেলি ক্লেয়ার অসাধারণ সুন্দরী বলিয়া সে সময় লণ্ডন-সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। জ্যাক তাহাকে ভালবাসিয়াছিল; ক্লেয়ারও তাহার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়াছিল। সকলেই জানিত যে জ্যাক রেমণ্ড-টাউয়ারের ও তাহার মাতামহের সার খেতাবের বৈধ উত্তরাধিকারী। অনেকেই তাহাকে সার জ্যাক রেমণ্ড বলিয়া সম্মানিত করিত। কিন্তু এই সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী সার ডেনভার রেমণ্ড দীর্ঘকাল নিরুদ্দেশের পর হঠাৎ স্বদেশে প্রত্যাগমন করায় জ্যাকের সকল আশা ভরসা শূন্যে বিলীন হইল! সম্পত্তি ও খেতাবে তাহার আর কোন দাবী রহিল না। কারণ সার ডেনভার বর্ত্তমানে তাহার জ্যাঠার সম্পত্তিতে বা খেতাবে তাহার ভাগিনেয় জ্যাকের অধিকার ছিল না।

ইষ্টেলি বলিল, “কিন্তু তোমার মা কি বলেন? তাঁহার ভাই এত কাল পরে হঠাৎ দেশে আসিয়া তোমাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবে, তিনি কি ইহা নীরবে সহ্য করিবেন?”

জ্যাক হাতের বেত দিয়া পদপ্রান্তস্থিত পাতরের নুড়িগুলি সরাইতে সরাইতে বলিল, “মা তাঁর ভাইকে ভারি ভয় করেন; তিনি মামার ব্যবহারের প্রতিবাদ করিবেন এরূপ আশা নাই! যদি তুমি ডেনভার মামার চেহারা দেখিতে তাহা হইলে তোমারও ভয় হইত। কি দুষমনের মত চেহারা! ও রকম লোককে কি কোন অনুরোধ করিতে কাহারও ইচ্ছা হয়? লোকটার চেহারা দেখিয়া ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যায়, মনে হয় ডাকাত কি গুণ্ডা! ভদ্রবংশের ছেলের এরকম ডাকাতে চেহারা কখন আমার নজরে পড়ে নাই। আমার বিশ্বাস, ইংলণ্ড ত্যাগ করিবার পর সে দেশান্তরে গিয়া ডাকাতের দলে মিশিয়াছিল!”

ইষ্টেলি বলিল, “তাহাকে আমি দেখিতে চাহি না। লোকটাকে জানোয়ার বলিয়াই মনে হইতেছে! ভদ্রসমাজে মিশিতে তাহার লজ্জা হইবে না?”

জ্যাক বলিল, “লজ্জা! লজ্জার সহিত তাহার পরিচয় থাকিলে কি দেশে আসিয়াই আমার সহিত ঐ রকম ব্যবহার করিত? তাহার কথা ছাড়িয়া দাও

ইষ্টেলি! একটা পশুর কথা আলোচনা করিয়া সময় নষ্ট করিও না,"

বলি।"

ইষ্টেলি বলিল, "কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ যে হঠাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল! এখন কি করিবে মনে করিয়াছ?"

জ্যাক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। এরূপ কোন বিদ্যাই শিখি নাই—যাহার সাহায্যে উদরান্নের সংস্থান করিতে পারি। আমার মত অক্ষমকে কে চাকরী দিবে? আর টাকাই বা কোথায় যে ব্যবসায় বাণিজ্য করিব?"

জ্যাক পকেটে হাত দিয়া চর্ম্মনির্ম্মিত একটি থলি বাহির করিল, এবং তাহা ইষ্টেলিকে দেখাইয়া বলিল, "আমার কাছে এখনও পঞ্চাশ পাউণ্ড মজুত। এই টাকায় কয়েক দিনের খরচ চলিবে; ইতিমধ্যে কোন একটা উপায় স্থির করিতে হইবে।"

জ্যাকের বয়স হইলেও তাহার স্বভাব শিশুর মত; সে সংসারের কোন ধারিত না। তাহার মা বারবারা রেমণ্ড তাহাকে যাহা দিত তাহাই সে ইচ্ছা ব্যয় করিত। তাহার মাতাই সংসারের কর্ত্রী ছিলেন। তাহার মামা ডেনভার ফেরার হইলে তাহার মাতার পিতৃব্য তাহার মাতাকেই তাঁহার অর্থরাশি দিয়া গিয়াছিলেন! রেমণ্ড টাউয়ার নামক প্রাসাদোপম অট্টালি জ্যাক উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিল।

কিন্তু ডেনভার বহুকাল পরে হঠাৎ দেশে আসায় জ্যাকের দাবী গ্রাহ্য হইবা সম্ভাবনা রহিল না; এমন কি, তাহার মাথা রাখিবারও স্থান রহিল না। তাহ অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া তাহার প্রণয়িনী ইষ্টেলি তাহার অপেক্ষা অধি হইয়াছিল। সে জ্যাকের সঙ্গে চলিতে চলিতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মায়ের সঙ্গে আবার কবে দেখা করিবে?"

জ্যাক বলিল, "তা এখন বলিতে পারি না। সত্য কথা বলিতে কি, ইষ্টেলি মায়ের সঙ্গে আমার একটু চটাচটি হইয়া গিয়াছে। কেন বলিতে পারি না তাঁহার গুণধর ভাইটির বড়ই পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িয়াছেন! আমি

আমি তর্ক করিতে চাহি না। আমার মায়ের জন্ত আমার বড়ই দুশ্চিন্তা হইয়াছে; আপনাকে সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি। মামা আমাকে তাহার বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেও, আমার মাকে লইয়া আসিবার জন্ত সেখানে যাওয়া দরকার মনে করিতেছি।—আমার বিশ্বাস সেখানে তিনি নিরাপদ নহেন।"

মিঃ ব্যাণ্টার বলিলেন, "অর্থাৎ?"

জ্যাক বলিল, "অর্থাৎ তিনি সেখানে থাকিলে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে। সেখানে তাঁহার প্রাণের আশঙ্কা আছে।"

মিঃ ব্যাণ্টার অপ্রসন্ন ভাবে বলিলেন, "বেশ ভাবিয়া-চিন্তিয়া তোমার একথা বলা উচিত ছিল। তোমার কথার মর্ম্ম এই যে, তোমার মা তোমার মামার সংসারে থাকিলে তোমার মামা তাহার ভগিনীর প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে পারে। না জ্যাক! তোমার মুখে এ রকম কুৎসিৎ কথা শুনিতে আমার আপত্তি আছে। ঐরূপ সন্দেহ তোমার মনে স্থান দেওয়া অনুচিত।"

জ্যাক আর কোন কথা না বলিয়া নিরুৎসাহ চিত্তে উঠিয়া গেল। মিঃ ব্যাণ্টারের নিরপেক্ষতায় তাহার একটু সন্দেহ হইল; কারণ সে দেখিল—তিনি সকল বিষয়েই তাহার মাতুলের পক্ষ সমর্থন করিলেন। সে তাঁহার গৃহত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিল, "উকীল ব্যারিষ্টার এটর্ণিগুলা চিরদিনই টাকার ক্রীতদাস! যেখানে স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা—সেই দিকেই ঢলিয়া পড়ে। স্বার্থসিদ্ধির জন্ত অন্যায়ের সমর্থন করিতেও লজ্জিত হয় না! এই বুড়োর কাছে আসিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিলাম!—জগতে নিরাশ্রয় দরিদ্রের কথা কেহই শুনিতে চাহে না!"

জ্যাক প্রস্থান করিলে মিঃ ব্যাণ্টার ডেস্কের উপর দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

মিঃ ব্যাণ্টার সার ডেনভার রেমণ্ডকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ না পাইলেও সেই কালো দাড়িওয়ালা, গুণ্ডার মত চেহারার লোকটিকে এক দিন প্রভাতে তাঁহার আফিসে আসিয়া সার ডেনভার রেমণ্ড বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে দেখিয়া, তাহার সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা হইয়াছিল—তাহা তাহার অনুকূল নহে; কিন্তু সে যে সকল কাগজ পত্র লইয়া আসিয়াছিল তাহা পরীক্ষা কি

তিনি তাহাকে সার ডেনভার রেমণ্ড বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও, তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহার মন তাহার প্রতি বিমুখ হইয়াছিল। তাঁহার মনে কি একটা খট্‌কা বাধিয়াছিল, তাহা তিনি চেষ্টা করিয়াও দূর করিতে পারেন নাই; কিন্তু অকাট্য প্রমাণ তিনি কিরূপে অগ্রাহ্য করিবেন?

মিঃ ব্যাণ্টার অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "তাই ত! সত্যই তাহার মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে না কি? আরও অসুবিধা এই যে, বারবারা রেমণ্ড নিতান্ত সরল প্রকৃতির স্ত্রীলোক, কাহারও কোন দুরভিসন্ধি থাকিলে তাহা সে বুঝিতে পারে না। আমার বিশ্বাস কোন দুষ্ট লোক অতি সহজেই তাহাকে প্রতারিত করিতে পারে। জ্যাকের কথাটা ত হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম, তাহাকে ধমক দিলাম; কিন্তু—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি এক টুকরা কাগজ টানিয়া লইয়া তাহাতে কয়েক ছত্র কি লিখিলেন, তাহার পর তিনি বলিলেন, "না, এ বিষয়ে আমার নির্লিপ্ত থাকিলে চলিবে না। জ্যাক রেমণ্ডের উপর একটু দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যদি সে রেমণ্ড টাউয়ারে উপস্থিত হইয়া তাহার মামার সঙ্গে কলহ করে, তাহা হইলে হয় ত তাহাকে বিপন্ন হইতে হইবে। আমি সার ডেনভারকে জ্যাকের অনুকূলে কোন কথা বলিলে সে আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে না। লোকটা গোঁয়ার ও হিংস্রপ্রকৃতি তাহা তাহার চোখমুখেই প্রকাশ!"

মিঃ ব্যাণ্টার যে সঙ্কল্প করিলেন, তাহা পরে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। আইভর কারলাক মৃত সার ডেনভার রেমণ্ডের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সংসার-রঙ্গমঞ্চে যে অভিনয় আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার সহিত মিঃ ব্যাণ্টারের কার্য্যের সম্বন্ধ কিরূপ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার কি ফল হইয়াছিল—পাঠক পাঠিকাগণ কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিলে যথাকালে তাহা জানিতে পারিবেন।

*　　*　　*　　*

শুক্রবার অপরাহ্ণে জ্যাক রেমণ্ড তাহার প্রণয়িনী ইষ্টেলি ক্লেয়ারের সহিত রেলের প্ল্যাটফর্ম্ম ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। জ্যাক রেমণ্ড নরফোকে যাত্রা করিবার

জন্ত প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল; ইষ্টেলি তাহাকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে ষ্টেশনে আসিয়াছিল।

কয়েক মিনিট পরে ট্রেণখানি প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিল। জ্যাক একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া বসিল। ইষ্টেলি সেই কামরার জানালার কাছে দাঁড়াইয়া জ্যাকের সহিত কথা কহিতে লাগিল। তখনও ট্রেণ ছাড়িবার বিলম্ব ছিল।

ইষ্টেলি বলিল, "জ্যাক, তুমি সেখানে অধিক বিলম্ব করিও না। তোমাকে সেখানে যাইতে দেখিয়া আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইতেছে, মনে হইতেছে—সেখানে গিয়া তুমি কোন বিপদে পড়িবে।"

জ্যাক জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া হাসিয়া বলিল, "আমার বিপদের আশঙ্কায় তোমার মুখখানা যে রকম শুকাইয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া একটি চুম্বনে উহা প্রফুল্ল করিবার জন্ত বড়ই আগ্রহ হইতেছে! কিন্তু এ রকম প্রকাশ্য স্থানে ঐ কাজটা করিতে সাহস হয় না, দেখিলে লোকে কি মনে করিবে?—তা তুমি আমার জন্ত ভাবিও না, আমি বিপদে আত্মরক্ষা করিতে জানি। আর বিপদই ঘটিবে কেন? আমি গায়ে পড়িয়া কাহারও সহিত বিবাদ করিব না; তবে যদি কেহ অকারণে আমার সঙ্গে বিবাদ করে—সে স্বতন্ত্র কথা।"

ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিলে ইষ্টেলি একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল, এবং যতক্ষণ ট্রেণখানি অদৃশ্য না হইল—ততক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া রহিল। জ্যাক একখানি সংবাদপত্রে মনঃসংযোগ করিল। দীর্ঘপথ, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কষ্টকর বলিয়া সে ষ্টেশনের ষ্টল হইতে কতকগুলি কাগজপত্র কিনিয়া লইয়াছিল।

সন্ধ্যা ছয়টার পর ট্রেণখানি ক্ষুদ্র সুয়েটেলি ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। জ্যাক এই ষ্টেশনে নামিয়া প্লাটফর্ম্মের বাহিরে আসিল, তাহার পর চিরপরিচিত রেমণ্ড-টাউয়ারের অভিমুখে যাত্রা করিল; যে অট্টালিকায় সে আজন্ম প্রতিপালিত হইয়াছে—সেখানে সে অতিথির মত চলিল।

গ্রামে প্রায় দুইশত লোকের বাস। সন্ধ্যা সমাগমে গ্রাম্যপথ নির্জ্জন; সকলেই স্ব স্ব গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সদর রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইবার সময়

কোন গ্রামবাসীর সঙ্গে জ্যাকের সাক্ষাৎ হইল না। বাঁধা পথ দিয়া রেমণ্ড-টাউয়ারে যাইতে বিলম্ব হইবে বলিয়া জ্যাক পথ হইতে নামিয়া বাম দিকের একখানি ক্ষেতের ভিতর প্রবেশ করিল, এবং মেঠো পথ ধরিয়া টাউয়ারের দিকে অগ্রসর হইল।

এই প্রাসাদোপম অট্টালিকা যেরূপ প্রশস্ত সেইরূপ উচ্চ, তাহার চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত প্রান্তর, এজন্য বহুদূর হইতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার উচ্চ শির যেন গগন ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সন্ধ্যার আলোকে দূর হইতে তাহা চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল।

জ্যাক কি ভাবিয়া টাউয়ারের সদর দেউড়ীর দিকে না গিয়া টাউয়ারের পশ্চাৎস্থিত প্রাচীর-সন্নিধানে উপস্থিত হইল! সেই প্রাচীরে একটি ক্ষুদ্র দরজা ছিল। জ্যাক পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া সেই দ্বার খুলিল; মুহূর্ত্ত পরে সে ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রাচীরের পর অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া বাগান, তাহার পর অট্টালিকা। তখন অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল, জ্যাক সেই অন্ধকারেই বাগানের ভিতর দিয়া অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইল। সে চলিতে চলিতে বাম ভাগে একটি আলোক দেখিতে পাইল।

জ্যাক সেই দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিল কে একজন লণ্ঠন লইয়া আঙ্গুরের ক্ষেতের দিকে যাইতেছে! জ্যাক তাহাকে দেখিয়া মনে মনে বলিল, "এ কি ব্যাপার। এখনও ত আঙ্গুর পাকে নাই, তবে ও লোকটা আঙ্গুরের ক্ষেতে যাইতেছে কি উদ্দেশ্যে? আর এই রাত্রিকালেই বা ওখানে উহার কি প্রয়োজন?"

লোকটার ভাবভঙ্গি দেখিয়া জ্যাকের সন্দেহ হইল তাহার অভিসন্ধি ভাল নহে। কিছু দূরে কাচের ছাদ বিশিষ্ট একটা বরজ ছিল; লণ্ঠনধারী সেই বরজের প্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য হইলে জ্যাক অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি কি বোকা! বরজের ভিতর যে সকল চারাগাছ আছে, সেগুলি দরকারমত কৃত্রিম উত্তাপ পাইতেছে কি না, তাহাই পরীক্ষার জন্য লোকটা বোধ হয় 'বয়লার' দেখিতে যাইতেছে!

জ্যাক সেই দিক হইতে অট্টালিকার দিকে ফিরিতেই অদূরে পদশব্দ শুনিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল; সে দেখিল আর একজন লোক একটি কুঞ্জের অন্তরালে চলিয়া গেল। জ্যাক তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল, সে সার ডেনভার রেমণ্ড—জ্যাকের মামা!

জ্যাক মনে মনে বলিল, "কি আশ্চর্য্য! মামাও যে ঐ লণ্ঠনধারীর অনুসরণ করিল! আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় সত্য নহে। ব্যাপারটা সন্দেহজনক! মামা কি উদ্দেশ্যে ঐ দিকে যাইতেছে, তাহা জানা দরকার।"

জ্যাক কিছু দূরে থাকিয়া সার ডেনভারের অনুসরণ করিল। সে দেখিল, তাহার মাতুলও পূর্ব্বোক্ত বরজে প্রবেশ করিল!

জ্যাক সেই বরজের ছাদে উঠিয়া তাহাদের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইল। সে বরজের অন্য দিকে গিয়া বহুকষ্টে বরজের ছাদে উঠিল।

ছাদ ভেদ করিয়া ষ্টোভের যে পাইপ সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার চারি দিকে ফাঁক ছিল। জ্যাক সেই ফাঁক দিয়া বরজের ইঞ্জিন ঘর দেখিতে পাইল। লণ্ঠ-নের আলোকে সে দেখিল—তাহার মামা বয়লারের কাছে একটা বাক্সের উপর বসিয়া আছে। সে তাহার মামার সম্মুখে একজন অপরিচিত লোককে দেখিতে পাইল। এই লোকটার চেহারা ও পরিচ্ছদ দেখিয়া জ্যাকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না! তাহার পরিচ্ছদটি অদ্ভুত আকারের; মাথায় পালকের টুপি; ...র দুই পাশ দিয়া লম্বা চুলগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মুখের ...বাদামী। চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র ও উজ্জ্বল; মুখ দেখিতে অনেকটা ইঁদুরের ...ত!

জ্যাক মনে মনে বলিল, "ও-লোকটা কে? উহার চেহারা দেখিয়া বেদে (gipsy) বলিয়াই মনে হয়। মামার কাছে উহার কি দরকার?"

জ্যাক তাহাদের কথা শুনিবার চেষ্টা করিল; সার ডেনভার সেই লোকটাকে বিড়-বিড় করিয়া কি বলিল—জ্যাক তাহা বুঝিতে পারিল না। সার ডেনভারের কথা শুনিয়া সেই লোকটা দুই একবার মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল; যেন

সে সার ভেনভারের প্রস্তাবানুযায়ী কোন কাজ করিতে সম্মত হইল।

জ্যাক ভাবিল, "এ সকল লুকোচুরী ব্যাপার কেন? বৃদ্ধ এই ইহাদিগকে গোপনে পরামর্শ করিতে দেখিলে কি মনে করিতেন? যদি মাম কোন দুরভিসন্ধি না থাকিত তাহা হইলে কি মামা রাত্রিকালে এখানে আসি গোপনে এই চুয়াড়ের মত লোকটার সঙ্গে পরামর্শ করিত?" গ্রা

কয়েক মিনিট পরে সার ডেনভার পকেট হইতে পুরু কাগজের এক মে লেফাপা বাহির করিল। সে সেই লেফাপার ভিতর হইতে তিনখানি নোট সেই বেদেটার হাতে দিল; তাহার পর অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে বলিল, "জে., চুক্তির টাকার ইহাই প্রথম দফা। কাজ শেষ করিলে বাকি টাকা পাইবে।"

বেদেটা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া খন্‌খনে আওয়াজে বলিল, "হাঁ, কর্ত্তা, কাজ শেষ করিয়াই বাকি টাকা লইব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

সার ডেনভার তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বরজ হইতে বাহির হইল। কাজ শেষ হইয়াছে বুঝিয়া জ্যাকও বরজের ছাদ হইতে অন্য দিকে নামিয়া পড়িল, এবং পথে আসিয়া বাঁধের উপর একটি গুল্মের আড়ালে লুকাইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে সার ডেনভার অন্য পথে অট্টালিকার দিকে ফিরিয়া চলিল। তাহাকে দেখিয়া জ্যাক মনে মনে বলিল, "আমি আহারের সময় হঠাৎ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে কি ভাবিতে বলিতে পারি না, তবে তুমি বরজে আসিয়া সেই বেদেটার সঙ্গে কি পরামর্শ করিতেছিলে তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই তোমার মুখ শুকাইয়া যাইত। বোধ হয় আমাকে খুন করিতে চাহিতে; কিন্তু সে কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব না, তবে যদি তুমি বেদেটার সঙ্গে কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল নাই!"

কয়েক মিনিট পরে সে সেই বেদেটাকে সেই পথেই আসিতে দেখিল। সে তাহার হাতের লণ্ঠনটা নিবাইয়া, অট্টালিকার দিকে না গিয়া জ্যাক যে পথে বাগানে প্রবেশ করিয়াছিল—সেই পথে অগ্রসর হইল। জ্যাক মনে করিল,

সে ইচ্ছা করিলেই তাহার মাতুলের গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে; কিন্তু হঠাৎ প্রথমে এই বেদেটার গতিবিধি লক্ষ্য করাই কর্ত্তব্য।—তাহার' পরিচয় জানিবার চলিয়া ও জ্যাকের অত্যন্ত আগ্রহ হইল।

রেমণ্ড জ্যাক আর সময় নষ্ট না করিয়া নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সেই বেদেটার অনুসরণ করিল। জো খিড়কী-দ্বার খুলিয়া একটা বেড়ার পার্শ্বস্থ নয়ঞ্জুলীর ধারে ধারে করিল!তে লাগিল। সে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া পশ্চাতে জ্যাকের পদশব্দ শুনিতে ব্যাপারজ। অন্য কেহ ততদূর হইতে মৃদু পদধ্বনি শুনিতে পাইত কি না সন্দেহ; রয়কার বেদেদের শ্রবণশক্তি অসাধারণ তীক্ষ্ণ!

জো পশ্চাতে চাহিয়া পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল, তাহার পর একটা বাঁকের কাছে গিয়া বেড়ার ধারে ওৎ পাতিয়া বসিয়া পড়িল। জ্যাক তাহাকে আর দেখিতে না পাইয়া অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। তখন ঘোলাটে মেঘের আড়াল হইতে কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড চন্দ্র এক একবার প্রকৃতির বুকে ক্ষীণ আলোক রশ্মি বিকীর্ণ করিতেছিল।

জ্যাক সেই বাঁকের কাছে উপস্থিত হইবামাত্র জো তাহার পশ্চাৎ হইতে বাঘের মত লাফাইয়া পড়িল, এবং দুই হাতে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিল। জ্যাক এই আকস্মিক আক্রমণে প্রথমে হতবুদ্ধি হইল; তাহার পর আততায়ীর কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। জ্যাক বলবান যুবক হইলেও জোর শরীরে অসুরের মত বল ছিল। জ্যাক তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিল না; দুজনে জড়াজড়ি করিতে করিতে জলহীন শুষ্ক নয়ঞ্জুলীর ভিতর পড়িল। জ্যাক নীচে পড়িল। জো তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া সজোরে তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিল।

সেই সময় মেঘ সরিয়া যাওয়ায় চন্দ্রালোক জ্যাকের মুখে পড়িল। জো তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল, "না, এ ত বাগানের মালী বা বাড়ীর কোন খানসামা নয়! বাগানের ভিতর হইতে আমার পাছ লইয়াছিল। ইহার মতলব কি? গোয়েন্দা না কি? লোকটা যে-ই হোক, ইহাকে ছাড়িয়া দিলে হয় ত আমাকে বিপদে ফেলিবে। আমি উহাকে ছাড়িয়া দিব না।"

জো এরূপ জোরে জ্যাকের গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল যে, তাহার শ্বাসরোধ হইল, তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল; সে চারিদিক অন্ধকার দেখিল। তাহার হাত পা অবসন্ন হইল। ক্রমে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। তাহার হাত দু'খানি দুই পাশে স্থিরভাবে পড়িয়া রহিল।

জ্যাকের সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইলে জো নিজের গলার লাল রুমালখানি খুলিয়া লইয়া তদ্দ্বারা জ্যাকের মুখ বাঁধিল; তাহার পর তাহাকে দুইহাতে টানিয়া তুলিয়া কাঁধে ফেলিল এবং মেঠো পথ দিয়া চলিতে লাগিল। সে জ্যাককে অবলীলাক্রমে বহিয়া লইয়া চলিল।

জো প্রায় এক ঘণ্টা পরে একটী ক্ষুদ্র অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইল। এই অট্টালিকার সম্মুখেই একটি খরস্রোতা নদী। চন্দ্রালোকে তাহার জলরাশি চিক্-চিক্ করিতেছিল।

সেই অট্টালিকার দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল। জো জ্যাককে কাঁধে লইয়াই দ্বারের সম্মুখে আসিয়া কপাটে করাঘাত করিল।

ঘরের ভিতর হইতে কে কাঁসার মত খন্‌খনে আওয়াজে বলিল, "কে রে? জো আসিয়াছিস্ না কি?"

জো বলিল, "হাঁ, শীঘ্র দরজা খোল লিল্!"

একটা বেদেনি বুড়ী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল; তাহারই নাম লিল্।

বেদেনী বুড়ীর বয়স কত, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না। পাকা চুলগুলি শনের মত সাদা। গাল দু'খানির হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল; দেহের চর্ম্ম লোল, ললাট কুঞ্চিত, তাহার উপর দড়ির মত মোটা শির। চক্ষু দুটি কোটরগত। তাহাকে দেখিলে পেত্নী বলিয়া ভ্রম হইত!

বৃদ্ধা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জ্যাকের মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার হাতের বাতিটা উঁচু করিয়া ধরিল, এবং পূর্ব্ববৎ খন্‌খনে আওয়াজে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর ঘাড়ে ওটা কে জো! কি মতলবে উহাকে ঘাড়ে করিয়া লইয়া আসিয়াছিস্?"

জ্যাক বিকৃত স্বরে বলিল, "এখন আমি তোর কথার জবাব দিতে পারিব

না লিল্! নে, দরজা বন্ধ কর।"—সে জ্যাককে লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ দ্বার রুদ্ধ করিল। জো সেই কক্ষের ভিতর দিয়া অন্য একটি কক্ষে উপস্থিত হইল। এই কক্ষের কুলুঙ্গীতে দুইটী বোতলের মুখে দুইটি বাতি জ্বলিতেছিল। বাতির আলোকে কক্ষটি আলোকিত। কক্ষের মধ্যস্থলে দুইখানি চেয়ার ও একখানি টেবিল ছিল। এক কোণে অগ্নিকুণ্ড, তাহাতে কাঠের আগুন গন্-গন্ করিতেছিল। তাহার অদূরে একখানি লোহার খাটিয়া; তাহার উপর জীর্ণ মলিন শয্যা প্রসারিত ছিল। জো সেই স্থানে গিয়া জ্যাককে সেই খাটিয়ার উপর নামাইয়া রাখিল।

মুহূর্ত্তপরে বেদেনী বুড়ীও সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে জোর সম্মুখে গিয়া বলিল, "রকম কি জো! কোন সুবিধা হইল কি?"

জো বলিল, "খু—উব! ভারি সরেস দাঁও, লিল্!" সে পকেটে হাত পুরিয়া নোট তিনখানি বাহির করিল। বাতির আলোকে নোট তিনখানি দেখিয়া বুড়ী আনন্দে বিহ্বল হইল, হাসিয়া বলিল, "বাহবা! তোফা! বেঁচে থাক বেটা!"—তাহার পরই সে জোর হাত হইতে নোট তিনখানি টানিয়া লইল; কিন্তু জো তৎক্ষণাৎ তাহার হাতে ছোঁ মারিয়া তাহা কাড়িয়া লইল, এবং অস্ফুট স্বরে বলিল, "বেশ আক্কেল ত তোর!—সবগুলিই লইতে চাহিস? তা হইবে না লিল্! তোকে একখানা নোট দিতে রাজী আছি—কিন্তু তোকে যে কাজের ভার দিয়াছি—তাহা আরম্ভ না করিলে দিব না।"

বৃদ্ধা বলিল, "তা বেশ, তাহাই হইবে। ওগুলা ভারি চমৎকার জিনিস, হাতে লইয়াও সুখ আছে। অনেক দিন আমি নোটের মুখ দেখি নাই জো! সেই জন্যই তোর হাত হইতে টানিয়া লইয়াছিলাম, রাগ করিস নে!"

জো নোট তিনখানি বুকের পকেটে রাখিয়া বলিল, "ক্ষুধায় পেটে জ্বালা ধরিয়াছে, কিছু খাইতে দিবি?—আর এক কাজ করিস—এই ছোঁড়া আমার পেছন লইয়াছিল। আমি উহাকে ধরিয়া দুই এক ঘা দিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছি। উহাকে চিনি না।"

বৃদ্ধা সবিস্ময়ে বলিল, "জমীদার-বাড়ী হইতে তোর পেছন লইয়াছিল?—এ্যা! কি সর্ব্বনাশ! তবে কি ছোঁড়াটা তোর সকল মতলব জানিতে পারিয়াছে?"

জো বলিল, "কি করিয়া বলি?—তবে ও কিছু জানিতে পারিয়াছে কি না তাহার সন্ধান লইতে হইবে।"

বৃদ্ধা বলিল, "সন্ধান লইয়া ফল কি? উহাকে একদম সাবাড় করিলেই ত ল্যাঠা চুকিয়া যাইবে।"—সে তাহার গাত্রাবরণের ভিতর হইতে একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা বাহির করিল, এবং তাহা উর্দ্ধে তুলিয়া জ্যাকের শয্যার দিকে অগ্রসর হইল।

জো তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া খপ্ করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল; তাহাকে বলিল, "তোর মতলব ত ভাল নয় লিল্! না, না, এখন তাড়াতাড়ি উহাকে সাবাড় করিয়া কোন লাভ নাই। দে, ছোরাখানা আমাকে দে।"

বৃদ্ধা ছোরাখানি জোর হাতে দিয়া জ্যাকের শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং কোটরগত চক্ষু দুটি প্রসারিত করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিল, "ছোঁড়াটা নিশ্চয়ই কুমৎলবে তোর অনুসরণ করিয়াছিল। ও ছোঁড়া তোর মনের কথা জানিতে পারিয়া থাকিলে তোকে নিশ্চয়ই বিপদে পড়িতে হইবে।—অত হাঙ্গামার দরকার কি? ছোরাখান আমার হাতে দে, এক কোপে উহাকে সাবাড় করি।"—তাহার চক্ষু দুইটি আগুনের ভাঁটার মত জ্বলিয়া উঠিল; তাহার দৃষ্টি যেন ক্ষুধিতা ব্যাঘ্রীর লোলুপ দৃষ্টি! জো সেখানে না থাকিলে বৃদ্ধা জ্যাককে নিশ্চয়ই হত্যা করিত।

জো তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "তোর যে আর বিলম্ব সহিতেছে না! কি জ্বালা! আমাদের কর্ত্তা আসিয়া উহাকে আগে দেখুক, তাহার পর তাহার হুকুমমত কাজ করিলেই চলিবে। এখন ফস্ করিয়া কিছু করা হইবে না।"

বৃদ্ধা বলিল, "কর্ত্তা! কর্ত্তা কি টাউয়ার হইতে এখানে আসিবে?"

জো বলিল, "হাঁ; আমরা কখন কাজ আরম্ভ করিব সে কথা সে এখানে আসিয়া আমাদের বলিবে। সে এখানে আসিলে এই লোকটাকে দেখিতে পাইবে, হয় ত ইহাকে চিনিতেও পারিবে। তাহার পর সে যাহা বলিবে, সেই রকম কাজ করা যাইবে। এখন কিছু খাবার আন, ক্ষুধায় আমার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে!"

বৃদ্ধা জ্যাকের কাছে গিয়া তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর জোকে বলিল, "উহাকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া না রাখিয়া এখান হইতে নড়িব না। শেষে পস্তাইতে হয় এমন কাজ লিল কখন করে না। আমি তেমন বোকা নই।"

লিল টেবিলের তলা হইতে সরু কিন্তু শক্ত দড়ি বাহির করিয়া তদ্দ্বারা জ্যাককে খাটিয়ার সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিল, তাহার পর হাসিয়া বলিল, "হি হি! বাছাধনকে এ বাধন ছিঁড়িয়া আর পলাইতে হইবে না। এইবার আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। চেতনা হইলেও আর হাত পা নাড়িতে পারিবে না।"

অতঃপর বৃদ্ধা অন্য কক্ষ হইতে দুই পেয়ালা কফি ও খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিল, এবং টেবিলে বসিয়া উভয়ে পানাহার আরম্ভ করিল।

তাহাদের আহার শেষ হইলে, রাত্রি প্রায় দশটার সময় তাহারা ঘরের বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল। অল্পক্ষণ পরে তাহাদের ঘরের দরজায় কে করাঘাত করিল।

জো উঠিয়া দাঁড়াইল, বৃদ্ধাকে বলিল, "বোধ হয় কর্ত্তা আসিয়াছে, দরজাটা খুলিয়া দিই।"

কয়েক মিনিট পরে জো একটি লোককে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। লিল্ আগন্তুকের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

আগন্তুক গম্ভীরস্বরে বলিল, "হাসিতেছিস্ কেন?"

বৃদ্ধা বলিল, "আমি তোমাকে চিনি! হাঁ, তোমাকে ঠিক চিনিয়াছি

আগন্তুক বলিল, "আমাকে তুই চিনিস্? কিরূপে চিনিলি বল।"

বৃদ্ধা আগন্তুকের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া হাসিয়া বলিল, "জো বলিতেছিল—তুমি সার রেমণ্ড; কিন্তু আমি ত তোমাকে চিনি। চারি বৎসর আগে একবার আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম, তাহার পর আর দেখিতে পাই নাই। তুমি চোরের রাজা, (king of the crooks) তোমার মত ফন্দীবাজ পাকা চোর এ দেশে আর নাই! লিল তোমাকে চিনিতে পারিবে না?—বুড়ী বলিয়া তাহার চোখ কি এতই খারাপ হইয়াছে?"

জো সবিস্ময়ে বলিল, "চোরের রাজা?—তোমার কথা ত বুঝিতে পারিলাম না লিল্!"

লিল বলিল, "তুমি বলিয়াছিলে—উহার নাম সার ডেনভার রেমণ্ড। আমি ভাবিয়াছিলাম্ হবেও বা! কিন্তু উহাকে দেখিয়া বুঝিলাম—ও তোমাকে বোকা বানাইয়াছে!—উহার নাম আইভর কারলাক। কারলাকের মত ধাড়ি চোর আর একজনও এদেশে আছে কি?"

জো আগন্তুককে বলিল, "সত্য না কি? তুমি কি সত্যই কারলাক?"

আগন্তুক হঠাৎ কোন উত্তর না দিয়া দুই এক মিনিট কি চিন্তা করিল; তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিল, "দেখ জো! তোকে আর মিথ্যা কথায় ভুলাইবার চেষ্টা করিব না; আমি সত্যই আইভর কারলাক। তোরা দু'জনেই আমার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিলি, আশা করি কথাটা প্রকাশ হইবে না। এ কথা গোপন করিলে তোদের খুব ভাল হইবে; কিন্তু যদি একথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিস, তাহা হইলে তোদের সর্ব্বনাশ হইবে।"

কারলাক বা তাহার বেদে সঙ্গিদ্বয় বুঝিতে পারে নাই যে, তাহাদের অদূরে যে যুবক রজ্জুবদ্ধ হইয়া অচেতন অবস্থায় খাটিয়ার উপর পড়িয়া ছিল, কিছুকাল পূর্ব্বে তাহার চেতনা-সঞ্চার হওয়ায় সে তাহাদের সকল কথাই শুনিতেছিল; কিন্তু জ্যাক সংজ্ঞালাভ করিয়াছে—ইহা তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া কেহই বুঝিতে পারিল না।

অতঃপর লিল একটা বাতি লইয়া জ্যাকের শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইল। জো

কারলাককে সেইস্থানে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই লোকটা কে? ইহাকে তুমি চেন কি?"

কারলাক জ্যাকের মুখের দিকে চাহিয়া উৎসাহভরে বলিল, "ইহাকে চিনি না? যাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য আমি তোমাদের হুকুম দিব মনে করিয়াছিলাম—এ সেই লোক! জানি না তোমরা কি কৌশলে ইহাকে ধরিয়া এই ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়া ইহাতে আমার কত উপকার হইয়াছ তাহা তোমাদিগকে বুঝাইতে পারিব না। সকলেরই বিশ্বাস হইয়াছে আমিই সার ডেনভার রেমণ্ড, কেবল এই ছোকরাই আমাকে অন্য লোক বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল! এদেশে উহার মত আমার মহাশত্রু আর একজনও নাই। না, আর একজন আছে বটে; কিন্তু সে সহজে আমার সন্ধান পাইবে না। এই ছোকরাকে তোমরা আটক করিয়া রাখিতে পারিলে আমি নিরাপদ। আমার এই শত্রু তোমাদের কবল হইতে পলায়ন করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে।"

কারলাক জোকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল। বৃদ্ধা লিল জ্যাকের মাথার কাছে বসিয়া গুণ-গুণ স্বরে গান করিতে করিতে তাহাকে পাহারা দিতে লাগিল। জ্যাক বুঝিতে পারিল বৃদ্ধা তাহার কাছে বসিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে; এই জন্য সে অচেতন অবস্থায় যে ভাবে পড়িয়াছিল—সেই ভাবেই পড়িয়া রহিল; সে যে সংজ্ঞালাভ করিয়াছে তাহা তাহাকে বুঝিতে দিল না। জ্যাকের চক্ষুর পাতা পর্য্যন্ত কম্পিত হইল না।

জ্যাক তাহার বিপদের পরিমাণ বুঝিতে পারিল। তাহার 'মামা' কে, তাহা সে কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল। এই বেদে ও বেদেনীর কবলে পড়িয়া তাহার জীবন কিরূপ বিপন্ন হইয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া তাহার মন আতঙ্কে পূর্ণ হইল। যে গৃহে তাহার সুখময় শৈশব এবং শান্তিপূর্ণ কৈশোর ও প্রথম যৌবন নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইয়াছে, সেই গৃহ একটা ছদ্মবেশী দুর্দ্দান্ত তস্করের অধিকারভুক্ত হইয়াছে, জ্যাক তাহার অনুচরবর্গের হস্তে বন্দী, তাহার উদ্ধারলাভের কোন আশা আশা নাই—এই সকল কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া তাহার মনের ভিতর যে ঝটিকা বহিতে লাগিল, তাহার বাহ্যিক লক্ষণ

গোপন রাখা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল; তথাপি সে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না।

জ্যাক মনে মনে বলিল, "যদি আমি মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষু খুলিয়া তাকাই, তাহা হইলে বুড়ীটা আমাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। আমি বুদ্ধির দোষে ইচ্ছা করিয়া এই ফাঁদে পা দিয়াছি। কারলাক আমার মামার ছদ্মবেশে এখানে আসিয়া সমস্তই অধিকার করিয়াছে। সে যে আমাকে হত্যা না করিয়া নিশ্চিন্ত হইবে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। যদি কোন কৌশলে ইহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহা হইলে কারলাকের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা তেমন কঠিন হইবে না; কিন্তু আমি মুক্তিলাভের কোন উপায় দেখিতেছি না!"

জ্যাক তাহার মামার সহিত দেখা করিবার পূর্ব্বেই এভাবে বিপন্ন হইবে তাহা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। সে দৈবক্রমে কারলাকের পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের পরিচয় পাইলেও রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় শত্রুগৃহে পড়িয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রেমণ্ড টাউয়ার আক্রমণের চেষ্টা

একদিন মেঘনির্ম্মুক্ত উজ্জ্বল প্রভাতে একখানি পীতবর্ণ মোটর গাড়ী (a yellow painted motor car) লণ্ডনের বেকার ষ্ট্রীট দিয়া সবেগে ধাবিত হইতেছিল, এবং সেই শকটখানির প্রতি অনেক পথিকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল ; কারণ সেরূপ মূল্যবান শকট সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই শকটের সোফেয়ার ও তাহার পার্শ্বোপবিষ্ট আর্দ্দালীর পরিচ্ছদের ঘটা দেখিয়া পথিকেরা বুঝিতে পারিল সেই শকটের অধিকারী যেরূপ ধনবান সেইরূপ সৌখীন লোক।

শকটখানি মিঃ রবার্ট ব্লেকের নাতিবৃহৎ কিন্তু সুদৃশ্য অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে আর্দ্দালী তাহার আসন হইতে নামিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল। তখন একটী তরুণী যুবতী গাড়ী হইতে নামিল ; মুহূর্ত্ত পরে আর একটী যুবতীও নামিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল। এই যুবতীও অসামান্য রূপবতী। তাহাদের পরিচ্ছদের আড়ম্বর দেখিয়া পথিকেরা সবিস্ময়ে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রথমোক্ত যুবতীই আমাদের পূর্ব্ব পরিচিতা ইষ্টেলি ক্লেয়ার—জ্যাকের প্রণয়িনী। সে তাহার সঙ্গীনীকে লইয়া মিঃ ব্লেকের অট্টালিকায় প্রবেশ করিল।

মিসেস্ বার্ডেল তাহাদিগকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিল—তাহারা সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া মহিলা; সুতরাং মিঃ ব্লেকের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সে তাহা-দিগকে সঙ্গে লইয়া দ্বিতলে মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষের দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িল।

যুবতীদ্বয় সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র মিঃ ব্লেক উঠিয়া দাঁড়াইয়া

তাহাদিগকে অভিবাদন করিলেন। তিনিও বুঝিতে পারিলেন—তাহারা সাধারণ গৃহস্থকন্যা নহে।

ইষ্টেলি মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনিই কি মিঃ ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমারই ঐ নাম।"

ইষ্টেলি মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সঙ্গীনীর মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল; তাহার পর বলিল, "কেমন ভেরা! আমি কি বলি নাই, আমরা এখানে আসিয়া নিশ্চয়ই মিঃ ব্লেকের দেখা পাইব?"—ইষ্টেলির সঙ্গিনীর নাম ভেরা!

অতঃপর ইষ্টেলি মিঃ ব্লেককে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আমরা আপনার সময় নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি এজন্য আমি দুঃখিত। সত্য কথা বলিতে কি, আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে আমাদের একটু ভয়ই হইয়াছিল! আমাদের ধারণা ছিল—আপনি ভয়ানক গম্ভীরপ্রকৃতি, অল্পভাষী, খিট্‌খিটে মেজাজের লোক, এবং—এবং—" তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। সে তাহার সঙ্গীনীর মুখের দিকে চাহিয়া আবার একটু হাসিল, যেন অপরাহ্লের তপনালোক-সমুজ্জ্বল রাঙ্গা মেঘে বিদ্যুৎ চমকিল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার ডেস্কের নিকট সরিয়া গিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "আমাকে দেখিয়া তোমরা ভারি নিরাশ হইয়াছ তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রের ডিটেক্‌টিভে, আর সেই মানুষটি যখন ঘরে বসিয়া থাকে তখন তাহাতে যে আকাশ পাতাল তফাৎ মিস্—"

ইষ্টেলি ক্লেয়ার বুঝিল পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেকের নিকট তাহাদের পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল; এই ত্রুটির জন্য একটু লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "ওহো! বলি নাই বুঝি আমার নাম ক্লেয়ার? এই দেখুন আমার নামের কার্ড।"—সে তাহার মৃণালতুল্য শুভ্র সুকোমল প্রকোষ্ঠস্থিত স্বর্ণশৃঙ্খল বদ্ধ ক্ষুদ্র আধার (a little goldchain bag) হইতে একখানি ক্ষুদ্র ও মসৃণ কার্ড বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিল; তাহার পর তাহার সঙ্গিনীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আর ইনি লেডি আর্মষ্টেড: কিন্তু আপনার কাছে উঁহার কোন

প্রয়োজন নাই। আমার অনুরোধেই উনি আমার সঙ্গে আসিয়াছেন; অর্থাৎ—

এবার ভেরা হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ সিংহের বিবরে একাকী প্রবেশ করিতে উহার সাহস হয় নাই।"

ভেরার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; ইষ্টেলিও সেই হাস্যে যোগদান করিল। অবশেষে ভেরা বলিল, "আপনার নিরাপদ গৃহের সহিত সিংহের বিবরের তুলনা করিয়া আমি বোধ হয় অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিলাম! কেহ দাঁতের ডাক্তারের (dentist) কাছে যাইবার সময় নিঃশঙ্ক হইবার আশায় যেমন কোন বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া যায়—ইষ্টেলি সেইভাবে আমাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। উহারই রোগ, আমি সঙ্গে আসিয়াছি মাত্র।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি ত দন্তশূলের চিকিৎসক নহি; আমার পেশা যে অন্য রকম।"

ভেরা বলিল, "ইষ্টেলিও শূলরোগে কষ্ট পাইতেছে, দন্তশূল অপেক্ষা তাহা কষ্টদায়ক, উহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইয়াছে; তাহা উৎপাটন করিবার যোগ্য লোকই আপনি!"

মিঃ ব্লেক ভেরার বাক্‌চাতুর্য্যে প্রীত হইয়া বলিলেন, "আমার এ রকম অসাধারণ শক্তি আছে তাহা জানিতাম না! যাহা হউক, আমাকে কি করিতে হইবে বল। মিস্ ক্লেয়ার, আমার অসাধ্য না হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করিব।"

মিস্ ক্লেয়ার হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক, আশা করি আমার সকল কথা শুনিয়া আমাকে নির্ব্বোধ মনে করিবেন না। সকল কথা শুনিলে ব্যাপারটা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়াই আপনার মনে হইবে; কিন্তু বাহ্যদৃষ্টিতে তাহা যতই তুচ্ছ হউক, তাহার মূলে কোন গভীর রহস্য নিহিত আছে।"

মিঃ ব্লেক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অধিক ভূমিকার প্রয়োজন নাই; তোমার যাহা বলিবার আছে, সরলভাবে বল; তুমি কিরূপ সঙ্কটে

পড়িয়া আমার সাহায্য প্রার্থিনী হইয়াছ—তাহা শুনিবার জন্ত আমার আগ্রহ হইয়াছে।”

ইষ্টেলি মিঃ ব্লেকের নিকট সরলভাবে তাহার মনের কথা প্রকাশ করিল। সে জ্যাক রেমণ্ডকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল—তাহাও স্বীকার করিল; এবং তাঁহাকে জানাইল, তাহার এই গুপ্ত সংকল্পের কথা তাহার বান্ধবী ভেরা ভিন্ন অন্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই। এই সকল কথা শেষ করিয়া সে বলিল, “জ্যাক রেমণ্ড পাঁচদিন পূর্ব্বে নরফোক জেলায় তাহার বাসগৃহে যাত্রা করিয়াছে; কিন্তু সে আজ পর্য্যন্ত পৌঁছান-সংবাদ লিখিল না! সে আমাকে বলিয়া গিয়াছিল যদি তাহার মামা তাহাকে রেমণ্ড টাউয়ারে থাকিতে দিতে অসম্মত হয়—তাহা হইলে জ্যাক সেই স্থানের একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। আমি সেই হোটেলের ঠিকানায় জ্যাককে দুইখানি পত্র লিখিয়াছি, কিন্তু কোন পত্রেরই উত্তর পাই নাই! আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া হোটেলের ম্যানেজারকে টেলিগ্রাম করিলাম; তাহার উত্তরে ম্যানেজার আমাকে জানাইয়াছে—জ্যাক তাহাদের হোটেলে নাই; সে সেখানে বাসাও লয় নাই! আমার পত্র দুইখানি তাহার প্রতীক্ষায় হোটেলে জমা আছে—”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি জ্যাককে রেমণ্ড টাউয়ারের ঠিকানায় পত্র লেখ নাই?”

ইষ্টেলি বলিল, “না। জ্যাক জানে আমি তাহাকে সেই ঠিকানায় পত্র লিখি না, কারণ সেই পত্র অন্তের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু জ্যাক ত অনায়াসেই আমাকে পত্র লিখিতে পারিত।”

মিঃ ব্লেক নতমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রণয়ী প্রণয়িনীর পত্র পাইয়া তাহার উত্তর লিখিতে কখন বিলম্ব করে না সত্য, কিন্তু অনেক সময় নানা কারণে উত্তর দিতে পারে না—এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট চিন্তার পর ইষ্টেলিকে বলিলেন, “জ্যাকের সংবাদ না পাইয়া তোমার যখন এতই দুশ্চিন্তা হইয়াছে, তখন একবার স্বয়ং সেখানে গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিতে কি কোন বাধা আছে?”

ভেরা এবার কথা কহিল ; সে বলিল, "আমিও ত ইষ্টেলিকে ঠিক ঐ কথাই বলিতেছিলাম। রেমণ্ড টাউয়ারের বর্ত্তমান মালিক ইষ্টেলিকে তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিতে আপত্তি করিতে পারে ; কিন্তু ইষ্টেলি তাহার কোন বন্ধুর সন্ধানে সেখানে গমন করিলে ইংলণ্ডের মত স্বাধীন দেশে তাহাকে বিপন্ন হইতে হইবে—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।"

ইষ্টেলি বলিল, "আমি জ্যাকের সহিত দেখা করিবার জন্ত রেমণ্ড টাউয়ারে উপস্থিত হইলে টাউয়ারের বর্ত্তমান মালিক সার রেমণ্ড তাহাতে আপত্তি করিবে কি না তাহা জানি না ; কিন্তু এই লোকটার সঙ্গে দেখা করিতে আমার একটুও ইচ্ছা নাই ভেরা ! জ্যাকের প্রতি তাহার দুর্ব্ব্যবহারের কথা স্মরণ হইলে আমি ক্রোধ ও বিরক্তি দমন করিতে পারি না ; তাহাকে আমি এতই ঘৃণা করি যে তাহার সম্মুখে যাইতেও আমার প্রবৃত্তি হয় না।"

মিঃ ব্লেক তাহার নারীসুলভ অভিমানের পরিচয় পাইয়া মনে মনে একটু হাসিলেন, তাহার পর তাহাকে বলিলেন ; "তোমার মনের কথা শুনিলাম, এখন আমাকে কি করিতে হইবে বল। এই ব্যাপারে আমার গোয়েন্দাগিরি করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া ত আমার মনে হয় না।"

ইষ্টেলি মিঃ ব্লেকের মুখের উপর চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "না, আপনাকে গোয়েন্দাগিরি করিতে বলিতেছি না ; তবে জ্যাক কোথায় আছে—এবং কোন বিপদে পড়িয়াছে কি না, এই সংবাদটুকু আপনি আনিয়া দিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। জ্যাক কি কারণে আমাকে পত্র লিখিতেছে না, আমি তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার প্রতি জ্যাকের ভালবাসা কত যে গভীর—তাহা ত আমি জানি। বিশেষ কোন বিঘ্ন না ঘটিলে জ্যাক আমাকে দুই ছত্রের একখান চিঠি ও লিখিত। সে যখন যেখানে গিয়াছে—প্রতি দিনই আমাকে পত্র লিখিয়াছে। এবার এরূপ হইল কেন—তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না !"

কথা বলিতে বলিতে ইষ্টেলির গলা ভারি হইয়া উঠিল, এবং তাহার নীল নেত্র অশ্রুরাশিতে ভাসিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "কি গভীর ভালবাসা! জ্যাক তাহার প্রেমময়ী প্রণয়িনীকে ভুলিয়া থাকিবে—ইহা ত বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না!—"কিন্তু তিনি কোন কথা বলিলেন না।"

তাঁহাকে নীরব দেখিয়া ইষ্টেলি বলিল, "মিঃ ব্লেক, আমি মিঃ ব্যাণ্টারের নিকট শুনিয়াছি আপনার অবসর অত্যন্ত অল্প; বিশেষতঃ, যে সকল ব্যাপার আপনি তুচ্ছ মনে করেন, তাহাতে হস্তক্ষেপণ করেন না; তথাপি আপনার কাছে আসিয়াছি। আমি জানি সেখান হইতে ঘুরিয়া আসিতে আপনার অধিক সময় লাগিবে না।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে ইষ্টেলির মুখের দিকে চাহিয়া আগ্রহভরে বলিলেন, 'কোন্ ব্যাণ্টারের কথা বলিতেছিলে? লিঙ্কন্স ইনের এটর্ণী মিঃ ব্যাণ্টার কি?"

ইষ্টেলি বলিল, "হাঁ, তিনিই রেমণ্ড পরিবারের এটর্ণী।"

মিঃ ব্লেক পূর্ব্বে একটি তদন্ত-কার্য্যে মিঃ ব্যাণ্টারের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন; সেই সময় হইতে তাঁহাকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। মিঃ ব্যাণ্টার জ্যাকের পারিবারিক এটর্ণী, একথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি ইষ্টেলিকে বলিলেন, "মিঃ ব্যাণ্টার হস্তাক্ষর পরীক্ষায় অসাধারণ পারদর্শী। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার সাহায্যে আমি একটি জটিল রহস্যপূর্ণ তদন্তে আশাতীত ফল লাভ করিয়াছিলাম। তুমি তাঁহার স্নেহের পাত্রী, সুতরাং তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করাই আমার কর্ত্তব্য। আমার নিকট তুমি সাহায্য পাইবে—এরূপ ভরসা তিনি তোমাকে না দিলেও, তুমি যখন তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছ—তখন তোমাকে নিরাশ করিয়া ফিরাইব না মিস্ ক্লেয়ার!"

ইষ্টেলি আশ্বস্ত ভাবে বলিল, "আপনি কি স্বয়ং সেখানে গিয়া জ্যাকের সন্ধান লইবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি নিজেই যাইব; আর আমার হাতে যথেষ্ট কাজ থাকিলেও সেখানে যাইতে বিলম্ব করিব না। আশা করি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমাকে অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে না

তোমাকে পত্র লিখিতে হইলে কোন্ ঠিকানায় পত্র লিখিব তাহা আমাকে বলিয়া যাও।"

ইষ্টেলি বলিল, "আপনাকে আমার নামের যে কার্ড দিয়াছি, উহাতেই আমার বাড়ীর ঠিকানা লেখা আছে। সেই ঠিকানায় পত্র দিলেই আমি তাহা পাইব। কিন্তু আপনি দয়া করিয়া আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করিবেন; যদি জ্যাকের সঙ্গে আপনার দেখা হয়—তাহা হইলে আপনি যে আমায় প্রার্থনায় তাহাকে খুঁজিতে গিয়াছেন, একথা তাহার নিকট প্রকাশ করিবেন না। আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলাম—ইহা যেন সে জানিতে না পারে।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, তাহাই হইবে।"—তিনি এই তরুণীর হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া মনে মনে তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস হইল—জ্যাক অনেক যুবক অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। যদিও বিপুল পার্থিব সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া সেই গৃহহীন নিরাশ্রয় যুবক চির দারিদ্রকে বরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে—তথাপি এই নারীরত্ন তাহার দারিদ্র-দুঃখকে পরম লোভনীয় করিয়া তুলিবে; ইহার অটল প্রেম সুদৃঢ় বর্ম্মের ন্যায় সংসারের সকল কঠোর আঘাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে।—তিনি মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "জ্যাক কোথায় আছে—এবং কেমন আছে, এই সংবাদ পাইলেই ত সুখী হইবে?—এ সংবাদ আমি তোমাকে অতি সহজেই দিতে পারিব। ইহাতে এরূপ কোন গুপ্ত রহস্য নাই যে, গোয়েন্দাগিরির জন্য আমাকে মাথা খাটাইতে হইবে।"

জ্যাকের অন্তর্দ্ধান যে কিরূপ জটিল রহস্যজড়িত, তাহা মিঃ ব্লেকের কল্পনা করিবারও শক্তি ছিল না! এই জন্যই তাঁহার ধারণা হইল—জ্যাকের সংবাদ সংগ্রহ করা নিতান্ত সহজ কাজ!

ইষ্টেলি ও ভেরা মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে আসিল, এবং মোটর গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। মিঃ ব্লেকের কথায় ইষ্টেলি আশ্বস্ত হইয়াছিল; তাহার মনের ভার লঘু হইল।

ভেরা বলিল, "মিঃ ব্লেকের সঙ্গে আলাপ করিয়া একবারও মনে হয় না যে, তিনি এত বড় ডিটেক্‌টিভ! নিতান্ত সাদাসিদা ভাব। কিন্তু তাঁহার দুই চারিটি কথা শুনিয়াই আমার মনে হইয়াছিল—উঁহার হাতে বিশ্বাস করিয়া সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা যায়। তাঁহার বিশেষত্ব তাঁহার চক্ষু দুটিতে। ও রকম উজ্জ্বল চক্ষু আমি আর কাহারও দেখি নাই ভাই!"

ইষ্টেলি হাসিয়া বলিল, "তোমার কথা শুনিয়া সেই গানটা মনে পড়িয়া গেল—

"ঐ আঁখি·রে!
কি আর রেখেছ বাঁকি রে!
পরাণে কেটেছ সিঁদ, নয়নে হরেছ নিদ,
কি সুখে পরাণ আর রাখিব রে!"

তোমার ভাব দেখিয়া মনে হয়, তুমি মিঃ ব্লেককে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া আসিয়াছ!—আমার কথা শুনিয়া তোমার চোখ মুখ যে লাল হইয়া উঠিল ভাই! লজ্জা হইল না কি?"

ভেরা ধীরে ধীরে বলিল, "তুই ছুঁড়ি ভারি বেহায়া! প্রেম কি ঠাট্টার জিনিস? মিঃ ব্লেক চিরকুমার। তিনি যে কোন যুবতীকে বিবাহ করিবেন—তাহার সম্ভাবনা নাই; সে ইচ্ছা থাকিলে অনেক দিন আগেই তিনি সংসারী হইতেন। ঐ এক রকম প্রকৃতির মানুষ! অথচ উঁহার স্বভাব অতি পবিত্র; সংসারে থাকিয়াও যোগী। কিন্তু আমি জোর করিয়া বলিতে পারি—যদি কোন সৌভাগ্যবতী উঁহাকে স্বামীরূপে লাভ করিতে পারে—তাহা হইলে তাহার জীবন ধন্য হইবে। আমি আর কখন বেকার ষ্ট্রীটে আসিব না ভাই!" লর্ডনন্দিনী একটি চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইল।

লেডি ভেরা আর্মষ্টেড জানিত মিঃ ব্লেক যে মহৎ ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া সংসারী হইবেন—তাহার সম্ভাবনা নাই; অনেক সুন্দরী, বিদুষী, সম্ভ্রান্তবংশীয়া যুবতী তাঁহাকে রূপরজ্জুতে বাঁধিয়া তাঁহার হৃদয় জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে

নাই। এই জন্য ভেরা প্রতিজ্ঞা করিল—সে আর কখন মিঃ ব্লেকের গৃহে পদার্পণ করিবে না।

ইষ্টেলি ও লেডি ভেরা মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইবার অল্পকাল পরে, মিঃ ব্লেকের ডেস্কের উপর টেলিফোনের ঘণ্টা ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ টেলিফোনের চোঙ তুলিয়া লইয়া কাণের কাছে ধরিলেন। তিনি শুনিলেন স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে—সেখানে শীঘ্র যাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করা হইতেছে! মিঃ ব্লেক স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধ কখন অগ্রাহ্য করিতেন না; স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ম্মচারিবর্গ কোন বিষয়ে তাঁহার সহায়তাপ্রার্থী হইলে তিনি ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। এই জন্য স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষ এবং ইন্‌স্পেক্টরেরা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। তিনি জানিতেন—তাহাদের অনেকেই তাঁহার হিংসা করে, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য অনেকের চেষ্টারও ত্রুটি নাই; তথাপি তিনি তাহাদের উপকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। পাঠক পাঠিকাগণ বহুবার তাঁহার এইরূপ সদাশয়তার প্রমাণ পাইয়াছেন। মিঃ ব্লেক স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুপারিণটেন্‌ডেন্টকে টেলিফোনে জানাইলেন, এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি সেখানে যাত্রা করিবেন।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "ভাবিয়াছিলাম—আধ ঘণ্টার মধ্যেই জ্যাক রেমণ্ডের সন্ধানে যাত্রা করিব, কিন্তু এখনই যে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাইতে হইবে! স্মিথকেই জ্যাক রেমণ্ডের সন্ধানে পাঠাইয়া দিই। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা স্মিথের পক্ষে কঠিন হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় অঙ্গুলিস্পর্শ করিলেন, শব্দ শুনিয়া স্মিথ তাড়াতাড়ি তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাকে কি কোথাও যাইতে হইবে কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তোমাকে একটু কাজে পাঠাইব; স্থির হইয়া বসিয়া কথাটা আগে মন দিয়া শুনিয়া লও।"

স্মিথ একখানি চেয়ারে বসিলে, মিঃ ব্লেক ইষ্টেলির নিকট জ্যাক সম্বন্ধে যে

সকল কথা জানিতে পারিয়াছিলেন—তাহা তাহাকে বলিতে লাগিলেন। স্মিথ স্তব্ধভাবে তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া বলিল, "এখন আমাকে কি করিতে হইবে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইচ্ছা ছিল আমি নিজেই জ্যাক রেমণ্ডকে খুঁজিতে যাইব ; কিন্তু এখনই আমাকে আর একটা কাজে বাহিরে যাইতে হইবে। তুমিই নরফোকে যাও, তোমাকে স্থয়েটলি-ষ্টেশনে নামিতে হইবে। জ্যাক রেমণ্ড রেমণ্ড টাউয়ারে আছে কি না প্রথমে সন্ধান লইবে। যদি জানিতে পার জ্যাক টাউয়ারেই আছে—তাহা হইলে তুমি তাহার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা না করিয়া আমাকে টেলিগ্রাম করিবে।"

স্মিথ মুখ ভার করিয়া বলিল, "এই কাজ! একটা সাধারণ কুলিতে যে কাজ অনায়াসে করিতে পারে, সেই কাজে আমাকে পাঠাইতেছেন কর্ত্তা! ও কাজে এক বিন্দু বুদ্ধি বা কৌশল খাটাইবার দরকার হইবে না। বেশ, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু সেখানে একা যাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না; আপনি আদেশ করিলে আমি টাইগারকে সঙ্গে লইতে পারি। টাইগার সঙ্গে থাকিলে সময়টা একটু আনন্দে কাটাইতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি, টাইগারের সাহায্য লইবার জন্য তোমার আগ্রহ হইয়াছে। তা তুমি তাহাকে লইয়া যাইতে পার, আমার আপত্তি নাই। তবে সেখানে গিয়া টাইগারের সাহায্য লইবার দরকার হইবে বলিয়া মনে হয় না। টাইগার অনেক দিন লণ্ডনের বাহিরে যায় নাই, তোমার সঙ্গে একবার বাহিরে ঘুরিয়া আসুক, তাহাতে ক্ষতি কি ?"

স্মিথ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "খুব ভাল হইল কর্ত্তা! টাইগারকে লইয়া নরফোকের শ্যামল প্রান্তরে বেড়াইয়া আনন্দ হইবে। লণ্ডনের ধূলা ও অন্ধকারের মধ্যে ঘুরিয়া সময় নষ্ট করা অপেক্ষা সে অনেক ভাল।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চলিলেন। স্মিথও গুণ-গুণ স্বরে গান করিতে করিতে একটা ব্যাগে তাহার জিনিস পত্র গুছাইতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে সে মিঃ ব্লেকের প্রত্যাগমনের অপেক্ষা

না করিয়া টাইগারকে সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল, এবং রেল-ষ্টেশনের দিকে চলিল।

পথিমধ্যে দুই তিনজন পুলিশম্যানের সহিত স্মিথের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা স্মিথকে অভিবাদন করিয়া টাইগারের মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে একটু আদর করিল, এবং স্মিথ তাহাকে লইয়া কোথায় যাইতেছে জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল; কিন্তু স্মিথ কাহাকেও মনের কথা বলিল না।

স্মিথ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিল নরফোকগামী ট্রেণ ছাড়িতে অধিক বিলম্ব নাই। সে টাইগারের ও নিজের টিকিট লইয়া প্রথমে টাইগারকে গার্ডের কামরায় তুলিয়া দিল। টাইগারকে মাসের মধ্যে পাঁচ সাতবার এইভাবে ট্রেণে উঠিতে হইত; এইরূপ ভ্রমণে সে অভ্যস্ত ছিল—এজন্য একাকী একটি ক্ষুদ্র কামরায় আবদ্ধ থাকিতে আপত্তি করিল না। স্মিথ আর একটি কামরায় উঠিয়া বসিল।

তিনঘণ্টা পরে স্মিথ যখন সুয়েটলি ষ্টেশনে উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা সমাগত-প্রায়। পথের ধারে আলোক-স্তম্ভশিরে দীপালোক প্রজ্জলিত হইয়াছিল,—কিন্তু দীপশিখা এতই মৃদু যে, তাহাতে দূরের বস্তু দেখিবার উপায় ছিল না!

স্মিথ প্ল্যাটফর্ম্মে নামিয়া টাইগারকে গার্ডের গাড়ী হইতে নামাইয়া লইল। সে ষ্টেশনের ভিতর একজন প্রহরীকে দেখিয়া তাহার সম্মুখে আসিল; কিন্তু প্রহরী টাইগারের ভীষণ মূর্ত্তি ও রক্তচক্ষু দেখিয়া ভয়ে পলায়নোদ্যত হইল! স্মিথ তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বন্ধুভাবে তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিল। তাহার পর তাহাকে কিঞ্চিৎ পুরস্কার দান করিয়া বলিল, "দেখ ভাই, আমি এখানে নূতন আসিয়াছি, সন্ধ্যা হইয়াছে। এখানে কোথায় বাসা পাওয়া যায় বলিতে পার?"

প্রহরী বলিল, "আপনার যে প্রকাণ্ড কুকুর, কুকুর ত নয় যেন বাঘ! বোধ হয় আমার মাথাটা গিলিয়া ফেলিতে পারে! উহাকে দেখিলে কেহ আপনাকে বাসা দিতে সাহস করিবে কি না বুঝিতে পারিতেছি না। তবে এক কাজ করিতে পারেন; আমাদের ষ্টেশনে আফিস-ঘরের পাশে একটা খালি কুঠুরী

আছে, সেই ঘরে একখানি লম্বা টেবিল ভিন্ন অন্য কোন আসবাবপত্র নাই। ইচ্ছা হইলে সেই টেবিলে রাত্রি কাটাইতে পারেন।"

স্মিথ বলিল, "এখানে কোন হোটেল-টোটেল নাই?"

প্রহরী বলিল, "হোটেল আছে বৈ কি। কিন্তু আজ এখানে একটা মেলা বসিয়াছে। রাত্রে মেলার আসরে নাচ গান হইবে কি না, চারি দিক হইতে বিস্তর লোক আমোদ দেখিতে আসিয়াছে; অনেকেই হোটেলে আড্ডা লইয়াছে। এই জন্ম মনে হইতেছে আপনি হোটেলে যায়গা পাইবেন না।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে দোষ কি? তবে একটু অসুবিধাও আছে; আমার কুকুরটাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা নাই, অপরিচিত লোক দেখিয়া গোলমাল করিতেও পারে। তুমি যদি কুকুরটাকে কিছুকাল রাখিবার ভার লইতে সম্মত হও তাহা হইলে আমি একটা বাসা ঠিক করিয়া আসিতে পারি। ষ্টেশনে রাত্রি কাটাইতে কষ্ট হইবে।"

প্রহরী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে টাইগারের দিকে চাহিয়া বলিল, "তাই ত! আপনি যে বড় শক্ত ভার দিতে চাহিতেছেন! আপনি চলিয়া যাইবেন, তারপর আপনার কুকুর যদি এক লাফে আমার ঘাড়ে উঠিয়া মাথাটা গিলিয়া ফেলে। ও বাবা! কি লম্বা জিভ!"

স্মিথ বলিল, "না, না; তোমার কোন ভয় নাই, এ আমার পোষা কুকুর, ভারি ঠাণ্ডা। তুমি উহার মাথায় হাত বুলাইয়া দেখ, খুসী হইবে।"

প্রহরী অনিচ্ছার সহিত ভয়ে ভয়ে টাইগারের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। টাইগার তাহাতে আপত্তি করিল না। প্রহরী স্মিথের পীড়াপীড়িতে এবং আরও কিছু পুরস্কারের লোভে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল।

স্মিথ টাইগারকে প্রহরীর জিম্মায় রাখিয়া গ্রামের ভিতর চলিল। কিছু দূরে একটা হোটেল ছিল। স্মিথ প্রথমে সেই হোটেলে সন্ধান লইয়া জানিল প্রহরীর কথা সত্য; বিভিন্ন গ্রামের লোক মেলা দেখিতে আসিয়া সেই হোটেলে আশ্রয় লওয়ায় সেখানে সম্পূর্ণ স্থানাভাব। অগত্যা স্মিথ বাসার সন্ধানে ঘুরিতে লাগিল; অবশেষে সে নদীর ধারে একজন কৃষকের কুটিরে বাসা পাইল। সেই

কুটীরখানি আইভি লতার কুঞ্জদ্বারা পরিবেষ্টিত। পল্লীপ্রান্তবর্ত্তী নিভৃত কুটীর। স্থানটী জনকোলাহল-বর্জ্জিত বলিয়া স্মিথের বেশ পছন্দ হইল। বাসা ঠিক করিয়া স্মিথ টাইগারকে আনিবার জন্য ষ্টেশনে চলিল।

স্মিথ যখন টাইগারকে সঙ্গে লইয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি আটটা। কৃষকপত্নী স্মিথকে ও টাইগারকে যাহা আহার করিতে দিল, তাহাতে বৈচিত্র না থাকিলেও স্মিথ ক্ষুধা নিবারণের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট মনে করিল। ভোজন করিয়া সে পরিতৃপ্ত হইল।

আহারের পর স্মিথ একখানি কাঠের চেয়ারে বসিয়া অতঃপর কি করিবে তাহাই ভাবিতেছিল, সেই সময় সেই কুটীরের দ্বার ঠেলিয়া কৃষকপত্নী ঘরের ভিতর মাথা বাড়াইয়া দিল।

স্মিথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল—স্ত্রীলোকটি কোন কারণে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে! সে দুই হাতে দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; স্মিথ দেখিল ভয়ে তাহার হাত দুইখানি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে!

স্ত্রীলোকটি স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "এখন কি আপনার হাতে কোন কাজ আছে?"

স্মিথ বলিল, "না আহারের পর একটু বিশ্রাম করিতেছি। নূতন যায়গায় আসিয়াছি, রাত্রিও অধিক হয় নাই; ঘুম আসিতেছে না। আমাকে কি কোন কথা বলিবে?"

কৃষকপত্নী কুটীরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "হাঁ, আপনাকে একটা কথা বলিতে আসিয়াছি। আমার ভাই-পো সাম আপনাকে কিছু বলিতে চায়। সে যে কাজ করিবার মতলব করিয়াছে—তাহাই আপনাকে বলিবে বোধ হয়; আমার অনুরোধ, আপনি তাহাকে সে কাজ করিতে নিষেধ করিবেন। যদি সে আপনার নিষেধ না শোনে তাহা হইলে তাহার ফল ভাল হইবে না।"

কৃষকপত্নীর কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন কৃষক যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। লোকটা বেশ জোয়ান, তাহার ব্যায়ামপুষ্ট সুগঠিত দেহ, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, এবং উভয় বাহুর সুদৃঢ় মাংসপেশী দেখিয়া স্মিথ বুঝিতে পারিল—

লোকটা বলবান বটে। সে স্মিথের সম্মুখে আসিয়া টুপি খুলিয়া তাহাকে সসম্মান অভিবাদন করিল। কৃষক হইলেও যুবকটি কদাকার নহে; পরিচ্ছদের পারিপাট্য থাকিলে তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়া মনে করা যাইত।

সে তাহার পিসির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সু পিসি! তুমি এখন যাইতে পার, তোমার এখানে কোন কাজ নাই ত। আমি এই ভদ্রলোকটিকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।"

কৃষকপত্নী সশঙ্ক দৃষ্টিতে ভাই-পোর মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে সেই কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল; তখন যুবকটি স্মিথকে বলিল, "মহাশয় কি লণ্ডন হইতে আসিয়াছেন?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, আজ সন্ধ্যাকালে লণ্ডন হইতে এখানে পৌঁছিয়াছি। একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

কৃষক যুবক কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আপনি ভদ্রলোক, জ্ঞানী ব্যক্তি; এই জন্ম আমি আপনার কাছে একটা উপদেশ লইতে আসিয়াছি।"

স্মিথ বলিল, "কিরূপ উপদেশ?"

কৃষকযুবক সেই কক্ষের মুক্ত বাতায়নের দিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ দিকে বিস্তর লোক জুটিয়াছে। তাহারা দল বাঁধিয়া জমীদারের বাড়ীর দিকে ঝুঁকিয়াছে; বোধ হয় একটা বিভ্রাট না ঘটাইয়া ছাড়িবে না।"

স্মিথ বলিল, "বিভ্রাট ঘটাইবার কারণ কি? উহারা কি জমীদারের উপর অসন্তুষ্ট?"

যুবক বলিল, "অসন্তুষ্ট হইবে না? তাহাদের রাগ কি সহজে হইয়াছে? আমাদের সাবেক জমীদার খুব ভাল লোক ছিলেন; তিনি মারা যাওয়ার পর কোথা হইতে একটা দাড়িওয়ালা গুণ্ডা আসিয়া জমীদারের ঘর বাড়ী দখল করিয়াছে, সেই না কি কর্ত্তার সকল সম্পত্তির মালিক! শুনিয়াছি সে কর্ত্তার ভাইপো—তাহার নাম সার ডেনভার রেমণ্ড। কর্ত্তা যত দিন বাঁচিয়া ছিলেন, তত দিন কেহ তাহাকে এ মুল্লুকে দেখিতে পায় নাই। কর্ত্তার অবর্ত্তমানে তাঁর এই ষণ্ডাগুণ্ডা ভাইপোটা উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে; লোকজনকে জ্বালা-

তন করিয়া মারিল! যত কর্ম্মচারী ও চাকর-বাকর আছে—তাহাদের মাহিনা কমাইয়া দিয়াছে। কাহারও অসুখ হইলে ছুটী পায় না; কথায় কথায় বেত মারে। প্রজাদের খাজনা বাড়াইয়া দিয়াছে (hev riz the rents.) আমরা চাষী লোক—এই ব্যবহারে আপত্তি করায় বলিয়াছে—'জুতা মারিয়া সব শালার মাথা গুঁড়া করিয়া দিব।'—আবার আজ অতি ভয়ানক সংবাদ শুনিতে পাওয়া গিয়াছে!"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "কিরূপ সংবাদ?"

কৃষকযুবক সাম বলিল, "সে বড় বিষম খবর! আজ আমরা খবর পাইলাম, কর্ত্তার ভাইপো সার ডেনভার—সেই পাজী বদ্মায়েসটা বেটা জমীদারের বসত-বাড়ী—যাহাকে সকলে 'টাউয়ার' বলে—কাহার কাছে বিক্রয় করিতেছে; কেবল তাহাই নহে—রায়তী জমা জমী সমস্তই সে না কি বিক্রয় করিবে। যদি সে একাজ করে—তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। আমাদের চাষ আবাদ বন্ধ হইবে, শেষে কুলিগিরি করিয়া আমাদিগকে সংসার প্রতিপালন করিতে হইবে। আবার কেহ কেহ বলিতেছিল—আমাদের উঠাইয়া দিয়া এখানে একটা প্রকাণ্ড বাগান করা হইবে!"

সামের কাতরতায় স্মিথের মন সহানুভূতিতে পূর্ণ হইল। জমীদার ও প্রজার বিরোধ লইয়া সে কখন মাথা ঘামাইত না; কিন্তু জমীদারের এই অত্যাচারের বিবরণ শুনিয়া তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিল—নূতন জমীদার এই সকল জমীজমা কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিলে রায়ত-দের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না; তাহাদিগকে বাস্তু ভিটা ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এবং কৃষকেরা চাষের জমীর অভাবে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কুলিগিরি করিতে বাধ্য হইবে।—ইহা অসহ্য অত্যাচার বলিয়াই তাহার ধারণা হইল।

স্মিথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "বড়ই দুঃসংবাদ বটে! কিন্তু জমীদার যদি তাহার জমীজমা অন্যের নিকট বিক্রয় করে—তাহা হইলে তোমরা কি করিয়া তাহার সম্বন্ধে বাধা দিবে?"

সাম তাহার হাতের টুপি বগলে পুরিয়া দুই হাত এভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিল যেন জমীদারকে হাতে পাইলে তাহার মাথাটা ঘাড় হইতে ছিঁড়িয়া লইবে!—সে

সরোষে মাথা উচু করিয়া বলিল, "কিন্তু সার ডেনভার আর একটা অন্যায় কাজ করিয়াছে, তাহাতে আমরা বাধা না দিয়া ছাড়িব না। টাউয়ারের পাশ দিয়া একটা সরু গলি-পথ আছে; আমরা বহুকাল হইতে (for years and years) সেই পথ দিয়া যাতায়াত করি। আজ শুনিলাম সার ডেনভার সেই পথ প্রাচীর গাঁথিয়া বন্ধ করিবার হুকুম দিয়াছে! প্রাচীরও না কি গাঁথা হইতেছে। সার ডেনভার যদি সেই প্রাচীর ভাঙ্গিতে রাজী না হয়—তাহা হইলে আমরা জোর করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিব। আপনার কাছে জানিতে চাই—আমাদের তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া বে-আইনি হইবে কি?"

স্মিথ বলিল, "দেখ সাম! আইনে কি বলে তাহা আমার জানা নাই; তবে তোমরা চিরকাল যে পথে যাতায়াত করিতেছ—কেহ সে পথ বন্ধ করিলে বোধ হয় জোর করিয়া পথের দাবী বজায় রাখিতে পার; কিন্তু অন্যের সম্পত্তি তস্রূপ করা তোমাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে না।"

সাম বলিল, "আমরা এখনই টাউয়ারে চলিলাম। আপনি নিরপেক্ষ লোক, আপনিও আমাদের সঙ্গে আসুন না; আমরা কোন অন্যায় কাজ করি কি না তাহা দেখিবেন।"

স্মিথ সামের ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিতে পারিল—চাষার দল টাউয়ারে উপস্থিত হইলে উভয় পক্ষে একটা হাঙ্গামা বাধিবে; সহজে এই বিবাদের মীমাংসা হইবে না। ইহার পরিণাম কি জানিবার জন্য তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল; দাঙ্গা দেখিবার লোভ সে সংবরণ করিতে পারিল না। সে লাফাইয়া উঠিয়া সামকে বলিল, "তা বেশ ত চল, তোমাদের সঙ্গে যাই; একটু মজা দেখিয়া আসা যাক্।"

স্মিথ টুপি ও কোটে সজ্জিত হইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময় টাইগার তাহার পশ্চাতে আসিয়া তাহার পায়ে মাথা ঘষিতে আরম্ভ করিল।

স্মিথ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কি রে টাইগার! তুইও কি আমার সঙ্গে মজা দেখিতে যাইবি? তোরও ত ভারি সখ! তা বেশ, তুইও চল।"

টাইগার আনন্দে লেজ নাড়িয়া স্মিথের প্রস্তাবের সমর্থন করিল, এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া উল্লাসভরে শব্দ করিল, "ভো—ও—ও-ঔ!" অর্থাৎ "কি মজা!"

স্মিথ টাইগারের গলার 'কলার' ধরিয়া তাহাকে লইয়া চলিল। তাহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া কুটীরের সম্মুখবর্ত্তী আঙ্গিনায় উপস্থিত হইল। স্মিথ সেই আঙ্গিনার অদূরে বিপুল জনতা দেখিতে পাইল। সকলেই কৃষক বা চাষী গৃহস্থ, এবং তাহাদের অধিকাংশই বলবান যুবক; কাহারও হাতে লাঠি, কাহারও হাতে খন্তা, কেহ বা কুঠার হস্তে দাঁড়াইয়া আছে।

স্মিথকে দেখিয়া একজন জোয়ান সেই জনতার ভিতর হইতে তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইল এবং টুপি স্পর্শ করিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল। স্মিথ বুঝিতে পারিল—এই লোকটিই বিদ্রোহী প্রজাপুঞ্জের মোড়ল। কিন্তু সে স্মিথকে কোন কথা বলিল না; সাম তাহার পাশে দাঁড়াইয়া বলিল, "মহাশয়, আমরা এখনই মাঠের ভিতর দিয়া জমীদারের বাড়ী যাইব। সদর রাস্তা দিয়া সে দিকে যাইলে পুলিশ আমাদের সম্মুখে আসিয়া বাধা দিতে পারে। পুলিশের সঙ্গে আমরা হাঙ্গামা করিতে চাহি না। আমরা মাঠের ভিতর দিয়া যাইলে পুলিশ কিছুই জানিতে পারিবে না।"

অদূরে নদীর উপর যে সাঁকো ছিল, চাষার দল নিঃশব্দে সেই সাঁকোর পাশ দিয়া খোলা মাঠে পড়িল। স্মিথ টাইগারকে সঙ্গে লইয়া সামের পাশে পাশে চলিতে লাগিল। তাহারা টাউয়ারে উপস্থিত হইয়া কি করে তাহা দেখিবার জন্য তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল বটে। কিন্তু সেখানে কি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিবে, ও কি প্রত্যক্ষ করিবে তাহা সে তখন ধারণা করিতে পারিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ফ্ল্যাস হ্যারির আবির্ভাব

মিঃ ব্লেক স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া একজন সুপারিণটেন্‌ডেণ্টের খাস কামরায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। সুপারিণটেন্‌ডেণ্ট অন্যান্য কথার পর হঠাৎ তাঁহাকে বলিলেন, মিঃ ব্লেক, ফ্ল্যাস হ্যারির কথা আপনার স্মরণ আছে কি ?"

মিঃ ব্লেকের স্মরণশক্তি অসাধারণ তীক্ষ্ণ। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "ফ্ল্যাস হ্যারি ? হাঁ, তাহার কথা বেশ মনে আছে। অনেক দিন আগে সে রিজেণ্ট ষ্ট্রীটের ডাকাতিতে লিপ্ত ছিল না।"

সুপারিণটেন্‌ডেণ্ট বলিলেন, "হাঁ, আপনার স্মরণ আছে বটে। সেই ফ্ল্যাস হ্যারি গত বৎসর কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। সংপ্রতি সংবাদ পাইলাম, সে অর্থোপার্জ্জনের একটা নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে !"

সুপারিণটেন্‌ডেণ্ট ফিতা-বাঁধা একটা বাণ্ডিল খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া লইলেন, এবং তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "ফ্ল্যাস হ্যারি সংপ্রতি লণ্ডন-ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্কে একটা হিসাব খুলিয়াছে, (has opened an account) এবং গত ছয় সাত সপ্তাহের মধ্যে এই ব্যাঙ্কে পাঁচ ছয় হাজার পাউণ্ড গচ্ছিত রাখিয়াছে।"

অনন্তর তিনি কাগজখানি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন, "দীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা হইতে আমার মনে এই একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, 'চোর চির দিনই চোর।' জেল খাটিয়া চোরের চরিত্র সংশোধিত হয় না। ফ্ল্যাস হ্যারি জেল খাটিয়া মুক্তি লাভ করিবার পর কোন নীতি-বিগর্হিত বা অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে—এরূপ কোন সংবাদ আমার কর্ণগোচর হয় নাই ; গণকে তাহার বিরুদ্ধে কোন নূতন অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং সে করিয়াই ভাবে কোন ব্যাঙ্কের সহিত কারবার আরম্ভ করিলে, তাহাতে আপত্তি

তিনি আনন্দিত হইতেন, ফলের প্রতি তাঁহার স্পৃহা লক্ষিত হইত না। বাহিরের কোন লোক তাঁহার কৃতিত্বের কথা জানিতে পারিত না, এবং তাহা জানাইবার জন্যও তিনি লালায়িত ছিলেন না।

মিঃ ব্লেক সুপারিণ্‌টেন্‌ডেণ্টের অনুরোধ শুনিয়া, দুই এক মিনিট কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বেশ, আমি আনন্দের সঙ্গে এ ভার গ্রহণ করিব; কিন্তু ফ্ল্যাস হ্যারির ঠিকানাটা আমাকে বলিয়া দিবেন; তাহা জানিতে পারিলে আমার শ্রমের লাঘব হইবে।"

সুপারিণ্‌টেন্‌ডেণ্ট তৎক্ষণাৎ এক টুকরা কাগজে ফ্ল্যাস হ্যারির ঠিকানা লিখিয়া কাগজটুকু মিঃ ব্লেকের হাতে দিলেন।

মিঃ ব্লেক কাগজখানি পকেটে ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; সুপারিণ্‌টেন্‌ডেণ্ট বলিলেন, "আশা করি শীঘ্রই আপনার তদন্তের ফল জানিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "এত দিনে আপনারা যে রহস্যভেদ করিতে পারেন নাই, আমি মন্ত্রবলে অবিলম্বে তাহা আবিষ্কার করিয়া আপনাদের উৎকণ্ঠা দূর করিব, এরূপ শক্তিলাভ করিতে পারি নাই, তবে আমি চেষ্টার ত্রুটি করিব না। আর এক কথা, আপনি ব্যাঙ্কে নিশ্চয়ই সন্ধান লইয়াছেন—সে কি প্রণালীতে (by what method) টাকাগুলি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখে।"

সুপারিণ্‌টেন্‌ডেণ্ট বলিলেন, "হাঁ সে সন্ধান লইয়াছি বৈ কি! যত বার সে টাকা জমা দিয়াছে—প্রত্যেক বারই গিনি দিয়াছে। কোন বারও সে ব্যাঙ্ক-নোট বা চেক দাখিল করে নাই। ইহাও আমাদের সন্দেহের আর একটা কারণ। যদি সে চেক বা ব্যাঙ্ক-নোট দাখিল করিত, তাহা হইলে সে তাহা কোথায় কি উপায়ে সংগ্রহ করিল তাহার সন্ধান লইতে পারিতাম; ইহাতে রহস্য ভেদের সুবিধা হইত। যদি আপনি তাহার সংগৃহীত একখানি চেক বা ব্যাঙ্ক-নোট সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা হইলে রহস্যভেদ করা আমাদের পক্ষে তেমন কঠিন হইবে না; কিন্তু নগদ টাকা জমা দেওয়ায় আমরা এ পর্য্যন্ত তাহার অর্থোপার্জ্জনের উপায় স্থির করিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; তখন তাঁহার চা পানের সময় হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক চা পান করিতে করিতে ভাবিলেন, "এই সময় একবার ফ্ল্যাস হ্যারির বাসায় উপস্থিত হইতে পারিলে মন্দ হয় না। স্মিথ ত টাইগারকে সঙ্গে লইয়া নরফোকে চলিয়া গিয়াছে। স্মিথ আজ রাত্রে কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিবে—ইহা আশা করিতে পারিতেছি না। কাল সকালে হয় ত তাহার টেলিগ্রাম পাইব।"

চা পান শেষ করিয়া সন্ধ্যা ছয়টার সময় মিঃ ব্লেক সাধারণ ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

তিনি পদব্রজে চলিতে চলিতে ফ্ল্যাস হ্যারির বাসার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন দীপালোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক ফ্ল্যাস হ্যারির গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন; হঠাৎ একটা কথা তাঁহার মনে পড়িল।

তিনি মনে মনে বলিলেন, "কথাটা আগে মনে হয় নাই! ফ্ল্যাস হ্যারি যে সুবিখ্যাত দস্যু কারলাকের সহযোগী! তাহারই দলের লোক। কারলাকও এক সময় এই বাড়ীতেই আড্ডা লইয়াছিল!"

মিঃ ব্লেক কারলাককে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার পর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় কারলাক ধরা পড়িয়া দীর্ঘকালের জন্য আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলস্থিত লাগসের কারাগারে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। সেই ভীষণ কারাগার হইতে নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে তাহার মুক্তি লাভের সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং তাঁহার নিকট কারলাক মৃত বলিয়াই প্রতীয়মান হইল (Ivor Carlac was a dead man to him.) কিন্তু ফ্ল্যাস হ্যারি কারলাকের পরিত্যক্ত আড্ডায় বাস করিতেছে জানিয়া অনেক কথাই তাঁহার মনে পড়িল।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "ফ্ল্যাস হ্যারি কারলাকের অতি বিশ্বস্ত ও অনুগত সহচর। সে এখন সাধু সাজিয়া ভাল মানুষের মত এখানে বাস করিতেছে; কিন্তু কারলাক যখন এখানে বাস করিত, তখন তাহার হাতে

বিস্তর টাকা ছিল। কারলাক জেলে যাইবার পূর্ব্বে বোধ হয় ফ্ল্যাস হ্যারিকে তাহার গচ্ছিত গুপ্তধনের সন্ধান বলিয়া গিয়াছে। ফ্ল্যাস হ্যারি যতদিন কয়েদ ছিল ততদিন পর্য্যন্ত সেই অর্থ ভোগ করিতে পারে নাই; সে কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সেই গুপ্তধন ক্রমে সংগ্রহ করিতেছে, ও মধ্যে মধ্যে ব্যাঙ্কে জমা দিতেছে। কারলাক যে ঘরে বাস করিত সেই ঘরে ফ্ল্যাস হ্যারির বাসা লইবার ইহাই প্রধান কারণ বলিয়াই ধারণা হয়। বোধহয় ঐ ঘরের কোন অংশে কারলাকের টাকাগুলি সঞ্চিত আছে?"

ইহা মিঃ ব্লেকের অনুমান মাত্র; কিন্তু তিনি কেবল অনুমানে নির্ভর করিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিতেন না, তাঁহার অনুমান সত্য কি না তাহা পরীক্ষা করাই তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন মনে করিতেন।

তিনি মনে মনে বলিলেন, "আমার অনুমানের মূলে সত্য আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিতে চাই। ফ্ল্যাস হ্যারি ইতিপূর্ব্বে দুই একবার আমাকে দেখিয়াছে বটে, কিন্তু সে বহুপূর্ব্বের কথা, বিশেষতঃ আমি এখানে ছদ্মবেশে আসিয়াছি। আমাকে এ বেশে দেখিলে সে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিবে না। আজ রাত্রে যদি তাহাকে হাতে পাই তাহা হইলে রহস্যভেদের একটা ব্যবস্থা হইতেও পারে।"

মিঃ ব্লেক সেই অট্টালিকার বারান্দার অদূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে পাইলেন, ওভার-কোট পরিহিত একজন লোক একটা আলোক-স্তম্ভের (lamp-post) নীচে দাঁড়াইয়া চুরুট টানিতেছিল। মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল, সে সেখানকার ক্লাবের কোন মেম্বর; খোলা যায়গায় দাঁড়াইয়া ধূমপান করিবার জন্য বাহিরে আসিয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে না পারিয়া একটু কুণ্ঠিত হইলেন; কিন্তু তাহার পরিচয় জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হওয়ায় তিনি একটি সিগারেট বাহির করিয়া, তাহার ম্যাচ-বাক্সটি চাহিবার ছল করিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে হাসিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি ছদ্মবেশে আসিয়াছেন বলিয়া আমি হয় ত আপনাকে চিনিতে পারিতাম না, কিন্তু আমাদের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আমাকে

সংবাদ দিয়াছিলেন আজ রাত্রে আপনার এখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে। এই জন্ত আপনাকে চিনিতে আমার অসুবিধা হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ওঃ, তুমিই হ্যারির গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছ? এ খবর আমি পূর্ব্বেই পাইয়াছি বটে। আজ রাত্রে ক্ল্যাস হ্যারির সন্ধান পাইয়াছ কি?" —তিনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গুপ্তচরের হাত হইতে তাহার ম্যাচ-বাক্সটি লইয়া সিগারেট ধরাইয়া লইলেন। বলা বাহুল্য, ম্যাচ-বাক্স মিঃ ব্লেকের পকেটেও ছিল, কিন্তু কেহ তাঁহাদিগকে সেখানে কথা কহিতে দেখিয়া সন্দেহ করিতে না পারে—এই জন্তই একটা উপলক্ষের প্রয়োজন হইয়াছিল।

গুপ্তচর নিম্নস্বরে বলিল, "হাঁ মহাশয়! আপনার এখানে আসিবার প্রায় দশ মিনিট পূর্ব্বে সে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে; বোধ হয় আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাহিরে আসিবে। অন্তান্ত দিন তাহাকে এই নিয়মেই চলা-ফেরা করিতে দেখিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক ম্যাচ-বাক্সটা তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "সে বাহিরে আসিয়া সাধারণতঃ কোন দিকে যায়?"

গুপ্তচর বলিল, "এ সময় সে পিকাডেলির দিকে যায়, এবং কোন দিন র‍্যাগ্‌স কোন দিন বা প্রিন্সেস্ রেঁস্তরায় প্রবেশ করে। কিছুই উপার্জ্জন না করিয়া সে প্রতিদিন পানাহারে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, কোন ধনবান ব্যক্তিও সেইভাবে টাকা উড়াইতে পারে কি না সন্দেহ! নিজের উপার্জ্জনের অর্থ ওভাবে কেহ অপব্যয় করিতে পারে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পরের টাকা উড়াইতে কষ্ট কি? তবে সে টাকাগুলি কি কৌশলে সংগ্রহ করে—তাহাই জানা আবশ্যক।"—তিনি আর সেখানে না দাঁড়াইয়া পিকাডেলির দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী দোকানগুলির সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; পথের দিকেই তাঁহার লক্ষ্য থাকিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তিনি পূর্ব্বোক্ত গুপ্তচরকে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিলেন।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গুপ্তচর মিঃ ব্লেকের নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই, তিনি তাহার

মুখের দিকে না চাহিয়া হাত নাড়িয়া কি ইঙ্গিত করিলেন; তাহার পর মৃদু আলোকিত একটি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গুপ্তচর তাঁহার অনুসরণ করিল।

গুপ্তচর সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "হ্যারি এই দিকেই আসিতেছে। সে যখন এই বাড়ীর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইবে, সেই সময় তাহাকে দেখাইয়া দিব।"

অল্পক্ষণ পরে ফ্ল্যাস হ্যারি সেই গৃহের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। মিঃ ব্লেক দুই বৎসর পরে তাহাকে দেখিলেও চিনিতে পারিলেন। তিনি গুপ্তচরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কয়েক মিনিট পরে সেই ঘর হইতে বাহির হইলেন, এবং পথে আসিয়া ফ্ল্যাস হ্যারির অনুসরণ করিলেন। ফ্ল্যাস হ্যারি তখন কিছু দূরে চলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু পিকাডেলির পথ তখন আলোকমালায় উদ্ভাসিত, সেই জন্য সে অনেক দূর অগ্রসর হইলেও মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। মিঃ ব্লেক তাহার পোষাকের পারিপাট্য দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—পোষাক-পরিচ্ছদেও সে বহু অর্থ ব্যয় করে।

পিকাডেলির পথের ধারে একটি বৃহৎ হোটেল ছিল; ফ্ল্যাস হ্যারি কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সেই হোটেলে প্রবেশ করিল।

মিঃ ব্লেক তাহার অনুসরণ করিয়া যখন সেই হোটেলের 'ক্লোক-রুমে' প্রবেশ করিলেন তখন ফ্ল্যাস হ্যারি তাহার কাল ওভারকোট ও টুপি খুলিয়া দিয়া হোটেলের উর্দ্দীধারী আর্দ্দালীকে কি আদেশ করিতেছিল। মিঃ ব্লেক শুনিতে পাইলেন সে বলিতেছিল—গ্যালাক্সি থিয়েটারে তাহার জন্য একটি 'সিট' রিজার্ভ করিতে হইবে; এজন্য যেন থিয়েটারের ম্যানেজারকে টেলিফোনে আদেশ করা হয়।

মিঃ ব্লেক গ্যালাক্সি থিয়েটারের নাম শুনিয়া খুসী হইলেন, বুঝিলেন সেখানে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না।

ফ্ল্যাস হ্যারি আর্দ্দালীকে পুনর্ব্বার বলিল, "আর একটা কথা।—প্রথম সারিতে আমার চেয়ার থাকিবে—একথা যেন বলিতে ভুল না হয়।"

আর্দ্দালী তাহাকে অভিবাদন করিয়া তাহার আদেশ পালন করিতে চলিল। ফ্ল্যাস হ্যারি ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি টেবিলের ধারে বসিয়া পড়িল। মিঃ ব্লেকও তাহার অদূরবর্ত্তী আর একখানি টেবিল দখল করিয়া বসিলেন। তিনি ফ্ল্যাস হ্যারির সম্মুখে না বসিয়া তাহার পশ্চাতে বসিলেন।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন ফ্ল্যাস হ্যারি হোটেলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রীগুলি আনাইয়া লইতেছে। এক বৎসর পূর্ব্বে কারাগারের কদর্য্য ভোজ্যদ্রব্য খাইয়া যাহাকে প্রাণধারণ করিতে হইত, সেদিন তাহার ভোজন-বিলাসের পরিচয় পাইয়া মিঃ ব্লেক মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সে যে নানাভাবে অজস্র অর্থব্যয় করিতেছে, এবং অপরের বহু অর্থের অধিকারী হইয়াছে—এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

মিঃ ব্লেকের আহার শেষ হইবার পূর্ব্বেই ফ্ল্যাস হ্যারি পান-ভোজন শেষ করিয়া আর্দ্দালীর নিকট বিল চাহিল। সে বিলের টাকা দিবার জন্য পকেট হইতে একখানি পুরু নোট-বহি বাহির করিল, এবং তাহা হইতে একখানি নোট টানিয়া লইয়া টেবিলস্থিত একখানি প্লেটের উপর রাখিয়া-দিল।

আর্দ্দালী সেই প্লেটখানি হাতে লইয়া মিঃ ব্লেকের পাশ দিয়া খাতাঞ্চির নিকট চলিল। কারণ খাতাঞ্চির নিকট বিলের টাকা জমা করিয়া দেওয়ার নিয়ম। মিঃ ব্লেক আর্দ্দালীকে তাঁহার পাশ দিয়া যাইতে দেখিয়া f একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার ছলে তাহার গতিরোধ করিলেন, এবং বাড়াইয়া তাহার হাতের প্লেটের উপর সংরক্ষিত নোটখানির নম্বরটা লইলেন, তাহার পর আর্দ্দালীকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিলেন। সে তাঁহার চাতুরী বুঝিতে পারিল না।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "নোটখানির নম্বর—এ, ডি, জে নম্বরটা লিখিয়া রাখিতে হইবে।"—তিনি এরূপ সতর্কভাবে পকেট হইতে বাহির করিয়া, তাঁহার সার্টের শুভ্র মসৃণ 'কফে' নম্বরটা লিখিয়া লই কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না।

য়াই
নকক্ষেও
.ে সময় সেই
র্নি না করিয়া
ত্তর হইবারও
"এ কাজে
৫ পারিব
ফ্ল্যাস

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "আমার প্রথম চেষ্টা সফল হইল।"

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুচতুর গোয়েন্দারা দুই সপ্তাহকাল ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও যে কথা জানিতে পারেন নাই, মিঃ ব্লেক কয়েক ঘণ্টার চেষ্টাতেই তাহা জানিয়া লইলেন! ফ্ল্যাস হ্যারির নিকট যে সকল নোট সঞ্চিত ছিল, তাহাদের একখানির নম্বর জানিতে পারায় তাঁহার আশা হইল—এই সকল নোট সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছে—তাহার সন্ধান লওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে না; ইহা জানিতে পারিলেই তিনি তদন্ত আরম্ভ করিবার সুযোগ পাইবেন। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্তৃপক্ষের প্রার্থনা পূর্ণ করাও দুরূহ হইবে না। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইল।

আর্দ্দালী খাতাঞ্চিকে বিলের টাকা দিয়া নোটের বাকি টাকা সেই প্লেটে লইয়া ফ্লাস হ্যারির নিকট উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেকের পাশ দিয়া যাইবার সময় তিনি দেখিলেন প্লেটের উপর একরাশি গিনি এবং একখানি নোট রহিয়াছে। নোটখানি উড়িয়া না যায় এজন্য তাহা ভাঁজ করিয়া, কয়েকখানি গিনি তাহার উপর চাপা দেওয়া হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন ফ্ল্যাস হ্যারি প্লেটের উপর হইতে গিনিগুলি তুলিয়া লইয়া আল্‌গা ভাবে কোটের পকেটে ফেলিল, এবং নোটখানি ওয়েষ্টকোটের পকেটে রাখিল।

মিঃ ব্লেক আর সেখানে বিলম্ব করা নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া হোটেলের বাহিরে খুলিলেন, এবং একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া গ্যালাক্সি থিয়েটারে মিঃ ব্লে

জন্য একটিতে উপস্থিত হইতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি ষ্টলের টেলিফোনেতে অন্যান্য দর্শকের মধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন; তাহার পর আগ্রহ

মিঃ হারির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেখানে :কের গ্যালাক্সিতে উপস্থিত হইবার দশ বার মিনিট পরে ফ্ল্যাস হ্যারি

ফ্ল্যাস 'হলে প্রবেশ করিল; মিঃ ব্লেক লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন— সে টিকিটের সারিওয়ার সময় পকেট হইতে গিনি বাহির না করিয়া পূর্ব্বোক্ত নোটখানি

ওয়েষ্টকোটের পকেট হইতে বাহির করিয়া দিল। ইহাতে মিঃ ব্লেক একটু বিস্মিত হইলেন। সে গিনি না দিয়া নোট দিল কেন? তবে কি সে গিনিগুলি সেই অল্প সময়ের মধ্যেই কোথাও খরচ করিয়া আসিয়াছিল?

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তোমার মতলব বুঝিয়াছি চতুর-চূড়ামণি!—তুমি ব্যাঙ্কে আবার কিছু টাকা জমা দিবে; কিন্তু গিনি ভিন্ন নোট দিবে না সঙ্কল্প করিয়া গিনিগুলি খরচ করিতেছ না। এখানেও নোটখানি ভাঙ্গাইয়া টিকিট কিনিলে! তুমি ভারি সতর্ক লোক! গিনিগুলিতে তোমার পকেট বেশ ভারি হইয়া উঠিয়াছে, তবু তুমি সেগুলি খরচ করিবে না! তুমি এইভাবে নোট ভাঙ্গাইয়া গিনি সংগ্রহ করিয়া তাহা ব্যাঙ্কে জমা দিয়া থাক, এই জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তারা তোমার গুপ্ত রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছে না; কিন্তু আমার চোখে ধূলা দিয়া নিষ্কৃতি পাও—সে শক্তি তোমার নাই।"

ফ্ল্যাস হ্যারি 'ষ্টলে' না বসিয়া থিয়েটারের হল অতিক্রম করিয়া একটা দ্বারের অন্তরালে অদৃশ্য হইল। হঠাৎ মিঃ ব্লেকের মনে একটা নূতন ফন্দীর উদয় হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "ফ্ল্যাস হ্যারি—এখানে অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক বসিয়া থাকিবে; এই সুযোগে আমি তাহার বাসাটা পরীক্ষা করিলে হয় ত কোন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারিব। এখানে বিলম্ব না করিয়া সেণ্ট জেমস্ স্কয়ারে যাই।"

কিন্তু তাহার ঘরে গোপনে প্রবেশ করিয়া খানাতল্লাস করা বিপজ্জনক বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। বিনা পরোয়ানায় কোন জেলখালাসী তস্করের বাসকক্ষেও গোপনে প্রবেশ করিয়া খানাতল্লাসে প্রবৃত্ত হওয়া অবৈধ কার্য্য; অথচ সে সময় সেই পরোয়ানা সংগ্রহ করিবার উপায় ছিল না, এবং সঙ্গত কারণ প্রদর্শন না করিয়া সেরূপ পরোয়ানার জন্য প্রার্থনা করিলে অবিলম্বে সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হইবারও সম্ভাবনা ছিল না।

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "এ কাজে বিপদের আশঙ্কা আছে; কিন্তু তথাপি আমি এই সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিব না। কার্য্যফল যাহাই হউক, এ কাজ আমাকে করিতেই হইবে। ফ্লাস

হ্যারির অজস্র অর্থ সংগ্রহের গুপ্তরহস্য ভেদ করিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন আটটা বাজিয়া পাঁচ মিনিট মাত্র অতীত হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ থিয়েটার হইতে বাহির হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে তখন অনেক ট্যাক্সি ভাড়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি একখানি ট্যাক্সি লইয়া সেন্ট জেম্‌স স্কয়ারের মোড়ে উপস্থিত হইলেন।

মিঃ ব্লেক ট্যাক্সি হইতে নামিয়া ফ্ল্যাস হ্যারির বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু সেবার আর সেখানে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গুপ্তচরটিকে দেখিতে পাইলেন না। সে ফ্ল্যাস হ্যারির অনুসরণ করিয়া থিয়টারে গিয়াছে, কি বাসায় চলিয়া গিয়াছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই অট্টালিকার দ্বিতলে উঠিলেন; তিনি বাঁ-দিকের কয়েকটি দ্বার পরীক্ষা করিতে করিতে একটি দ্বারের মাথায় যে নম্বর দেখিতে পাইলেন, তাহাই ফ্ল্যাস হ্যারির ঘরের নম্বর। তিনি দ্বারের তালাটি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন—তাহা আমেরিকান তালা; দস্যু তস্করেরা কোন কৌশলে খুলিতে না পারে (burglar-proof) এরূপ সুদৃঢ় তালা। কিন্তু মিঃ ব্লেকের সঙ্গে যে সকল সরঞ্জাম থাকিত, তাহাদের সাহায্যে সকল রকম তালাই তিনি সহজে খুলিতে পারিতেন; কারণ অনেক সময় 'চোরের উপর বাটপাড়ি' করিতে না পারিলে তাঁহার গোয়েন্দাগিরি সফল হইত না।

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে একটি যন্ত্র বাহির করিয়া তালাটির শক্তি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তালা খুলিল না; তখন তিনি আর একটি যন্ত্রের সাহায্যে তালা খুলিবার চেষ্টা করিলেন, এবং তিন মিনিটের মধ্যে তালা খুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তিনি পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পকেট হইতে বিজলিবাতি বাহির করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই কক্ষে উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে আলোকিত হইল। ফ্ল্যাস হ্যারি সেই কক্ষের প্রান্তস্থিত আরও কয়েকটি কক্ষ ভাড়া লইয়া ব্যবহার করিত।

কক্ষ মধ্যে পুরু গালিচা প্রসারিত ছিল; মিঃ ব্লেক বিজলি-দীপ হাতে লইয়া একটি কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রত্যেক কক্ষই তিনি সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তিনি দেখিতে পাইলেন—ফ্ল্যাস হ্যারি যে কক্ষগুলি ভাড়া লইয়া পরম সুখে সেখানে বাস করিতেছিল তাহাদের একটি উপবেশন-কক্ষ, একটি পাঠ-কক্ষ, একটি শয়ন কক্ষ এবং একটি স্নানাদির কক্ষ। কক্ষগুলি দ্বার দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত; অন্য দিকের অন্য লোকের অধিকৃত কক্ষগুলির সহিত এই সকল কক্ষের যোগ ছিল না। সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার এক দিকের অংশই সে ভাড়া লইয়াছিল। মিঃ ব্লেক ফ্ল্যাস হ্যারির উপবেশন-কক্ষ ও শয়ন-কক্ষ পরীক্ষা করিয়া তাহার পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন সেই কক্ষের বাতায়নের খড়খড়ির পাখীগুলি বন্ধ নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ সেগুলি বন্ধ করিয়া দিলেন; তাহার পর জানালার পুরু পর্দ্দা টানিয়া দিলেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার বিজলি-বাতির আলোক বাতায়ন-পথে রাজপথে বিক্ষিপ্ত হইয়া সে দিকে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই সকল কাজ শেষ করিয়া তিনি সেই কক্ষের বৈদ্যুতিক দীপের 'সুইচ' টিপিয়া বিদ্যুতালোকে কক্ষটি আলোকিত করিলেন। মিঃ ব্লেক এই কক্ষটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; কারণ তিনি জানিতেন—বহু পূর্ব্বে কারলাক এই অট্টালিকায় বাসা লইয়া এই কক্ষেই বাস করিত। কারলাকের ঘর খানাতল্লাস করিবার জন্য সেই সময় তিনি একবার এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন; সে বহু দিন পূর্ব্বের কথা হইলেও তিনি দেখিলেন—সেই সময় টেবিলখানি যেখানে যে অবস্থায় ছিল, তখনও তাহা সেই ভাবেই সংস্থাপিত রহিয়াছে, তাহার স্থান-পরিবর্ত্তন হয় নাই! অগ্নিকুণ্ডের (fire-place) দুই পাশে যে দুইখানি ইজিচেয়ার পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন—তাহাও ঠিক সেই স্থানে সংস্থাপিত দেখিলেন। একটি প্রকাণ্ড আলমারিও পূর্ব্ববৎ দেওয়াল-ঘেঁসিয়া সংরক্ষিত ছিল।

বহু দিন পূর্ব্বে এই কক্ষেই কারলাকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহার সহিত সে সময় তাঁহার যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার মনে পড়িল। তাহার পর দীর্ঘকাল অতীত হইয়াছিল, কিন্তু সেই সকল কথা তিনি বিস্মৃত হন নাই। তিনি মনে করিলেন, কারাগারের কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া কারলাক হয় ত বহুপূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে; তাহার অনুষ্ঠিত অপকর্ম্মের অদ্ভুত কাহিনীগুলি এখন উপকথায় পরিণত হইয়াছে! এই জন্ত তাহার কুকর্ম্মের কথা মনোমধ্যে আলোচনা করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না তিনি সেই চিন্তা ত্যাগ করিয়া ফ্ল্যাস হ্যারির পাঠ-কক্ষের মধ্যস্থলে নিস্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই কক্ষের এক কোণে একখানি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর একটি মদের গ্লাস দেখিতে পাইলেন; গ্লাসটি শূন্তগর্ভ হইলেও, তিনি বুঝিতে পারিলেন ফ্ল্যাস হ্যারি বাসা হইতে বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে এই গ্ল্যাসে মগু পান করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক নকল চাবি দিয়া ডেস্কটি খুলিয়া ফেলিলেন; ডেস্কের ভিতর প্রথমেই একখানি 'ব্লটিং প্যাড' দেখিয়া, তাহাতে লেখার কোন দাগ পড়িয়াছে কি না পরীক্ষা করিলেন; কিন্তু তাহার উপর কালীর একটিও দাগ দেখিতে পাইলেন না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, প্যাডের সেই ব্লটিং-কাগজখানি নূতন করিয়া বদ্‌লাইয়া দেওয়া হইয়াছে; (had been newly changed.) অনন্তর তিনি ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডেস্কের নীচে দুই দিকের দেরাজের মধ্যবর্ত্তী স্থানটি দেখিতে লাগিলেন। তিনি সেখানে বাজে কাগজ পূর্ণ একটি ঝুড়ি (waste-paper basket) দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই ঝুড়ির ভিতর হইতে দলা করা একখানি ব্লটিং-কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন; তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন —সেই কাগজখানি ব্লটিংএর প্যাডের উপর সন্নিবিষ্ট ছিল, তাহা খুলিয়া লইয়া ঐ ঝুড়ির ভিতর নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক সেই ব্লটিং-কাগজখানি খুলিয়া ডেস্কের উপর রাখিলেন; তিনি তাহার নানা স্থানে চিঠি পত্রের কালীর দাগ দেখিতে পাইলেন, হাতের লেখা অনেক অক্ষরের ছাপ পড়িয়াছিল। যে কয়েকটি উল্টা অক্ষরে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট

হইল, তিনি তাহা সাবধানে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন—কোন লোক একটি সুদীর্ঘ নাম বহুবার লিখিয়া তাহার উপর ব্লটিং কাগজ চাপিয়া কালী শোষণ করিয়াছে; ব্লটিং-কাগজে সেই কালীর দাগ বসিয়া গিয়াছে।

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া উঠিলেন। কিছু দূরে দেওয়ালে একখানি বৃহৎ আয়না ঝুলিতেছিল; তিনি সেই আয়নার সম্মুখে আসিয়া ব্লটিং-কাগজখানি সোজা করিয়া ধরিলেন; ব্লটিং-কাগজে কালীর যে উল্টা দাগ পড়িয়াছিল তাহা তিনি বুঝিতে না পারিলেও, আয়নায় তাহার যে প্রতিকৃতি প্রতিবিম্বিত হইল তাহা পাঠ করিবার অসুবিধা হইল না। তিনি বুঝিলেন তাহা একটি নাম; নামটি—"বারবারা রেমণ্ড।"

মিঃ ব্লেক দেখিলেন, ব্লটিং-কাগজখানির বহু স্থানেই ঐ নামটির দাগ পড়িয়াছে! তাঁহার ধারণা হইল—বারবারা রেমণ্ড স্বাক্ষরটি জাল করিবার জন্য কোন কাগজে ঐ নামটি পুনঃ পুনঃ লেখা হইয়াছিল, এবং তাহার কালী শোষণের জন্য সেই ব্লটিং-কাগজখানি তাহার উপর চাপা দেওয়া হইয়াছিল। নামের অক্ষরগুলির ছাঁদ একই প্রকার, তবে কোনটি মোটা কোনটি সরু, অর্থাৎ নামটি কোন বার বড়, কোন বার ছোট করিয়া লেখা হইয়াছিল, এবং ব্লটিং-কাগজে তাহাদের ছাপ পড়িয়াছিল।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "এ ত দেখিতেছি বারবারা রেমণ্ডের নাম জাল করিবার চেষ্টা! কিন্তু বারবারা রেমণ্ড কাহার নাম?"

মিঃ ব্লেক যদি জানিতে পারিতেন—কোন ভাল লোক এই ঘরগুলি ভাড়া লইয়া এখানে বাস করিতেছেন—তাহা হইলে তিনি ব্লটিং-কাগজের এই দাগ গুলি পরীক্ষার জন্য এ ভাবে মাথা ঘামাইতেন না; কিন্তু ফ্ল্যাস হ্যারি কি প্রকৃতির লোক তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং একই নামের দাগ ব্লটিং-কাগজের বহু স্থানে লিপ্ত থাকিতে দেখিয়া, হ্যারি যে বারবারা রেমণ্ডের স্বাক্ষর জাল করিবার চেষ্টায় ঐ নামটি পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছে—এই সন্দেহ তাঁহার মনে দৃঢ়মূল হইল।

মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন; অস্ফুটস্বরে বলিলেন,

"বারবারা রেমণ্ড, বারবারা রেমণ্ড। তাই ত, নামটা ত নিতান্ত অপরিচিত নয়, কোথায় যেন শুনিয়াছি! রেমণ্ড! ওঃ, বাই-জোভ! মনে পড়িয়াছে বটে।—ইষ্টেলি ক্লেয়ার আমার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার প্রণয়ী জ্যাক রেমণ্ডকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিল।—ঠিক বটে! জ্যাক রেমণ্ড তাহার মামা সার ডেনভার রেমণ্ডের বাড়ী গিয়া কয় দিনের মধ্যে তাহার প্রণয়িনীকে চিঠি-পত্র লেখে নাই। কিন্তু এই বারবারা রেমণ্ড কে?—তাহার সহিত ফ্ল্যাস হ্যারিরই বা সম্বন্ধ কি?"

মিঃ ব্লেক কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার ডেস্কের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সেই ব্লটিং-কাগজখানি দলা পাকাইয়া বাজে কাগজের ঝুড়িতেই নিক্ষেপ করিলেন। যেখান হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই তাহা পড়িয়া রহিল। ফ্ল্যাস হ্যারির অজ্ঞাতসারে কেহ তাহার ঘরে আসিয়াছিল, ইহার কোন চিহ্নই তিনি রাখিয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি ডেস্কের দেরাজ খুলিয়া তাহার ভিতর একখানি ব্যাঙ্কের খাতা দেখিতে পাইলেন। তিনি খাতাখানি খুলিয়া দেখিলেন, ফ্ল্যাস হ্যারি তিন সপ্তাহের মধ্যে ব্যাঙ্কে প্রায় দশ হাজার পাউণ্ড গচ্ছিত রাখিয়াছে! প্রত্যেক বারই গিনি জমা দিয়াছে!

মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, নোটের পরিবর্ত্তে গিনি সংগ্রহ করিবার জন্যই তাহাকে ক্রমাগত বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়; এই কার্য্যের জন্য তাহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়। ইহার কারণ আবিষ্কারের জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল। তিনি সেই কক্ষে আর অধিককাল থাকিতে সাহস করিলেন না; সেই কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় কক্ষটি যে অবস্থায় ছিল, তাহা সেই অবস্থায় রাখিয়া, দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া ফ্ল্যাস হ্যারির উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ঠিক সেই সময় বারান্দায় কাহার পদশব্দ শুনিয়া তিনি বাহিরে যাইতে সাহস করিলেন না। তাঁহার সন্দেহ হইল ফ্ল্যাস হ্যারি হয় ত হঠাৎ বাসায় ফিরিয়াছে! তিনি ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন তখন রাত্রি সাড়ে আটটাও বাজে নাই। ফ্ল্যাস হ্যারির তত সকালে থিয়েটার হইতে ফিরিবার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং বারান্দায় কাহার পদধ্বনি হইল—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

কিন্তু দুই এক মিনিটেই তাঁহার সন্দেহভঞ্জন হইল।—ঘরের বাহিরে যে চিঠির বাক্স ছিল, সেই বাক্সের ডালাটা নড়িয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে সেই বাক্সে চিঠি ফেলিবার শব্দ হইল। মুহূর্ত্ত পরে আগন্তুক সশব্দে অন্যদিকে চলিয়া গেল। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, ডাকপিয়ন রাত্রি ৮টার ডাকের চিঠি হ্যারির চিঠির বাক্সে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

মিঃ ব্লেক দুই এক মিনিট বিলম্ব করিয়া বাহিরে আসিলেন; তিনি ফ্ল্যাস হ্যারির দ্বারের নিকট তাহার ডাকের বাক্সটি দেখিতে পাইলেন। চিঠিখানি দেখিবার জন্ম তাঁহার আগ্রহ হইল। তিনি চিঠির বাক্স অতি সহজেই খুলিতে পারিলেন; তাহার ভিতর একখানি পোষ্টকার্ড মাত্র দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক পোষ্টকার্ডখানি বাহির করিয়া দেখিলেন—তাহাতে প্রেরকের নাম ঠিকানা নাই! টেলিগ্রামের মত সাঙ্কেতিক ভাষায় তাহাতে নিম্নলিখিত কথা লিখিত ছিল:—

"ট্রেণ পৌনে বারটায় ছাড়িয়া ৩-১০ মিনিটে পৌঁছিবে। রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় তোমার প্রতীক্ষা করিব। আসাই চাই।"

মিঃ ব্লেক দেখিলেন পোষ্টকার্ডের দুই পিঠের লেখাই এক হাতের। এই পোষ্টকার্ডে কোন গুপ্তরহস্যের আভাস আছে—এরূপ তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না; তথাপি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পোষ্টকার্ডের টিকিটের উপর অঙ্কিত ডাকঘরের মোহরটি পরীক্ষা করিলেন। তিনি দেখিলেন, তাহাতে 'সুয়েটলি' ডাকঘরের নাম অঙ্কিত আছে!

অনন্তর পোষ্টকার্ডের নামটির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; তিনি দেখিলেন তাহাতে ফ্ল্যাস হ্যারির নামের পরিবর্ত্তে 'কাপ্তেন হেন্‌রী বারক্লে'—এই নামটি লিখিত আছে!

মিঃ ব্লেক মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "ফ্ল্যাস হ্যারি ওরফে কাপ্তেন হেনরী বারক্লে! ছদ্মনামটি বেশ জমকাল বটে!"—টিকিটের উপর সুয়েট্‌লি ডাক-ঘরের মোহরের ছাপ দেখিয়া তাঁহার মনে পড়িল—এই গ্রামেই রেমণ্ড টাউয়ার অবস্থিত, এবং ইষ্টেলি ক্লেয়ারের প্রণয়ী জ্যাক রেমণ্ড কয়েক দিন পূর্ব্বে সেই

স্থানেই যাত্রা করিয়াছে। সুয়েটুলি গ্রাম, রেমণ্ড টাউয়ার, বারবারা রেমণ্ডের নাম, এবং ছদ্মনামধারী ফ্ল্যাস হ্যারির নামের এই পোষ্টকার্ড—এই সকলের মধ্যে যে একটা গোপনীয় যোগসূত্র আছে, এবং অনুসন্ধানে হয় ত কোন গুপ্তরহস্য আবিষ্কৃত হইতে পারে, এইরূপ অনুমান করিয়া মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "আজই আমাকে এই রহস্যভেদের চেষ্টা করিতে হইবে।"—তিনি পোষ্টকার্ডখানি ফ্ল্যাস হ্যারির চিঠির বাক্সে ফেলিয়া সেই অট্টালিকা পরিত্যাগ করিলেন।

তিনি পথে আসিয়া ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন রাত্রি তখন স-নটা। তিনি তৎক্ষণাৎ একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া মে-ফেয়ার পল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। কয়েক মিনিট পরে তাঁহার ট্যাক্সি একটি সুদৃশ্য অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

মিঃ ব্লেক ট্যাক্সি হইতে নামিয়া সেই অট্টালিকার বহির্দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি করিলেন। একজন আর্দ্দালী দ্বার খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিস্ ক্লেয়ার বাড়ী আছেন কি ?"

মিস্ ক্লেয়ার বাড়ীতেই ছিল। মিঃ ব্লেক আর্দ্দালীর হাতে একখানি কার্ড দিয়া মিস্ ক্লেয়ারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অল্পকাল পরে আর্দ্দালী মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া একটি সুসজ্জিত ও বিদ্যুতালোক-উদ্ভাসিত 'ড্রয়িংরুমে' প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে ইষ্টেলি ক্লেয়ার ও তাহার সখী লেডি আর্মষ্টেডকে দেখিতে পাইলেন।

ইষ্টেলি মিঃ ব্লেককে দেখিয়াই চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহাকে অভিবাদন করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি জ্যাকের সন্ধান পাইয়াছেন কি ?"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া মাথা নাড়িলেন; তাহা দেখিয়া ইষ্টেলির প্রফুল্ল মুখ মুহূর্ত্ত মধ্যে ম্লান হইয়া গেল। তাহার এই ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া লেডি আর্মষ্টেড্ বলিল, "ইষ্টেলি! তুমি হতাশ হইতেছ কেন? আমার বিশ্বাস মিঃ ব্লেক এই অল্প সময়ের মধ্যে মিঃ রেমণ্ডের সন্ধান লইতে পারেন নাই। সেখানে গিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সময় লাগিবে না ?"

মিঃ ব্লেক কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে লেডি আর্মষ্টেডের মুখের দিকে চাহিয়া ইষ্টেলিকে বলিলেন, "আমি এখনও জ্যাক রেমণ্ডের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই আমি ত তোমাকে বলিয়াছি—আমি চেষ্টার ত্রুটি করিব না। হঠাৎ তোমাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক হওয়ায় আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম।"

ইষ্টেলি বলিল, "আপনি কি জানিতে চাহেন বলুন; আমি আপনার নিকট কোন কথা গোপন করিব না।—আপনি বসুন।"

মিঃ ব্লেক একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "তোমাকে আমার অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিবার নাই; আমি জানিতে চাই—বারবারা রেমণ্ড কে? তুমি কি তাহাকে চেন?"

ইষ্টেলি বলিল, "বারবারা রেমণ্ড?—তিনি যে জ্যাকের মা! রেমণ্ড-বংশেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "বারবারা জ্যাকের মা!"—

মিঃ ব্লেকের বিস্মিত ভাব দেখিয়া ইষ্টেলি ও লেডি আর্মষ্টেড উভয়েই সচকিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন, কি হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, কিছুই হয় নাই; জ্যাক রেমণ্ডের মায়ের নাম পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। আর এক কথা,—রেমণ্ড টাউয়ারে যাইতে হইলে স্নুয়েট্‌লি গ্রাম দিয়াই যাইতে হয় ত?"

ইষ্টেলি বলিল, "স্নুয়েটলি রেল-ষ্টেশনে নামিয়া, সেই গ্রাম পার হইয়া রেম[ণ্ড] টাউয়ারে যাইতে হয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ধন্যবাদ! এই দুইটি কথা জানিবার জন্যই তে[ামার] সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলাম। তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর, আমি জ্যা[ককে] খুঁজিয়া বাহির করিব, কেবল তাহাই নহে, এরূপ আরও কে[ান] জটিল গুপ্ত রহস্যভেদের আশা আছে,—যাহার ফল অত্যন্ত গু[রুতর] হইবে বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু সে সকল কথা এখনও প্রকাশ করি[বার ...]

সমুদয়
নাগরিক
ধমকে
দি স্বর্গীয়
ও প্রজা-
ন সুখে
উচ্ছ্
স্যাগ

ইষ্টেলি বলিল, "সে সকল কথা জানিবার জন্য আমারও আগ্রহ নাই; আপনি জ্যাকের সন্ধান বলিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত হইব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, প্রথমেই আমি এ কাজ করিব। আমি এখনও লণ্ডনে আছি বটে, কিন্তু ইতিমধ্যেই জ্যাক রেমণ্ডের অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিয়াছি।"

ইষ্টেলি বলিল, "আপনার কথার ভাবে বোধ হইতেছে আপনি জ্যাকের সন্ধানে সেখানে লোক পাঠাইয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার অনুমান সত্য। আমার সহকারী স্মিথকে সেখানে পাঠাইয়াছি। আমি স্বয়ং সেখানে যাই নাই বটে, কিন্তু আমি নিজে যাইলে যাহা করিতাম, স্মিথও তাহাই করিবে। তাহার উপর যে কোন কঠিন কাজের ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। স্মিথ যেরূপ চতুর, সেইরূপ কার্য্যদক্ষ ও সতর্ক। তুমি শীঘ্রই জ্যাক রেমণ্ডের সন্ধান পাইবে—এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার কথায় নির্ভর করিয়া তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার। ইহার অধিক কোন কথা এখন তোমাকে বলিতে পারিব না।"

মিঃ ব্লেক যুবতীদ্বয়ের নিকট বিদায় গ্রহণের জন্য উঠিলেন। সেই সময় ইষ্টেলি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আগ্রহভরে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনাকে আমার একটি অনুরোধ আছে; মিঃ স্মিথ লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সহিত আমি একবার দেখা করিতে চাই। আপনি দয়া করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিবেন কি? আপ-নাদের কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি—মিঃ স্মিথ আজ সন্ধ্যাকালে সুয়েটেলি গ্রামে উপস্থিত হইয়া জ্যাকের সন্ধান লইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, এবং সম্ভবতঃ কৃতকার্য্য হইবেন।"

কিন্তু সেই সময় রেমণ্ড টাউয়ারের নিকট যে সকল গুরুতর কাণ্ড ঘটিতেছিল মিঃ ব্লেক বা ইষ্টেলির স্বপ্নেরও অগোচর। পাঠক পাঠিকাগণ সে সকল কথা জানিতে পারিবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্মিথ ও কারলাক

আইভর কারলাক রেমণ্ড টাউয়ারের সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত ভোজন-কক্ষে আহার সমাপন করিয়া লাইব্রেরীতে বসিয়া ধূমপান করিতেছিল। তাহার বিরাট দেহ মূল্যবান সান্ধ্য পরিচ্ছদে সুসজ্জিত! তাহার মুখ প্রফুল্ল, চক্ষুদুটি হাস্যবিস্ফারিত। তাহার আশা পূর্ণ হইয়াছে; সে এখন নিশ্চিন্ত।

অন্য কোন লোক এরূপ দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিত না, কিন্তু কারলাকের সাহস অপরিমিত,—কোন অসমসাহসের কার্য্যে সে পশ্চাৎপদ হইত না। বিশেষতঃ, সার ডেনভার রেমণ্ড যে সকল কাগজপত্র রাখিয়া গিয়াছিল তাহার সাহায্যে কারলাকের সার ডেনভার রেমণ্ড বলিয়া পরিচিত হইবার পক্ষে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় নাই; কেহই তাহাকে জাল ডেনভার বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে নাই। জমীদারের কর্ম্মচারিবর্গ, দেশের সকল লোক ছদ্মবেশী কারলাককে বহুকাল পরে স্বদেশপ্রত্যাগত জমীদার সার ডেনভার রেমণ্ড বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পরলোকগত বৃদ্ধ জমীদার তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী বারবারা রেমণ্ডকে সঞ্চিত সমুদয় অর্থের অধিকারিণী করিয়া গৃহকর্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেও, সেই সরলা, সাংসারিক জ্ঞানবর্জ্জিতা, বুদ্ধিহীনা নারী কারলাকের ন্যায় হিংস্র ও খলপ্রকৃতি নরাধমকে তাঁহার সহোদর বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই!

কারলাক কৌশলক্রমে এই বিশাল জমীদারীর অধিকারী হইয়া যদি স্বর্গীয় জমীদারগণের ন্যায় রেমণ্ড টাউয়ারে বাস করিয়া, জমীদারীর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রজা-পালন করিত, জমীদারের কর্ত্তব্য পালন করিত—তাহা হইলে অবশিষ্ট জীবন সুখে ও শান্তিতে অতিবাহিত করিতে পারিত; কিন্তু তাহার ন্যায় ভীষণপ্রকৃতি, উচ্ছৃ-ঙ্খল, সদা চঞ্চল নিরপিশাচ সুখশান্তির লোভে দুরাকাঙ্ক্ষা ও উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ

করিতে পারে না। কারলাক জমীদারী হাতে পাইলেও স্বর্গীয় জমীদারের অর্থরাশি হস্তগত করিতে পারিল না। সে অর্থকষ্ট অনুভব করিতে লাগিল, এবং জমীদারী অধিকার করিবার পর কয়েক সপ্তাহ অতীত না হইতেই নানা কৌশলে অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিল; কিন্তু—তাহাতে তাহার ধনতৃষ্ণা প্রশমিত না হওয়ায় বারবারা রেমণ্ডকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সেই চেষ্টা বিফল হইল না। অতি অল্প দিনেই দুর্ব্বলচিত্ত বারবারা হাতের পুতুল হইয়া উঠিল!

কারলাক বুঝিয়াছিল কর্ত্তাদের সঞ্চিত যে টাকাগুলি বারবারার হাতে পড়িয়াছে—তাহা সে সমস্তই জ্যাকের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহাকে বঞ্চিত করিবে; এই জন্য সে বারবারাকে তাহার পুত্রের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা দিতে লাগিল; সহোদর ভ্রাতাকে ত্যাগ করিয়া পুত্রের পক্ষপাতিনী হইলে তাহার কিরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা বুঝাইয়া দিল। অবশেষে সে বারবারার নিকট প্রতিপন্ন করিল—জ্যাক অধঃপাতে গিয়াছে, জুয়া খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং জুয়ায় হারিয়া তাহার মায়ের নাম জাল করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে বিস্তর টাকা তুলিয়া লইয়াছে! জ্যাক তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিবে।—দুর্ব্বলপ্রকৃতি বারবারা কারলাকের কোন কথা অবিশ্বাস করিল না।

অবশেষে কারলাক তাহার দুরভিসন্ধি সফল করিবার জন্য আর এক চাল চালিল। এ বিষয়ে ফ্ল্যাস হ্যারি তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। কারলাক নানা কৌশলে যে সকল টাকা সংগ্রহ করিত, তাহা সে নরফোক হইতে ফ্ল্যাস হ্যারির নিকট প্রেরণ করিত, ফ্ল্যাস হ্যারি তাহা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিতে লাগিল। অবশেষে কারলাক সে বারবারার অর্থরাশি আত্মসাৎ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। সে ফ্ল্যাস হ্যারিকে বারবারার নাম জাল করিবার উপদেশ দিল—তাহার নিকট বারবারার স্বাক্ষরের নিদর্শন পাঠাইল। ফ্ল্যাস হ্যারি জালিয়াতিতেও সুদক্ষ ছিল; কয়েকদিন ধরিয়া ক্রমাগত চেষ্টার পর সে বারবারার নাম জাল করিতে সমর্থ হইল। তখন সে কয়েকটি জাল স্বাক্ষর কারলাকের পরীক্ষার জন্য একখানি রেজেষ্ট্রী লেফাপায় পুরিয়া তাহার নিকট পাঠাইয়া ছিল।

কিন্তু কারলাকের আশঙ্কা ছিল—জ্যাক সহজে তাহার দাবী পরিত্যাগ করিবে না; জ্যাক যদি তাহার কোন ছিদ্র আবিষ্কার করিতে পারে, তাহা হইলে হয় ত ভবিষ্যতে তাহাকে বিপন্ন হইতে হইবে। অবশেষে তাহার সৌভাগ্যক্রমে জ্যাকও জোর কবলে পড়িয়া আবদ্ধ হইয়াছিল।

কারলাম ধূমপান করিতে করিতে মনে মনে বলিল, "যে ছোঁড়া আমার প্রধান শত্রু, তাহাকেও আমি মুঠায় পুরিয়াছি; জো ও লিল তাহাকে কয়েদ করিয়াছে। আমি এখান হইতে সরিয়া পড়িবার পূর্ব্বে তাহার নিষ্কৃতিলাভের আশা নাই। বারবারাকেও আমি বুঝাইয়া দিয়াছি, তাহার হাতে যাহা কিছু আছে—আমার হস্তে সমর্পণ না করিলে তাহার মঙ্গল নাই। তাহার ছেলেটা অধঃপাতে গিয়াছে একথা তাহার বিশ্বাস হইয়াছে।"

হঠাৎ বহুলোকের কণ্ঠস্বর ও পদধ্বনি কারলকের কর্ণগোচর হইল; কারলাক ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, দশটা বাজিয়াছে। সে ভাবিল, "রাত্রি দশটার সময় বাড়ীর সম্মুখে এরকম গোলমালের কারণ কি?"

সেই মুহূর্ত্তে একজন আর্দ্দালী কারলাকের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহার চক্ষুতে আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট! সে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই কারলাক তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল, "ব্যাপার কি, আর্দ্দালি!"

আর্দ্দালী বলিল, "হুজুর, জমীদারীর কতকগুলা প্রজা দল বাঁধিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে; কিন্তু তাহাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় তাহাদের মতলব ভাল নয় হুজুর! তাহাদের সম্মুখে যাওয়া আপনার উচিত কি না বুঝিতে পারিতেছি না।"

কারলাকের সহস্র দোষ সত্ত্বেও সে কাপুরুষ ছিল না। আর্দ্দালীর কথা শুনিয়া কারলাক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কতকগুলা গ্রাম্য প্রজা এই রাত্রিকালে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে? তাহাদিগকে বাড়ীর সম্মুখে আসিতে দেখিয়া ভয়ে তোমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে দেখিতেছি!—তুমি আর্দ্দালীগিরির অযোগ্য লোক।"—সে চুরুটটা ফেলিয়া দিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

আর্দ্দালী তাহার অনুসরণ করিয়া বলিল, "হুজুর! একটু সতর্ক থাকিবেন,

তাহাদের অনেকেই লাঠি, খন্তা শাবল লইয়া আসিয়াছে। তাহারা সহজে ফিরিয়া যাইবে কি না সন্দেহ।"

কারলাক বলিল, "তুমি যে বাপু, ভয়েই কাহিল হইয়া পড়িলে! কতকগুলা নিরীহ চাষী মূর্খ প্রজা হয় ত কোন দরবারে আসিয়াছে; তাহাদের দল বাঁধিয়া আসিতে দেখিয়া তোমার এত ভয়? তাহারা কোথায়?"

আর্দ্দালী বলিল, "তাহারা সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া বেজায় হল্লা করিতেছে হুজুর!"

কারলাক হলঘরের দ্বারে আসিয়া দেখিল ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ। সে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল; হলঘরের উজ্জ্বল আলোকে সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ আলোকিত হইল। কারলাক সেই আলোকে দেখিল—সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে নরমুণ্ডের স্রোত বহিতেছে! সাধারণ শ্রমজীবী ও দরিদ্র কৃষকগণের স্থায় তাহাদের পরিচ্ছদ; কিন্তু তাহাদের মুখমণ্ডলে দুর্জ্জয় সঙ্কল্প পরিস্ফুট!

কারলাক বারান্দার সিঁড়ির কাছে উপস্থিত হইল; সে দুই হাত পকেটে পুরিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, এবং দীপ্তনেত্রে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "দেখো প্রজালোক! শুনিলাম তোমরা আমার কাছে কোন দরবার করিতে আসিয়াছ। তোমাদের কি প্রার্থনা আমাকে বলিতে পারো; আমি তাহা শুনিতে প্রস্তুত আছি।"

কারলাকের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সমাগত শ্রমজীবী ও কৃষকগণের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার যেন মন্ত্রবলে নিস্তব্ধ হইল। তাহারা জমীদারের নিকট অধিকারের দাবী করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু 'জমীদারে'র সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। তাহারা দলস্থ কোন মাতব্বর প্রজা তাহাদের 'মোড়ল' নির্ব্বাচিত না করিয়াই, জমীদারকে ভয় দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধারের আশা করিয়াছিল। সকলেই মনে করিল—কেহ না কেহ তাহাদের মনের কথা প্রকাশ করিবে; কিন্তু কেহই কথা বলিতে সাহস করিল না, সকলেই নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কেহ কোন কথা বলে না দেখিয়া কারলাক ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "তোমরা

সকলেই কি বোবা আদ্‌মি? আমি কি সারা রাত্রি তোমাদের সম্মুখে এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিব? তোমরা কি চাও জল্‌দী বলো।”

কারলাক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া, তাহাদের দলপতিকে চিনিবার চেষ্টা করিল। দুই এক মিনিট পরে একজন দীর্ঘকায় বলবান কৃষক জনতা ভেদ করিয়া প্রাসাদের সোপান-প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটিকে দেখিলেই মনে হইত—সে সমবেত জন সঙ্ঘের দলপতি হইবার অযোগ্য নহে।

কারলাক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল, “হাঁ, মোড়লের মাফিক্ চেহারা বটে! তা তোমাদের কি বলিবার আছে বলিতে পারো।”

কারলাক যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিল, সে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সাম—স্মিথের বাড়ীওয়ালীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

সাম চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর কি ভাবিয়া লইয়া কারলাককে বলিল, “আমরা সুবিচার চাই। আপনি আমাদের নূতন জমীদার সার ডেনভার। আপনি এখানে আসিবার পর হইতে আমরা যে ব্যবহার পাইতেছি—তাহাকে ভদ্র ব্যবহার বলা চলে না। আপনি জমীদারীর ভার লইয়াই, আমাদের জমীর খাজনাবৃদ্ধি করিয়াছেন। এখন শুনিতেছি আপনি আমাদের চাষের জমী দখল করিয়া সেই জমীতে দেশ-জোড়া একটা বাগান করিবেন! সেরূপ করিলে আমাদিগকে চাষ আবাদ বন্ধ করিয়া ভিন্ন এলাকায় উঠিয়া যাইতে হইবে; জমী-জমার অভাবে আমাদিগকে কুলিগিরি করিয়া, দিন-মজুরী করিয়া, সংসার প্রতি-পালন করিতে হইবে। আপনার এই ব্যবহার জুলুম ভিন্ন আর কি? আমরা পুরুষানুক্রমে এই সকল জমী ভোগ করিয়া আসিতেছি। আপনি আপনার বাড়ী-ঘর জমা-জমী যেমন ভালবাসেন, আমরা গরীব হইলেও আমাদের বহু পুরুষের দখলী ক্ষেত-খামার, ঘর বাড়ী ঠিক সেই রকমই ভালবাসিয়া থাকি। আপনার অপেক্ষা অধিক ধনবান, অধিক শক্তিশালী কোনও লোক এখানে আসিয়া, যদি কোন উপায়ে আপনার অধিকার হরণ করিয়া লইত, তাহা হইলে তাহার সেই অন্যায় জুলুমে আপনার মনের ভাব কিরূপ হইত—তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?”

সামের কথা শুনিয়া সেই উত্তেজিত জনতা হইতে বহুকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "বাহবা, বেশ বলিয়াছ ভাই! উহাই আমাদের সকলের মনের কথা।"

প্রজামণ্ডলী আসল সার ডেনভারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এই ভাবে তাহাদের অভিযোগ ব্যক্ত করিলে, সে হয় ত এই সকল সঙ্গত উক্তি অগ্রাহ্য করিতে পারিত না; কারণ জমীদার যতই নির্দ্দয় ও উচ্ছৃঙ্খল হউন, প্রজার সঙ্গত অভিযোগে বা তাহাদের প্রকৃত অভাবে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারেন না। কিন্তু কারলাক দয়ামায়া হীন, দুর্দ্দান্ত ও খল দস্যু মাত্র; এই জমীদারীর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। প্রজাপুঞ্জের সহিত তাহার কোন বন্ধন ছিল না। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্বকালে দুর্দ্দান্ত বর্গীর দল যে উদ্দেশ্যে বাঙ্গলায় আসিয়াছিল, সাহেব-বর্গী কারলাকও সেই উদ্দেশ্যে রেমণ্ড-বংশের জমীদারীতে ধূমকেতুর ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছিল। জমীদারী লুণ্ঠন করিয়া অগণ্য অর্থ সঞ্চয় করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। (to amass as much gold as possible.) সুতরাং সামের সঙ্গত কথায় সে কর্ণপাত না করিয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "ওহে বাপু চাষার বাচ্চা, আমি আমার বৈষয়িক কাজ-কর্ম্মে তোমাদের পরামর্শ গ্রহণ করিব, তোমাদের আবদার মানিয়া আমাকে চলিতে হইবে—ইহাই যদি আশা করিয়া থাক—তাহা হইলে সেই দুরাশা ত্যাগ করিয়া, তোমাদের ঐ লাঠি-সোটাগুলা বগলে পুরিয়া তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও। তোমাদের কোন কথাই আমি গ্রাহ্য করি না।"

কারলাকের কথা শুনিয়া উত্তেজিত জনতার মধ্যে মৃদুগুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ হইল। কেহ কেহ তাহাদের হাতের লাঠী সরোষে মাটীতে ঠুকিতে লাগিল।

কারলাক চতুর্দ্দিকে চাহিয়া, তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অধিকতর উত্তেজিত হইল। সে সক্রোধে সামকে বলিল, "ওহে মোড়ল! আমার কথা-গুলা বুঝিতে পারিয়াছ কি? আমার ইচ্ছামত আমার নিজের সম্পত্তির ব্যবস্থা করিব। তোমাদের আবদারে আমার মতলব ছাড়িব না।"

কারলাকের কথা শুনিয়া সমবেত জনমণ্ডলী অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কোলাহল আরম্ভ করিল; এই দুর্দ্দান্ত অত্যাচারী জমীদারের অঙ্গসেবার জন্ত

অনেকেরই হাত নিস্‌পিস্‌ করিতে লাগিল। সাম তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাত তুলিয়া তাহাদিগকে শান্ত হইতে ইঙ্গিত করিল। তাহার পর সে কারলাকের অভিমুখে আরও দুই এক পা অগ্রসর হইয়া, কারলাকের আরক্ত চক্ষুর উপর নির্ভীক দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "সার ডেনভার ! আপনার কথা শুনিয়া বুঝিলাম আমাদিগকে গৃহহীন করিয়া বিপদের অকূল সমুদ্রে নিক্ষেপ করাই আপনার স্থির সঙ্কল্প ; স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করাই আপনার ইচ্ছা। বেশ তাহাই হইবে। কিন্তু আপনি আমাদের আর একটি বহু দিনের অধিকার হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমরা স্থির করিয়াছি আমাদের সেই অধিকার বজায় রাখিব ; কিন্তু সেরূপ কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে আপনার নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করাই সঙ্গত মনে করিতেছি। আপনি আমাদের সেই অভিযোগে কর্ণপাত করিবেন কি না প্রথমে তাহাই জানিতে চাই।"

কারলাক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "তোমাদের এই দ্বিতীয় নালিশটা কি ?"

সাম বলিল, "আপনার প্রাসাদের পাশ দিয়া আমাদের যাতায়াতের জন্য বহুকাল হইতে একটা পথ আছে। আপনি প্রাচীর গাঁথিয়া সেই পথটি বন্ধ করিতেছেন। এই পথে যাতায়াতের দাবী আমরা ত্যাগ করিব না; এই পথটি আমাদের জন্য খোলা রাখিতে হইবে।"

কারলাক বলিল, "তোমাদের আবদারের যে সীমা নাই ! আমার জমীর উপর পথ ; আমার ইচ্ছা হইয়াছে এই জন্য সেই পথ বন্ধ করিতেছি। দয়া করিয়া এত দিন তোমাদিগকে সেই পথে চলিতে দেওয়া হইয়াছে, এখন আর সে পথে চলিতে পাইবে না। আমার সোজা কথা।"

সাম উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কিন্তু আমাদের লাঠীও সোজা আমরাও আমাদের পথের দাবী ছাড়িব না। আমরা জোর করিয়া সেই প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিব।"

অতঃপর সাম সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া আবেগকম্পিত স্বরে বলিল, "ভাই সকল। আমাদের পথের দাবীর কথা শুনিয়া জমীদার অবজ্ঞাভরে কি উত্তর দিলেন তাহা তোমরা শুনিলে ত ? এ অবস্থায় আমাদের যাহা [illegible]িবার ছিল—তাহা তাঁহাকে বলিলাম ; তিনি আমাদের সঙ্গত প্রার্থনায়

কর্ণপাত করিতে অসম্মত। সুতরাং তাঁহার প্রাচীর জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া ভিন্ন আর উপায় কি?”

সমবেত জনমণ্ডলী মাথার উপর লাঠী, কুঠার, কোদালী প্রভৃতি তুলিয়া সামের প্রস্তাবের সমর্থন করিল, তাহার পর সমস্বরে বলিল, “তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ; চল আমরা প্রাচীরটা ভাঙ্গিয়া ফেলি।”

কারলাক ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বিকৃত স্বরে বলিল, “কি? তোদের এত সাহস? এতদূর স্পর্দ্ধা?—আমিও বলিতেছি—যে রাস্কেল সর্ব্বপ্রথমে আমার প্রাচীর স্পর্শ করিবে—তাহাকে কুকুরের মত গুলি করিয়া মারিব; তাহার পর সব বেটাকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পুরিব। জমীদারের সঙ্গে গোস্তাকি? পাজী, ছুঁচো, হারামজাদা!”

সাম দৃঢ় স্বরে বলিল, “গালি দিও না সার ডেনভার! নিজের সম্মান নিজের কাছে।—ভাই সকল! চল আমরা প্রাচীরটা সমভূমি করিয়া যাই। ঐ দিকে।”

উন্মত্ত জনসঙ্ঘ চিৎকার করিয়া বলিল, “চল, আমরা প্রাচীর গুঁড়া করিব।”—তাহারা অদূরবর্ত্তী প্রাচীর-অভিমুখে ধাবিত হইল।

কারলাক দুই এক মিনিট আরক্ত-নেত্রে সেই ক্ষিপ্তপ্রায় জনতার দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার পর সে প্রাসাদের হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিল।

কারলাক হল ঘরের প্রান্তস্থিত দোতালার সিঁড়ির পাশ দিয়া অগ্রসর হইতেই, সিঁড়ির উপর কাহার রেশমী পোষাকের এক অংশ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। মুহূর্ত্ত পরেই বারবারা রেমণ্ড সিঁড়ি দিয়া নামিয়া কারলাকের সম্মুখে আসিল, এবং উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “এত গোলমাল কিসের ডেনভার? ব্যাপার কি?”

কারলাক বারবারা রেমণ্ডকে বশীভূত করিবার জন্য তাঁহার প্রতি বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন করিত; তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার সহিত ব্যবহারে সে কোন দিন শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই, জ্যেষ্ঠা সহোদরার প্রাপ্য

শ্রদ্ধা ভক্তিতেও কোন দিন তাঁহাকে বঞ্চিত করে নাই। প্রজাপুঞ্জের সাহসে ও স্পর্দ্ধায় সে ক্রুদ্ধ হইলেও বারবারার প্রশ্নে রূঢ়তা প্রকাশ না করিয়া বলিল, "দেখ-দেখি দিদি! চাষা প্রজাগুলার কি অন্যায়! তাহারা আমার প্রাচীর জোর করিয়া ভাঙ্গিতে আসিয়াছে। বোধ হয় প্রাচীরটা ভাঙ্গিয়া দিবে; কিন্তু আমিও তাহাদের সহজে ছাড়িব না। বেটাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিব।"

বারবারা বলিলেন, "তোমার প্রাচীর তাহারা জোর করিয়া ভাঙ্গিতে আসিয়াছে কেন?"

কারলাক বলিল, "বেটাদের গোস্তাকি! উহারা বলে ঐ পথ দিয়া তাহারা চিরদিন যাতায়াত করিতেছে, পথ না কি উহাদেরই! আমার জমিতে আমি প্রাচীর গাঁথিতেছি; পথ বন্ধ হইতেছে বলিয়া উহারা সেই প্রাচীর ভাঙ্গিতে আসিয়াছে। এত অত্যাচার কে সহ্য করিতে পারে?"

বারবারা বলিল, "ওঃ, তোমার কথা বুঝিয়াছি; কিন্তু ঐ পথে উহারা যে বহুকাল হইতে যাতায়াত করিতেছে। জ্যাঠা মহাশয় কখন তাহাতে আপত্তি করেন নাই। আমাদের দাদা মহাশয়ের আমলেও ঐ পথ দিয়া সকল লোক যাতায়াত করিত। উহা যে তাহাদের ক্ষেতে যাইবার পথ ডেনভার!"

কারলাক অতিকষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া বলিল, "তুমি উহাদের মতলব বুঝিতে পারিতেছ না; কোন দুষ্ট লোক উহাদের বিদ্রোহে উৎসাহ দিয়াছে! তোমার ছেলে জ্যাকই যখন আমাদের অবাধ্য, তখন উহারা ত অবাধ্য হইয়া বে-আইনি কাজ করিবেই। প্রথম হইতে যদি এই দুর্দ্দান্ত রায়তগুলাকে শায়েস্তা করিয়া রাখিতে, তাহা হইলে আজ তাহারা এভাবে মাথা তুলিতে পারিত না। এখন আমি মেজাজ ঠাণ্ডা করিয়া বসিয়া থাকিলে উহারা শেষে আমাদের বাড়ী ঘর পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া দিবে! আমি উহাদের রীতিমত শিক্ষা না দিয়া ক্ষান্ত হইব না।"

বারবারা কারলাকের কথায় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি এখন কি করিতে চাও ডেনভার?"

কারলাক উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কি করিতে চাই তা শীঘ্রই দেখিতে পাইবে। উহারা আমার প্রাচীর স্পর্শ করিলেই বেপরোয়াগুলি চালাইতে আরম্ভ করিব; তাহাতে দশ বিশটা চাষা খুন হয়—সেজন্য দুঃখ নাই। আমার দখল বজায় রাখা চাই।"

বারবারা সভয়ে বলিল, "না না, ওরকম কাজ কখন করিও না; গুলি করিয়া মানুষ মারিবে? কি সর্ব্বনাশ! তুমি স্থির হও, আমি পুলিশে সংবাদ দিতেছি। পুলিশ আসিয়া উহাদিগকে সরাইয়া দিবে।"

কারলাক সক্রোধে বলিল, "তুমি মেয়ে মানুষ, এ সকল কাজে তোমার কথা কহিবার দরকার নাই। আমার সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য আমার কি করা উচিত তাহা আমার জানা আছে। তুমি কেন অনধিকারচর্চ্চা করিতে আসিয়াছ? আজ পুলিশে সংবাদ দিবে, তাহাদের সুবিধামত কাল এক সময় তাহারা এখানে আসিয়া দেখিবে সব সাবাড়! প্রাচীরের একখানি ইটের চিহ্নও তাহারা দেখিতে পাইবে না। এই বিদ্রোহী প্রজাদের গুণ্ডামীতে বাধা না দিলে তাহারা কেবল ঐ প্রাচীরটা ভাঙ্গিয়াই ফিরিয়া যাইবে না, আরও নানা রকম ক্ষতি করিবে।"

কারলাক বারবারাকে আর কোন কথা বলিতে না দিয়া তাড়াতাড়ি চাকরদের মহলে প্রবেশ করিল। সে দেখিল সেখানে তাহার বহুসংখ্যক দাসদাসী একত্র সমবেত হইয়া দাঙ্গার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। কারলাককে হঠাৎ সম্মুখে দেখিয়া তাহারা নিস্তব্ধ হইল।

কারলাক তাহার পরিচারকবর্গকে সঙ্গে লইয়া ভিতরের আঙ্গিনা দিয়া নবনির্ম্মিত প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইল। কিছু দূরে বাগানের মালীদের ঘর ছিল, কারলাকের আহ্বানে দুইজন মালীও তাহার অনুসরণ করিল। যে পথে প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার অন্য দিকে বাগান। প্রাসাদ ও বাগানের প্রান্ত দিয়া সেই পথটি প্রান্তরের দিকে প্রসারিত।

কারলাক সদলে প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া সেই প্রাচীরের দিকে অগ্রসর হইতেই বহু লোকের হুঙ্কার এবং প্রাচীর ভাঙ্গিবার ঠকাঠক্ শব্দ

শুনিতে পাইল। মুহূর্ত্তপরে প্রাচীরের এক অংশ হুড়মুড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

কারলাক ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে আরও কয়েকগজ অগ্রসর হইয়া বুকের পকেট হইতে টোটাভরা পিস্তল বাহির করিল।

কারলাক সেই দিকে আসিতেই প্রজাপুঞ্জের দলপতি সাম দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইল। সে তাহার সঙ্গীদের সতর্ক করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ভাই সকল! ঐ দেখ জমীদার বেটা একদল লোক লইয়া এইদিকে আসিতেছে; বোধ হয় আমাদের উপর গুলি চালাইবে।"

সন্ধ্যার পর গগনমণ্ডল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, কিন্তু সেই সময় মেঘরাশি অপসারিত হওয়ায় শুক্লপক্ষের উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে মুক্ত প্রকৃতি যেন হাসিতেছিল; সুধাধবল জ্যোৎস্নার প্লাবনে তখন চতুর্দ্দিক পরিপ্লাবিত।

কারলাক পিস্তল হাতে লইয়া উন্মত্তপ্রায় প্রজামণ্ডলীর সম্মুখীন হইল; তাহার পরিচারকেরা তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাদের ভাবভঙ্গি দেখিয়া কারলাকের ধারণা হইল—তাহারা প্রজাদের সহিত বিরোধ করিতে অনিচ্ছুক; কারণ যে সকল কৃষক ও শ্রমজীবী প্রাচীর ভাঙ্গিতে আসিয়াছিল, তাহাদের দলে কারলাকের পরিচারকবর্গের আত্মীয় বন্ধুর অভাব ছিল না। তাহারা তেমন উৎসাহের সহিত কারলাকের অনুসরণ করিতেছে না দেখিয়া কারলাক তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া স্বয়ং সবেগে অগ্রসর হইল। তাহার পরিচারকেরা তাহার প্রায় কুড়ি গজ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। সেই সময় প্রাচীরের আর এক অংশ সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে চাষার দল আনন্দে হুঙ্কার দিল।

কারলাক ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া দ্রুতবেগে কৃষকদলের দলপতি সামের সম্মুখীন হইল। পিস্তলটা তখনও কারলাকের হাতে ছিল; কিন্তু সে তখন ক্রোধে কাঁপিতে থাকিলেও সে কে, এবং নরহত্যা করিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়িলে তাহার সকল সঙ্কল্প কি ভাবে ব্যর্থ হইতে পারে—এ কথা সে ভুলিতে পারিল না। এই জন্য সে সামকে সম্মুখে দেখিয়াও তাহাকে গুলি করিতে সাহস

করিল না, চিৎকার করিয়া বলিল, "ওরে রাস্কেল, ওরে শয়তান! তুই-ই পালের গোদা; আমি তোর মাথা গুঁড়া না করিয়া ছাড়িব না।"—সঙ্গে সঙ্গে সে পিস্তলটা উল্‌টাইয়া ধরিয়া সামের মস্তকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু সাম তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্বেগে এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল বলিয়া আহত হইল না। সাম ইচ্ছা করিলে তাহার হাতের লম্বা লাঠীর এক আঘাতে কারলাকের মস্তক চূর্ণ করিতে পারিত; কিন্তু শত অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইলেও পিতৃস্থানীয় জমীদারের অঙ্গে আঘাত করা তাহার বংশগত সংস্কারের প্রতিকূল। সে ইংরাজ হইলেও জমীদারের অঙ্গ স্পর্শ করা পাপ বলিয়াই মনে করিত; এজন্য সুযোগ পাইয়াও সে কারলাককে আক্রমণ করিল না। সে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া কারলাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "সার ডেনভার! তুমি আমাকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিও না। আমি জমীদারের গায়ে হাত তুলিতে পারিব না, কারণ আমি তোমার চাকরের মত লোক; কিন্তু তুমি আমাকে আক্রমণ করিলে আমার সঙ্গীরা তোমাকে জমীদার বলিয়া খাতির করিবে না—একথা স্মরণ রাখিও।—কাহারও লাঠীতে তোমার মাথা ফাটিলে—তাহাতে বাধা দেওয়া আমার অসাধ্য হইবে।"

কারলাক সামের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া, পিস্তলের উল্টা দিক দিয়া প্রচণ্ডবেগে তাহার মস্তকে আঘাত করিল। সেই আঘাতে সাম মাটীতে লুটাইয়া পড়িল; তখন কারলাক তাহাকে পদাঘাত করিতে লাগিল।

জমীদার কর্ত্তৃক আক্রান্ত দলপতিকে ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিল, এবং আততায়ীর কবল হইতে সামকে উদ্ধার করিবার জন্য দশ বারজন বলবান কৃষক কারলাককে ঘিরিয়া ফেলিল। অতঃপর কারলাকের সহিত তাহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কারলাক সামকে ছাড়িয়া দিয়া সেই সকল উন্মত্ত প্রায় কৃষকের সহিত সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অনেকের বিরুদ্ধে সে একাকী! জমীদার বলিয়া প্রজারা তাহার খাতির করিল না, তাহাকেও আহত হইতে হইল। অবশেষে তিন চারিজন কৃষক তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া

মাটীতে ফেলিয়া রাখিল। কারলাক তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিল না।

কারলাকের হাতে তখনও পিস্তল ছিল; কিন্তু এইভাবে আক্রান্ত হইয়া সে কাহাকেও গুলি করিল না। অবশেষে যখন সে দেখিল তাহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, তখন সে বহু চেষ্টায় হাত ছাড়াইয়া, তাহার আততায়ীগণকে গুলি করিতে উদ্যত হইল। অগত্যা চাষার দল প্রাণভয়ে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া দূরে পলায়ন করিল। কিন্তু কারলাক মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল; বিদ্রোহী প্রজাবর্গ কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় সে তাহাদিগকে গুলি করিবার জন্য পিস্তল তুলিল। ঠিক সেই সময় চাষার দলের ভিতর হইতে দুইটী মূর্ত্তি সবেগে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। —কারলাক উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইল—তাহা একটি যুবকের, আর একটি প্রকাণ্ড কুকুরের মূর্ত্তি!

স্মিথ টাইগারের গলার কলারের শিকল ধরিয়া কারলাকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কারলাক স্মিথের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, তাহার পুরাতন বন্ধুকে দীর্ঘকাল পরেও চিনিতে পারিল। টাইগারকে স্মিথের সঙ্গে দেখিয়া, সেই যুবকই যে স্মিথ, এ বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সে তাহার পরম বন্ধু মিঃ ব্লেককে ও তাঁহার সহকারী স্মিথকে তাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে দেখিলেও চিনিতে পারিত। মিঃ ব্লেক একদিনের জন্য তাহাকে নিশ্চিন্ত হইয়া ইংলণ্ডে বাস করিতে দেন নাই; তাহার জীবনের বহু সঙ্কল্প তিনি ব্যর্থ করিয়াছেন। তাহাকে দেশ দেশান্তরে লুকাইয়া বেড়াইতে হইয়াছে। কত বার সে বহু কষ্টে টাইগারের আক্রমণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। সে স্মিথ ও টাইগারকে চিনিতে পারিবে না? গভীর রাত্রে স্বপ্নঘোরে তাহাদের মুখ দেখিয়া কতদিন সে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়াছে; নিদ্রাভঙ্গেও তাহার বক্ষের দ্রুত স্পন্দন নিবৃত্ত হয় নাই। আজ হঠাৎ টাইগার ও স্মিথের মুখ দেখিয়া সে তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে না?—অসম্ভব!

তাহাদিগকে সম্মুখে দেখিয়া কারলাকের উদ্যত হস্ত অবশ ভাবে পাশে

ঝুলিয়া পড়িল; সে আতঙ্কবিহ্বল নেত্রে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এ যে ব্লেকের সহকারী স্মিথ ও তাহার ব্লড্ হাউণ্ড টাইগার! ইহারা এখানে কোথা হইতে আসিল? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?"

কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই সে বুঝিতে পারিল, সত্যই স্মিথ ও টাইগার তাহার সম্মুখে উপস্থিত। তথাপি স্মিথ দীর্ঘকাল পরে ছদ্মবেশী কারলাককে দেখিয়া চিনিতে পারিল না। কৃত্রিম দাড়িগোঁফে কারলাকের মুখের ভাব অন্য প্রকার হইয়াছিল; সুতরাং তাহাকে সার ডেনভার রেমণ্ড বলিয়াই স্মিথের ধারণা হইল। এই জন্য স্মিথ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সার ডেনভার, আপনি গুলি করিবার জন্য পিস্তল লইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু আমি আপনাকে সতর্ক করিতেছি—আপনি কাহাকেও গুলি করিবেন না। আপনার গুলিতে কেহ নিহত হইলে নরহন্তা বলিয়া রাজদ্বারে আপনাকে অভিযুক্ত হইতে হইবে। আপনার অর্থ সম্পদ, আপনার খেতাব, নরহত্যার অপরাধে আপনাকে মুক্তিদান করিতে পারিবে না। আপনি এখনও সাবধান হউন।"

কারলাক স্মিথের কথা শুনিয়া পিস্তলটি পকেটে ফেলিল। স্মিথ তাহাকে চিনিতে পারে নাই বুঝিয়া সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল; স্মিথকে বিকৃতস্বরে বলিল, "তুমি কে?"

স্মিথ বলিল, "আমি আপনার প্রজাও নহি, এই দলেরও লোক নহি, আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ লোক। এই জন্যই আপনাদের এই বিবাদে আমার মধ্যস্থতা করিবার অধিকার আছে।"

বিদ্রোহী প্রজার দল তখন কিছু দূরে সরিয়া গিয়া নিম্নস্বরে পরামর্শ করিতেছিল। জমীদারটাকে অত সহজে ছাড়িয়া দেওয়ায় অনেকে দুঃখপ্রকাশ করিতেছিল। কেহ কেহ বলিল, "গুলি চলিলে দুই পাঁচটা মরিত; তাহাতে জমীদারের কি ক্ষতি হইত? সে টাকার জোরে বাঁচিয়া যাইত।"—অনেকে কোট ও অন্যান্য গাত্রবস্ত্র এক স্থানে খুলিয়া রাখিয়া দাঙ্গায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল—তাহারা

সেগুলি সংগ্রহ করিতে লাগিল। তাহাদের হাঙ্গামা করিবার উৎসাহ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল।

সাম কারলাকের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কারলাকের পদাঘাতে সে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল; ক্রোধ সংবরণ করা তাহার অসাধ্য হইল। সে ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া কারলাকের দিকে অগ্রসর হইতেই, স্মিথ তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে একটু দূরে টানিয়া লইয়া গেল, এবং তাহাকে বলিল, "আর দাঙ্গায় কাজ নাই সাম! লোকগুলা অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে,—তুমি উহাদিগকে লইয়া চলিয়া যাও।"

কারলাক স্মিথের সহিত কথা কহিয়া বুঝিতে পারিল—সে সত্যই তাহাকে চিনিতে পারে নাই; ইহাতে সে আশ্বস্ত হইয়া স্মিথের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আমি তোমাকে চিনি না বটে, কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া বুঝিয়াছি—তুমি নিরপেক্ষ লোক। আমার প্রজাগুলা বিদ্রোহী হইয়া অন্যায় করিয়া আমার প্রাচীর ভাঙ্গিতে আসিয়াছিল। যাহা হউক, তুমি উহাদের সরাইয়া লইয়া যাও। হাঙ্গামা করিতে আমারও ইচ্ছা নাই; কিন্তু উহারা এখানে অনধিকার প্রবেশ করিয়া আমার যে ক্ষতি করিয়াছে, উহাদিগকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। উহারা যাহাতে উপযুক্ত শাস্তি, পায় আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।"

কারলাকের কথা শেষ হইয়াছে—এমন সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল! কারলাক স্মিথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কথা কহিতেছিল। টাইগার স্মিথের পাশে দাঁড়াইয়াছিল; এবং তাহার গলার কলারের শিকল স্মিথের হাতেই ছিল। টাইগার ঊর্দ্ধমুখে কারলাকের মুখের দিকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিল। হঠাৎ সে একটানে স্মিথের হাত হইতে শিকল খুলিয়া লইয়া কারলাকের বুকে সম্মুখের দুই পা চাপাইয়া দিল, এবং সক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিল!

টাইগার তাহার পুরাতন শত্রুকে ছদ্মবেশ সত্ত্বেও চিনিতে পারিয়াছিল কারলাক ছদ্মবেশে স্মিথকে প্রতারিত করিয়াছিল, কিন্তু টাইগারের চক্ষুকে প্রতারিত করিতে পারিল না!

টাইগারের ব্যবহারে স্মিথ অত্যন্ত বিস্মিত হইল; সে তৎক্ষণাৎ টাইগারের নিকট অগ্রসর হইয়া তাহার কলার ধরিয়া তাহাকে টানিয়া সরাইয়া আনিল।

টাইগারের আকস্মিক আক্রমণে কারলাক অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। সে তাহার পুরু কোটের উপর হইতে টাইগারের থাবার ধূলা ঝাড়িয়া স্মিথকে বলিল, "তোমার কুকুরটা ঐ প্রজাগুলার মতই দুর্দ্দান্ত! ও রকম ভয়ঙ্কর জানোয়ার লইয়া তোমার এখানে আসা উচিত হয় নাই।"

কারলাকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া টাইগার পুনর্ব্বার তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু স্মিথ দুই হাতে শিকল ধরিয়া তাহাকে টানিয়া রাখায় সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না, দূরে দাঁড়াইয়া লম্ফ-ঝম্প করিতে লাগিল।

স্মিথ টাইগারকে এইরূপ বিচলিত দেখিয়া, তাহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, "তোর হইয়াছে কিরে টাইগার! এরকম ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিস্ কেন?"—তাহার পর সে ছদ্মবেশী কারলাককে বলিল, "আমার এ কুকুর ভারি ঠাণ্ডা, কাহাকেও অকারণ আক্রমণ করে না; আপনাকে দেখিয়া ও এরকম ক্ষেপিয়া উঠিল কেন বুঝিতে পারিতেছি না!"

কয়েক মিনিট পরে সাম স্মিথের পাশে আসিয়া বলিল, "আপনার কুকুরের একটা গুণ আছে দেখিতেছি, বদ্‌লোক দেখিলে ঠিক চিনিতে পারে! চলুন মিষ্টার, আমরা এখন বাড়ী যাই।"

সাম টাইগারের পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল; তাহার পর সে ও স্মিথ টাইগারের শিকল ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হইল। টাইগার চলিতে চলিতে পুনঃপুনঃ পশ্চাতে চাহিয়া সক্রোধে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল।

স্মিথ বলিল, "টাইগার আজ এ রকম করিতেছে কেন বুঝিতে পারিতেছি না! ইহার মেজাজ ভারি ঠাণ্ডা, শত্রু ভিন্ন অন্য কাহাকেও আক্রমণ করে না।"

সাম বলিল, "দুষ্ট লোকগুলাকে দেখিলেই বোধ হয় উহার মেজাজ গরম হয়! আমাদের মতই ও সার ডেনভারকে ঘৃণা করে।"

স্মিথ সামকে কোন কথা না বলিয়া মনে মনে বলিল, "টাইগারের এ রকম ব্যবহারের কারণ বুঝিতে পারিতেছি না। কোন অপরিচিত লোককে ত উহার আক্রমণ করিবার অভ্যাস নাই; সার ডেনভারের হাতে পিস্তল দেখিয়াই কি টাইগার ও রকম ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল?"

সাম ও স্মিথ টাইগারকে টানিতে টানিতে রেমণ্ড-টাউয়ারের সীমা অতিক্রম করিয়া গ্রামের পথে অগ্রসর হইল। স্মিথ বলিল, "আমরা ত গ্রামের নিকটে আসিয়া পড়িয়াছি; এখন টাইগারের কলার হইতে শিকল খুলিয়া লই; ও এখন আমাদের অনুসরণ করিবে।"

সাম বলিল, "হাঁ, আমরা শীঘ্রই বাড়ী পৌঁছিব; আর উহাকে টানাটানি করিবার দরকার কি? শিকল খুলিয়া লউন।"

স্মিথ টাইগারের কলার হইতে শিকল খুলিয়া লইবামাত্র টাইগার দ্রুত-বেগে রেমণ্ড-টাউয়ারের দিকে ফিরিয়া চলিল।

স্মিথ টাইগারের অবাধ্যতায় অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "টাইগার! টাইগার! শীঘ্র ফিরিয়া আয়।"

টাইগার দৌড়াইতে দৌড়াইতে একবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর 'ভক-ভক-ভৌ' শব্দে মনের ভাব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া (trying to make himself understood) পুনর্ব্বার দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

"ফের টাইগার, ফিরিয়া আয়!" বলিয়া স্মিথ তাহার অনুসরণ করিল; কিন্তু টাইগার আর ফিরিল না! সে যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই চলিতে লাগিল।

সাম স্মিথের অনুসরণ করিতে করিতে বলিল, "আপনার কুকুর জমীদার-বাড়ীর দিকেই ফিরিয়া চলিল যে! ব্যাপার কি বুঝিতে পারিতেছি না।"

স্মিথ বলিল, "আমিও তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! উহাকে ধরিয়া না আনিলে বেচারা হয় ত কোন বিপদে পড়িবে। উহাকে না লইয়া

আমি ফিরিব না। তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ, আমার সঙ্গে না যাইলেও ক্ষতি নাই, তুমি বাড়ী যাও।"

স্মিথ সামকে বিদায় দিয়া একাকী দ্রুতপদে টাইগারের অনুসরণ করিল; কিন্তু টাইগার তাহার আহ্বানে কর্ণপাত না করিয়া তাহার কুড়ি পঁচিশ গজ আগে আগে চলিতে লাগিল। স্মিথ বুঝিতে পারিল—রেমণ্ড-টাউয়ারই তাহার লক্ষ্য। স্মিথ টাইগারের উদ্দেশ্য তখন বুঝিতে পারিল না বটে; কিন্তু কিছুকাল পরে সকল কথাই সে বুঝিতে পারিল; কারণ, কারলাকের পোষা গুণ্ডা জো একটা গাছের আড়াল হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া এক লম্ফে স্মিথকে আক্রমণ করিল; স্মিথ আত্মরক্ষার সুযোগ পাইবার পূর্ব্বেই, জো তাহাকে ভূতলশায়ী করিল। টাইগার তখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল। তাহাকেও কিভাবে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, তাহা স্মিথের কল্পনারও অতীত!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মিঃ ব্লেকের কার্য্যারম্ভ

পর দিন বেলা নয়টার সময় মিঃ ব্লেক টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মিস্ ক্লেয়ার ?"

উত্তর হইল, "হাঁ, মিঃ ব্লেক !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এত সকালে তোমাকে বিরক্ত করিতে হইল, এজন্য দুঃখিত হইলাম। আমার সহকারী স্মিথের নিকট হইতে জ্যাকের সংবাদ পাইবার আশা ছিল ; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার টেলিগ্রাম না পাওয়ায় একটু দুশ্চিন্তা হইয়াছে। আমিই নরফোকে যাইব স্থির করিয়াছি।"

ইষ্টেলি ক্লেয়ার বলিল, "আপনি কখন যাইবেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এগারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় একখান ট্রেণ আছে ; তাহা প্রায় তিনটার সময় সেখানে পৌঁছিবে।—আমি সেই ট্রেণেই যাইব।"—হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, তিনি ক্লাস হারির দরজায় ডাকের বাক্সে যে পোষ্টকার্ড পাইয়াছিলেন তাহাতে এই ট্রেণেরই উল্লেখ ছিল। কথাটা স্মরণ হওয়ায় তিনি মনে মনে একটু হাসিলেন।

ইষ্টেলি বলিল, "আপনি জ্যাকের সন্ধান পাইলেই আমাকে সে সংবাদ জানাইবেন ত ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই জানাইব ; তবে এজন্য বোধ হয় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক টেলিফোনের চোঙট (receiver) যথাস্থানে রাখিয়া তাঁহার বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। স্মিথের নিকট হইতে কোন সংবাদ না পাওয়ায় তাঁহার দুশ্চিন্তা হইয়াছিল। কারণ স্মিথ যখন যেখানে যাইত, সেই স্থান হইতে তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইতে বিলম্ব করিত না।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "ছোকরা সেখানে গিয়া কোন বিপদে পড়িল না কি? ইচ্ছা করিয়া বিপদে পড়াই তাহার অভ্যাস! এবার আবার কি ফ্যাসাদে পড়িল বুঝিতে পারিতেছি না। কোন দুর্ঘটনা না ঘটিলে সে নিশ্চয়ই আমাকে টেলিগ্রাম করিত। সেখানে তাহার কিরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে—তাহাও অনুমান করিতে পারিতেছি না।"

বস্তুতঃ, জ্যাকের সন্ধান করিতে গিয়া তাহার কোন বিপদ ঘটিতে পারে এরূপ আশঙ্কা মিঃ ব্লেকের মনে স্থান পাইলে তিনি তাহাকে সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতেন; কিন্তু এরূপ সহজ কাজে তাহার কোন বিপদ ঘটিতে পারে, ইহা তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই।

ফ্ল্যাস হ্যারির ছদ্ম নামে যে পোষ্টকার্ডখানি আসিয়াছিল—তাহা দেখিয়া তাহার সহিত এগারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ট্রেণেই তিনি নরফোকে যাইবার সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলেন; টেলিগ্রাম পাইলেও হয় ত সেই ট্রেণেই যাইতেন, কারণ ফ্ল্যাস হ্যারির গতিবিধি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য বলিয়াই তাঁহার মনে হইয়াছিল। কে তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য উৎসুক হইয়াছে, এবং সে কি উদ্দেশ্যেই বা বারবারা রেমণ্ডের নাম জাল করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেককে নরফোকে যাত্রার জন্য তেমন কোন আয়োজন করিতে হইল না। তিনি যথা সময় ট্রেণে উঠিয়া একটি জানালার ধারে বসিয়া পড়িলেন, এবং প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে চাহিয়া সেই ট্রেণের প্রত্যেক আরোহীর মুখ দেখিতে লাগিলেন; কয়েক মিনিট পরে তিনি দেখিলেন ফ্ল্যাস হ্যারি ব্যস্তভাবে আসিয়া অদূরবর্ত্তী একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন, সে তাহার বন্ধুর সহিত দেখা করিতে নরফোকেই যাইতেছে।

সেই ট্রেণ খানি 'রেস্তরাঁ ট্রেণ'—তাহাতে আরোহীদের ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। মিঃ ব্লেক ভোজনের সময় ভোজন-কামরায় (luncheon car) প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিবার কয়েক মিনিট পরে ফ্ল্যাস হ্যারিও সেই কামরায় আসিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন সে রাক্ষসের মত রাশিকৃত

খাবার গিলিয়া একটা মদের বোতল খুলিয়া বসিল।—এক বোতল মদ তাহার পক্ষে গণ্ডূষ মাত্র!

পথে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল না। ট্রেণখানি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুয়েটলি ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে প্রবেশ করিলে পাঁচ ছয়জন আরোহী সেখানে নামিয়া পড়িল। ষ্টেশনের পোর্টার ফ্ল্যাস হ্যারির পোর্টম্যাণ্টোটা কাঁধে লইয়া তাহার অনুসরণ করিল। মিঃ ব্লেক ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন, ষ্টেশনের গাড়ী-বারান্দায় একখানি সুদৃশ্য টম্‌টম দাঁড়াইয়া আছে।

পোর্টার ফ্ল্যাস হ্যারির পোর্টম্যাণ্টো টম্‌টমের উপর রাখিয়া হ্যারিকে সেলাম করিল। ফ্ল্যাস হ্যারি তাহার সম্মুখে একটি রজত মুদ্রা অবজ্ঞাভরে নিক্ষেপ করিয়া, টমটমে উঠিয়া কোচম্যানের পাশে বসিল। কোচম্যান অবিলম্বে গাড়ী লইয়া গাড়ী-বারান্দা হইতে প্রস্থান করিল; তখন মিঃ ব্লেক ষ্টেশনের বাহিরে আসিতেই সম্মুখে পোর্টারটাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি পোর্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, টম্‌টমখানি রেমণ্ড-টাউয়ার হইতে ষ্টেশনে প্রেরিত হইয়াছিল। মিঃ ব্লেকও এইরূপই অনুমান করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেকের সঙ্গেও একটা পোর্টম্যাণ্টো ছিল; তিনি তাহা পোর্টারের হাতে দিয়া তাহাকে বলিলেন, "নিকটে কোন হোটেল আছে?"

পোর্টার বলিল, "হাঁ হুজুর, গ্রামের ভিতর একটা হোটেল আছে। এই গ্রামে একটা মেলা বসিয়াছিল; সেই মেলা দেখিতে আসিয়া অনেক লোক হোটেলে বাসা লইয়াছিল। তাহারা চলিয়া গিয়াছে; হোটেলে আপনার থাকিবার অসুবিধা হইবে না।"

পোর্টার মিঃ ব্লেকের পোর্টম্যাণ্টোটা লইয়া হোটেলে চলিল; মিঃ ব্লেক পদব্রজে তাহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল—রেমণ্ড-টাউয়ার হইতেই কোন লোক ফ্ল্যাস হ্যারিকে সেখানে যাইবার জন্য পোষ্টকার্ড লিখিয়াছিল। সেই ব্যক্তি কে, তাহা তিনি অনুমান করিতে না পারিলেও বুঝিতে পারিলেন—সে রেমণ্ড-টাউয়ারের কোন পদস্থ ব্যক্তি। সে সামান্য লোক হইলে ফ্ল্যাস হ্যারির জন্য জমীদারের টম্‌টম ষ্টেশনে পাঠাইতে পারিত না।

কয়েক মিনিট পরে মিঃ ব্লেক হোটেলে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত ভবিষ্যতের কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে বলিলেন, "স্মিথকে খুঁজিয়া বাহির করাই আমার প্রথম কাজ। যদি সে কাল জ্যাকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে—তাহা হইলে কত দূর কি করিতে পারিয়াছে তাহা জানিয়া তদনুসারে তদন্ত আরম্ভ করিব।"

কিন্তু সেই হোটেলে অনুসন্ধান করিয়া তিনি স্মিথ সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানিতে পারিলেন না! হোটেলওয়ালা তাঁহাকে কোন কথা বলিতে পারিল না, কারণ হোটেলে স্থান নাই শুনিয়া স্মিথ পূর্ব্ব রাত্রে হোটেলে প্রবেশ করে নাই হোটেলওয়ালাও তাহাকে দেখে নাই। হোটেলওয়ালা বলিল, "গতরাত্রে কোন যুবক কুকুর লইয়া আমার হোটেলে আসে নাই।"

সুয়েট্লি তেমন বৃহৎ গ্রাম নহে ; সুতরাং মিঃ ব্লেক মনে করিলেন, হোটেলে স্থানাভাব বশতঃ স্মিথ যদি গ্রামের ভিতর গিয়া কোন গৃহস্থ বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ও টাইগারকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না। তিনি হোটেলের একটি কক্ষ ভাড়া লইয়া সেখানে কিছুকাল বিশ্রামের পর স্মিথকে ও টাইগারকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। ফ্ল্যাস হ্যারির সন্ধান লওয়া একটি প্রধান কাজ হইলেও সে জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন না।

অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় তিনি সুয়েট্লির প্রধান পথে (main street) বাহির হইলেন। গ্রাম্য বাজারে মেলা বসিয়াছিল; তিনি প্রথমে সেই বাজারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তখনও অস্থায়ী দোকানগুলি উঠিয়া যায় নাই। কোন উৎসব উপলক্ষে কোথাও মেলা বসিলে, উৎসবের পরেও সেখানে দোকান-পাট দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মিঃ ব্লেক সেখানে যথেষ্ট জন সমাগমও দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই জনতার মধ্যে স্মিথকে খুঁজিতে লাগিলেন ; কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া চারি দিকে খুঁজিয়াও স্মিথকে বা টাইগারকে দেখিতে পাইলেন না, তাহাদের কথাও কাহারও নিকট শুনিতে পাইলেন না।

স্মিথের সন্ধান না পাইয়া মিঃ ব্লেক একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। স্মিথ জ্যাকের অনুসন্ধানে আসিয়া হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হইল! তাহার সহিত দেখা না হইলে

তিনি কোন কাজে হাত দিতে পারিবেন না ভাবিয়া অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল; দোকানে দোকানে দীপ জ্বলিল। মিঃ ব্লেক নিরুৎসাহ-চিত্তে গ্রাম্য বাজার পরিত্যাগ করিয়া একটী সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। সেই পথটি বড় রাস্তা হইতে বাহির হইয়া গ্রামের ভিতর গিয়াছিল। মিঃ ব্লেক সেই পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সম্মুখেই একটি অনতিবৃহৎ অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন; তাহার ফটকে নীল রঙ্গের লণ্ঠনের ভিতর আলো জ্বলিতে ছিল। লণ্ঠনে লেখা ছিল, 'থানা।'

মিঃ ব্লেক থানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, স্মিথের সন্ধানে সেখানে যাইবেন কি না ভাবিতেছেন, এমন সময় থানার একটি ঘরের ভিতর হইতে একটি শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি শুনিলেন, একটা কুকুর 'ভক্-ভক্ ভৌ' শব্দে চিৎকার করিতেছে! শব্দটা শুনিয়া তাঁহার মনে হইল তাহা সাধারণ কুকুরের কণ্ঠস্বর নহে। কুকুরটিকে কোন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখায়, সে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া ঐ ভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছে বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল।

মিঃ ব্লেক থানার হাতায় প্রবেশ করিবামাত্র, নীল পরিচ্ছদধারী প্রহরী তাঁহাকে দেখিতে পাইল। তিনি কে, এবং কি উদ্দেশ্যে থানায় আসিয়াছেন—তাহা জানিবার জন্য সে ঘর হইতে নামিয়া আসিল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "একটা কুকুর চিৎকার করিতেছে, ব্যাপার কি?"

কনষ্টেবল বলিল, "হাঁ মহাশয়, কুকুরটা চেঁচাইয়া মাথা ধরাইয়া দিল!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রাত্রে তোমাদের ঘুমাইতে দিবে না দেখিতেছি! কুকুরটা কোথায় ডাকিতেছে?"

কনষ্টেবল অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিল, "ঐ দিকে একটা গারদ আছে, সেই কুঠুরীর মধ্যে চেঁচাইতেছে। প্রকাণ্ড কুকুর; বোধ হয় কাহারও পোষা কুকুর; কিন্তু কুকুরটা সম্ভবতঃ ক্ষেপিয়া গিয়াছে! আমরা স্থির করিয়াছি কাল সকালে একজন 'ভেট' (পশু চিকিৎসক) ডাকিয়া কুকুরটা দেখাইব।"

সেই সময় পুনর্ব্বার শব্দ হইল, "ভক্-ভক্ ভৌ!"

মিঃ ব্লেক তাহা শুনিয়া বলিলেন, "না, ও পাগলা কুকুরের আওয়াজ নয়। পাগলা কুকুরের গলা হইতে প্রায়ই আওয়াজ বাহির হয় না; তাহাদের স্বর রুদ্ধ হইয়া যায়। আমার বোধ হয় কুকুরটা উহার মনিবের কাছে যাইতে না পাইয়া ঐভাবে আর্ত্তনাদ করিতেছে। কাহারও সখের কুকুর, কি রকম করিয়া হারাইয়া গিয়াছিল, তোমরা উহাকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিয়াছ; তাই বেচারা মনিবের কাছে যাইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে।"

কনষ্টেবল মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বলিল, "আপনি ত কুকুরের অনেক খবর জানেন দেখিতেছি!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, কিছু কিছু জানি, আমারও কুকুর পুষিবার বাতিক আছে কিনা।"

কনষ্টেবল বলিল, "যদি আপনি দয়া করিয়া ঐ গারদ ঘরে গিয়া কুকুরটাকে একবার দেখিয়া আসিতেন, তাহা হইলে উহার রোগটা কি বুঝিতে পারা যাইত। উহার চীৎকারে আমরা ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছি! আমরা উহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিলে বাঁচি। থানায় গারদের ঐ একটি মাত্র কুঠুরী। রাত্রে যদি কোন চোর কি মাতাল-টাতালের আমদানী হয়—তাহা হইলে তাহাকে কোথায় রাখিব বুঝিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক মনে করিলেন কুকুরটাকে দেখিয়া তিনি দারোগার সহিত আলাপ করিবেন, এবং স্মিথের কোন সন্ধান পাওয়া যায় কি না তাহা তাহার নিকট জানিবার চেষ্টা করিবেন। বিশেষতঃ, এই কুকুরের প্রসঙ্গে টাইগারের কথা উত্থাপন করিলে দারোগা হয় ত তাঁহাকে তাহারও সন্ধান দিতে পারিবে।—এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কনষ্টেবলের সঙ্গে থানার ভিতর প্রবেশ করিলেন।

থানার আফিস ঘরে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী বসিয়া ছিল; কিন্তু সে দারোগা নহে, সার্জ্জেণ্ট। বোধ হয় সেই সময় তাহারই উপর থানার ভার ছিল। কনষ্টেবলটি মিঃ ব্লেককে সেই কক্ষে লইয়া গিয়া সার্জ্জেণ্টকে বলিল,

"এই ভদ্রলোকটি বলিতেছেন উনি কুকুরের রোগ চেনেন। আমরা যে কুকুরটাকে গারদে পুরিয়া রাখিয়াছি—তাহাকে দেখাইবার জন্য ইঁহাকে আগে আপনার কাছেই লইয়া আসিলাম।"

সার্জেণ্ট মিঃ ব্লেকের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "দেখুন ত মহাশয়! কুকুরটার কি রোগ হইয়াছে তাহা যদি বলিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে আমাদের বড়ই উপকার হয়। কুকুরটা ক্রমাগত চিৎকার করিয়া আমাদের অস্থির করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু উহাকে ছাড়িয়া দিতে সাহস হইতেছে না। যদি ক্ষেপিয়া থাকে, ছাড়িয়া দিলে যাহাকে দেখিবে তাহাকেই কামড়াইবে। ক্ষ্যাপা কুকুরের কামড়! ওরে বাপ রে! দাঁত ফুটাইলে আর রক্ষা নাই! আপনি উহাকে পরীক্ষা করিবার সময় সতর্ক থাকিবেন, খুব কাছে যাইবেন না। আপনার মাথাটি গিলিয়া ফেলিতে পারে—এত বড় হা!" গারদ-ঘরের দেওয়ালের একটা বোল্টুর (bolt) সঙ্গে শিকল দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। এই কনষ্টেবলের সঙ্গে গিয়া কুকুরটাকে দেখিয়া আসুন।—না থাক, চলুন, আমিই আপনাকে লইয়া যাই।"

সার্জেণ্ট উঠিয়া একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া লইল, তাহার পর মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া সেই অট্টালিকার অন্য প্রান্তস্থিত গারদ-ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। সে কয়েক মিনিট পরে একটি কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিল, "কুকুরটাকে এই কুঠরীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। দাঁড়ান, আমি চাবি দিয়া দরজাটা খুলিয়া দিই।"

সার্জেণ্ট দ্বার খুলিয়া লণ্ঠনটা উচু করিয়া ধরিল, এবং মিঃ ব্লেককে বলিল, "আপনি ভিতরে গিয়া দেখুন; কিন্তু খুব কাছে যাইবেন না, কুকুর ত নয় যেন একটা বাঘ! কুকুরটা এখানকার কোন লোকের নয়। উহাকে আগে কোন দিন এ গ্রামে দেখি নাই।"

কুকুরটাকে দেখিবার জন্য মিঃ ব্লেকের আগ্রহ এতই প্রবল হইয়াছিল যে, তিনি সার্জ্জেণ্টের সকল কথা শুনিবার জন্য দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার মুখ-

বিবর হইতে আনন্দ ও বিস্ময়মিশ্রিত সঙ্ক্ষিপ্ত ধ্বনি নিঃসারিত হইল! সার্জে'ন্ট মুক্তদ্বারের সম্মুখে লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিয়াছিল; সুতরাং সেই আলোকে কুঠুরী আলোকিত হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক সেই আলোকে দেখিলেন, কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড কুকুরটি শিকল ছিঁড়িবার জন্ত ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে। সে তাঁহাকে দেখিবামাত্র মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর সম্মুখের পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া আনন্দভরে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। তাহার সকল দুঃখ কষ্ট, বন্ধন-যন্ত্রণা যেন মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল!

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে হর্ষবিগলিত স্বরে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এ যে আমারই টাইগার! টাইগার, টাইগার! তুই এখানে—থানার গারদে বাঁধা আছিস!"—তিনি এক লম্ফে টাইগারের মাথার কাছে গিয়া তাহার প্রকাণ্ড মাথাটা দুই হাতে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। বহুদিনের হারাণো ছেলেকে কোলে পাইলে পিতার যেরূপ আনন্দ হয়—মিঃ ব্লেকের আনন্দ বোধ হয় তাহা অপেক্ষা অল্প হয় নাই।

সার্জ্জেন্ট দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আগন্তুক ভদ্রলোকটির ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছিল, ঘরের ভিতর প্রবেশ করাও সে সঙ্গত মনে করে নাই। ভদ্রলোকটিকে 'পাগলা' কুকুরটার মুখের কাছে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সার্জে'ন্ট ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, কম্পিতকণ্ঠে বলিল "যাঃ, সর্ব্বনাশ হইল! ও কি মহাশয়? আপনি যে কুকুরটার মুখের কাছে গিয়া বসিলেন, এখনই আপনার মাথাটা গিলিয়া ফেলিবে যে! সরিয়া আসুন, সরিয়া আসুন! নাঃ; একটা ফ্যাসাদ বাধাইবেন, দেখিতেছি! আপনার জন্য এখনই ডাক্তার ডাকিতে হইবে।"

কিন্তু মিঃ ব্লেক সার্জে'ন্টের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন না দেখিয়া সার্জে'ন্ট অতি সন্তর্পণে সেই কক্ষের অভ্যন্তরে—দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, এবং কুকুরটা কিভাবে বেচারার মস্তকটি গ্রাস করে তাহা দেখিবার জন্ত হাতের লণ্ঠনটা বাগাইয়া ধরিল; কিন্তু সে দেখিল কুকুরটা ভদ্রলোকটির মাথা মুখে না পুরিয়া তাঁহার হাত চাটিতেছে!

সার্জেন্ট দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "ব্যাপার কি মহাশয়! আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অতবড় দুর্দান্ত কুকুর আপনার মাথাটা না গিলিয়া আপনার হাত চাটিতেছে! আপনি এক মুহূর্ত্তে কি কৌশলে কুকুরটাকে বশীভূত করিলেন?"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কঠোর স্বরে সার্জেন্টকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি এই কুকুরকে এভাবে এখানে আটক করিয়া কি জন্ম কষ্ট দিতেছেন বলুন ত? এ সম্বন্ধে আপনার কি কৈফিয়ৎ আছে তাহা আমি জানিতে চাই।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সার্জেন্টের ধারণা হইল, তিনি সামান্ত লোক নহেন। কোন সাধারণ লোক এভাবে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর কৈফিয়ৎ চাহিতে সাহস করিত না। তাঁহার কথা শুনিয়া সার্জেন্ট বলিল, "কাল রাত্রি একটার সময় কুকুরটাকে এখানে লইয়া আসা হইয়াছিল। উহার পাঁজরে কে ছোরার আঘাত করিয়াছিল; সেখান হইতে রক্ত ঝরিতেছিল। একজন কনষ্টেবল রাত্রে পাহারা দিতে বাহির হইয়া উহাকে এই পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিতে দেখিয়াছিল; তাহার ধারণা হইয়াছিল—কুকুরটা ক্ষেপিয়া গিয়াছে। সে জন্ত কয়েকজন কনষ্টেবলের সাহায্যে বহু কষ্টে উহাকে বাঁধিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছিল। উহাকে ছাড়িয়া দিলে লোকের জীবন বিপন্ন হইতে পারে, এই আশঙ্কায় এই ঘরে বাঁধিয়া রাখিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই; আপনি লণ্ঠনটা লইয়া আমার কাছে আসুন, উহার পাঁজরের আঘাত চিহ্নটা পরীক্ষা করিব।"

সার্জেন্ট ভয়ে-ভয়ে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক তাহার লণ্ঠনের আলোকে টাইগারের পাঁজরে আঘাত চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। ক্ষত গভীরতর হইলে তাহার উত্থানশক্তি রহিত হইত, এবং সেই অবস্থায় আর দুই একবার ছোরার আঘাত পাইলে তাহার জীবনরক্ষার আশা থাকিত না। টাইগারকে এইভাবে হত্যা করিবার চেষ্টার কোন গুপ্ত কারণ আছে বলিয়াই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল। এই রহস্যভেদের জন্ত তিনি কৃতসংকল্প হইলেন।

মিঃ ব্লেক সার্জেণ্টকে বলিলেন, "আপনার কথা শুনিয়া বুঝিলাম ইহাতে আপনার কোন দোষ নাই; ইহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া না রাখিলে ইহার জীবন বিপন্ন হইবার আশঙ্কা ছিল। এই কুকুরটি যতই ভীষণদর্শন হউক, ইহার মেজাজ অত্যন্ত ঠাণ্ডা, অকারণে কাহাকেও আক্রমণ করে না। যাহারা কোন দুষ্কর্ম্ম বা অবৈধ কাজ করিয়া পুলিশ বা ডিটেক্‌টিভের চোখে ধূলা দেওয়ার চেষ্টা করে, তাহাদের অনুসরণ করিয়া গ্রেপ্তার করাই ইহার কাজ।"

মিঃ ব্লেক সেইস্থানে বসিয়া টাইগারের দেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন; টাইগার তাঁহার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আরামে চক্ষু মুদিত করিল। সে বুঝিল আর তাহাকে সেখানে আবদ্ধ থাকিতে হইবে না, তাহার সকল কষ্টের অবসান হইয়াছে।

মিঃ ব্লেক সার্জেণ্টকে বলিলেন, "আমার বিশ্বাস এই কুকুরটি তাহার বিপন্ন প্রভুর উদ্ধারে আপনাদের সাহায্যলাভের জন্য থানার দিকে আসিতেছিল। এটি ব্লড্‌-হাউণ্ড জাতীয় কুকুর; গোয়েন্দার সাহায্য করিবার জন্য এরূপ সুশিক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ কুকুর এদেশে আর একটি আছে কি না সন্দেহ।"

সার্জেণ্ট বলিল, "এটা ব্লড্‌-হাউণ্ড, ডিটেক্‌টিভের কাজ করে? এ কুকুর কি আপনার? আপনার নামটি জানিতে পারি কি?"

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে কার্ডের আধারটি (a card case) বাহির করিয়া, তাহা হইতে একখানি কার্ড সার্জ্জেণ্টের হাতে দিলেন, বলিলেন, "ইহাতেই আমার নাম দেখিতে পাইবেন।"

মিঃ ব্লেকের গোয়েন্দাগিরির খ্যাতি দেশ দেশান্তরের লোকের সুবিদিত, বিশেষতঃ, ইংলণ্ডের সকল সমাজে তাঁহার নাম সুপরিচিত; এ অবস্থায় নরফোক জেলার কোন পুলিশ কর্ম্মচারী তাঁহার নাম শ্রবণ করে নাই, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। সার্জ্জেণ্ট লণ্ঠনের আলোকে কার্ডখানির উপর চক্ষু বুলাইয়া বিহ্বল স্বরে বলিল, "ওঃ, আপনিই লণ্ডনের সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক! আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনার সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করিলাম। আপনার দেশব্যাপী খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা কে না জানে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দেখ সার্জ্জেণ্ট, তোমার সহিত পরিচয় হওয়ায় আমি সুখী হইলাম। তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ—তোমার উপরওয়ালাদের অনেকেই আমার বন্ধু; তাঁহারা আমার সাহায্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। আমিও প্রয়োজন বোধে অনেক সময় তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করি। তোমার নিকট কোন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করিলে আশা করি আমার প্রার্থনা বিফল হইবে না। আমার সুদক্ষ সহকারীকে এই কুকুর সঙ্গে দিয়া কাল এখানে পাঠাইয়াছিলাম। সে কাল সন্ধ্যার ট্রেণে এই গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিল। আমি আজ অপরাহ্নের ট্রেণে এখানে আসিয়া নানা স্থানে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছি; কিন্তু সে কোথায় জানিতে পারি নাই, কোন স্থানে তাহার সন্ধান পাই নাই! আমার এই কুকুরটা থানার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছিল শুনিয়া মনে হইতেছে—আমার সহকারী এখানে আসিয়া কোন বিপদে পড়িয়াছে; এই জন্য আমার কুকুর তোমাদের সাহায্য লাভের আশায় এখানেই আসিতেছিল।"

সার্জ্জেণ্ট বলিল, "কাল রাত্রে এখানকার জমীদারবাড়ীর সম্মুখে জমীদারের সঙ্গে কতকগুলা প্রজার কলহ হইয়াছিল; কিন্তু গোলমালটা সহজে মিটিয়া যাওয়ায় আমাকে সরেজমিনে তদন্তে যাইতে হয় নাই; বিশেষ কোন সংবাদও জানিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "জমীদারের সহিত তাহার প্রজাদের যে বিবাদ হইয়াছিল, আমার সহকারীর ন্যায় নিরপেক্ষ লোক সেই বিবাদে যোগদান করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তুমি আমার এই কুকুরটিকে ছাড়িয়া দিলে উহার সাহায্যেই আমি আমার সহকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব। টাইগারই তাহার সন্ধান করিতে পারিবে।"

সার্জ্জেণ্ট বলিল, "আপনার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আপনার কি বিশ্বাস—আপনার সহকারী যেখানেই থাক, আপনার এই কুকুর আমাদিগকে ঠিক সেই স্থানে লইয়া যাইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, টাইগার আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবে।"

সার্জেণ্ট ভয়ে-ভয়ে টাইগারের মাথায় হাতে বুলাইল; কিন্তু টাইগার তাহার মস্তকটি গ্রাস না করিয়া চক্ষু মুদিয়া তাহার সেই আদরটুকু উপভোগ করিল। তখন সার্জেণ্টের সাহস হইল; সে টাইগারের পাশে সরিয়া গিয়া তাহার গলার 'কলার' হইতে শিকলটি খুলিয়া দিল। টাইগার মুক্তিলাভ করিয়াও সেখান হইতে নড়িল না, স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া উৎসুক নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, এবং অত্যন্ত উৎসাহ ভরে লেজ নাড়িতে লাগিল।

সার্জেণ্ট তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "আমার বিশ্বাস আপনার কুকুর এখানে আবদ্ধ হইয়া আমাদিগকে উহার মনের ভাব বুঝাইবার জন্ত ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, উহার অভিপ্রায় আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অসম্ভব নহে, কারণ তোমরা পূর্ব্বে উহার পরিচয় পাও নাই। যদি উহার মনের ভাব বুঝিতে পারিতে, তাহা হইলে এই দীর্ঘকাল এ ভাবে বৃথা নষ্ট হইত না; কিন্তু সে জন্ত আক্ষেপ করিয়া কোন ফল নাই। আমার সহকারী কোথায় কিরূপ বিপদে পড়িয়াছে, এবং এখন কি অবস্থায় আছে—তাহা অনুমান করা অসম্ভব; সুতরাং আর সময় নষ্ট করা উচিত নহে। আমি তোমার দুইজন কন্‌ষ্টেবল সঙ্গে লইয়া যাইতে চাই, তুমি দুইজন প্রহরী আমার সঙ্গে দিতে পারিবে কি?"

সার্জেণ্ট মাথা নাড়িয়া বলিল, "না। আমার হাতে চারিজনের অধিক কন্‌ষ্টেবল নাই, বিশেষতঃ, আমার উপর এখন থানার ভার আছে; এ অবস্থায় আপনার সঙ্গে দুইজন কন্‌ষ্টেবল দেওয়া আমার অসাধ্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার যাহা অসাধ্য, সে কাজ করিতে তোমাকে অনুরোধ করিব না। দেখি, আমি একাকী টাইগারের সাহায্যে কি করিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক টাইগারকে সঙ্গে লইয়া গারদ-ঘরের বাহিরে আসিলেন। টাইগারকে তাঁহার অনুসরণ করিতে দেখিয়া সার্জেণ্ট থানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল কি চিন্তা করিল, তাহার পর মিঃ ব্লেককে ডাকিয়া বলিল, "দেখুন মিঃ ব্লেক, আপনার

সহকারী বিপন্ন, আপনি আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন ; আপনাকে সাহায্য না করিলে আমার কর্ত্তব্য বোধ হয় অসম্পন্ন থাকিবে। সুতরাং আমি আমার কোন তাঁবেদারের (subordinate) উপর থানার ভার দিয়া, আপনার সঙ্গে যাইব মনে করিতেছি। আর সত্য কথা বলিতে কি, আপনার এই কুকুরের শক্তি কিরূপ অসাধারণ, তাহা দেখিবার জন্ম আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে। আপনি একটু অপেক্ষা করিলে আমি কাজ শেষ করিয়া আপনার সঙ্গে যাইতে পারি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বেশ, আমি ফটকের কাছে তোমার প্রতীক্ষা করিব, তুমি কাজ শেষ করিয়া এস।”

মিঃ ব্লেক টাইগারকে সঙ্গে লইয়া থানার ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন। সার্জেণ্ট আফিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া একজন কনষ্টেবলকে ডাকিল। সে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সার্জেণ্ট তাহাকে বলিল, “আমি ঐ ভদ্রলোকটির সঙ্গে বাহিরে যাইতেছি ; আমার ফিরিতে বিলম্ব হইতে পারে। আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি—থানার ভার তোমার উপর রহিল।”

সার্জেণ্ট তাহার টুপি লইয়া থানা হইতে নামিয়া দেউড়ীর নিকট উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক দেউড়ীর বাহিরে তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। সার্জেণ্টকে দেখিয়া তিনি টাইগারকে লইয়া পথে আসিলেন, তাহার পর বলিলেন “টাইগার’ টাইগার! চল্, স্মিথ কোথায় আছে—তাহাকে খুঁজিয়া বাহির কর।”

মিঃ ব্লেকের আদেশ শুনিয়া টাইগার স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্লেক তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া মনে করিলেন—সে স্মিথের : ব্যবহৃত কোন জিনিসের (রুমাল কলার বা শার্ট) ঘ্রাণ লইতে না পারায়, কোন্ দিক যাইতে হইবে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না! কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার এই ভ্রম অমূলক। টাইগার সেই পথের উপর একবার চারি দিকে ঘুরিয়া লইল ; তাহার পর উর্দ্ধদৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া, পথ হইতে নামিয়া মাঠের ভিতর প্রবেশ

করিল। মিঃ ব্লেকও সেই দিকে চলিলেন, এবং সার্জ্জেণ্ট নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিল।

মাঠের ভিতর উচ্চ 'আইলের' উপর দিয়া পথ; পথটি সঙ্কীর্ণ, এবং তাহার দুই পাশে বেড়া ছিল। টাইগার সেই পথ ধরিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল। সরু পথের দুই দিকেই বহুদূরব্যাপী প্রান্তর; প্রান্তরের কোনও দিকে জনমানবের বসতি ছিল না।

মিঃ ব্লেক সার্জ্জেণ্টকে বলিলেন, "এই পথ কোথায় শেষ হইয়াছে?"

সার্জ্জেণ্ট বলিল, "এই পথ নদী তীর পর্য্যন্ত প্রসারিত আছে।—কুকুরটা নদীর দিকে যাইতেছে কেন? যেখানেই যাউক, ও যদি সত্যই আপনার সহকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে—তাহা হইলে স্বীকার করিব উহার শক্তি অসাধারণ, গোয়েন্দাগিরির যোগ্যতাও আমাদের মত লোকের অপেক্ষা উহার অনেক বেশী!"

টাইগার ইচ্ছা করিলে এরূপ দ্রুতবেগে যাইতে পারিত যে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিঃ ব্লেক বা সার্জ্জেণ্টের দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিত; কি ভাবিয়া সে তাহা করিল না; সে কিছুদূর গিয়া তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করে,—তাঁহারা তাহার কাছে আসিয়া পড়িলে আবার চলিতে আরম্ভ করে।—সে এইভাবে চলিতেছে দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—তাঁহাদিগকে সঙ্গে লওয়াই সে প্রয়োজন মনে করিয়াছে। মিঃ ব্লেক সার্জ্জেণ্টকে তাহার মনের ভাব বুঝাইয়া দিলে সার্জ্জেণ্ট মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাই বটে, তাই বটে! এ রকম বুদ্ধিমান কুকুর আর কখন দেখি নাই! আপনার কুকুরটা মানুষ হইলে এবং আমাদের মত পুলিশের চাকরী লইলে এত দিন সার চার্লস ফেয়ারফক্সের স্থান অধিকার করিত।"—সার চার্লস তখন গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্ত্তা ছিলেন।"

এই ভাবে দুই মাইল অতিক্রম করিবার পর মিঃ ব্লেক সম্মুখে কতকগুলি বুনো-ঝাউজাতীয় গুল্ম দেখিতে পাইলেন; নদীতীরস্থ বালুকাময় মৃত্তিকায় এই সকল গুল্ম জন্মিয়া থাকে। মিঃ ব্লেক সার্জ্জেণ্ট-সহ টাইগারের অনুসরণ করিয়া সেই সকল গুল্ম অতিক্রম করিলেন। কিছুকাল পরে একটি প্রশস্তকায়া নদীর

আতটপূর্ণ স্বচ্ছ জলরাশি তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। অস্তমিত তপনের লোহিতালোক নদীজলে তরল হিঙ্গুলের আভা বিকাশ করিতেছিল।

কিন্তু টাইগার নদীতীরে উপস্থিত না হইয়া অল্পদূর হইতে বাম দিকে ফিরিল। প্রায় দশ মিনিট চলিয়া সে একটি পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন—সেই অট্টালিকাটি নদীর উচ্চ তীরের উপর এভাবে অবস্থিত যে, তাহার ছায়া নদীজলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল।

টাইগার চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইল। মিঃ ব্লেক ও সার্জ্জেণ্ট তখনও কিছু দূরে ছিলেন; তাঁহারা তাহার পাশে আসিলে সে সেই অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল। মিঃ ব্লেক তখন তাহার গলার 'কলার' চাপিয়া ধরিলেন, তাহার পর সার্জ্জেণ্টকে বলিলেন, "এই বাড়ীতে কেহ বাস করে কি না বলিতে পার সার্জ্জেণ্ট!"

সার্জ্জেণ্ট মাথা নাড়িয়া বলিল, "এখানে কেহ থাকে কি না জানি না, কিন্তু শুনিয়াছি পূর্ব্বে ইহা পান্থনিবাস ছিল, অনেক পরিশ্রান্ত পথিকেরা এখানে আসিয়া রাত্রি-বাস করিত। এখন অনেক বদমায়েস সময়ে সময়ে এখানে আড্ডা লইয়া থাকে। অট্টালিকাটি বহু পুরাতন; কালের সহিত যুদ্ধ করিয়া এখনও কোন মতে দাঁড়াইয়া আছে। সে কালের লোকেরা ইহাকে 'কল বাড়ী' বলে।"

মিঃ ব্লেক সেই বাড়ীতে জনমানবের সাড়াশব্দ পাইলেন না। টাইগার তাঁহাকে টানিয়া লইয়া অট্টালিকার এক কোণে উপস্থিত হইল। সেই স্থানের একটি ঝরোকা দিয়া মিঃ ব্লেক ভিতরের দীপালোক-রশ্মি দেখিতে পাইলেন। তাহারই পাশে সেই গৃহের দ্বার। দ্বারটি নদীর দিকে অবস্থিত।

সার্জ্জেণ্ট বলিল, "ভিতরে আলো জ্বলিতেছে! তবে বোধ হয় ওখানে কোন লোক আছে।"

মিঃ ব্লেক দেখিলেন, টাইগারের দেহ হঠাৎ কঠিন ও কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে! তিনি জানিতেন, টাইগার কোন শত্রুর নিকট উপস্থিত হইলে তাহার দেহের ঐরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত। তিনি টাইগারের মাথায় মৃদু চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "বসিয়া পড়, টাইগার বসিয়া পড়!"

টাইগার তৎক্ষণাৎ দেহ সঙ্কুচিত করিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। তখন মিঃ ব্লেক তাহার গলার কলার ছাড়িয়া দিয়া সার্জ্জেণ্টের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "টাইগার কোনও দিন আমাকে ভুল পথে লইয়া যায় নাই। যেখানে আমার যাওয়া আবশ্যক, ঠিক সেই স্থানেই উপস্থিত হয়। আমার বিশ্বাস, আমার সহকারী এই অট্টালিকায় আবদ্ধ আছে; কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে আমাদিগকে বিপন্ন হইতে হইবে কি না, জানি না। আর সময় নষ্ট না করিয়া চল আমরা ভিতরে প্রবেশ করি।"

সার্জ্জেণ্ট বলিল, "চলুন; আপনি আমাকে যেখানে যাইতে বলিবেন—সেই স্থানেই যাইতে প্রস্তুত আছি।"

মিঃ ব্লেক সার্জ্জেণ্টকে সঙ্গে লইয়া সেই অট্টালিকার রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ঘরের ভিতর কাহারও পদশব্দ বা কণ্ঠস্বর শুনিতে পান কি না তাহা পরীক্ষার জন্য সেই স্থানে দুই এক মিনিট অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না।

সার্জ্জেণ্ট মিঃ ব্লেককে বলিল, "দরজায় ধাক্কা দিয়া দেখি; কিন্তু কেহ দ্বার খুলিবে কি না বুঝিতে পারিতেছি না।"

সার্জ্জেণ্ট প্রথমে দ্বারে করাঘাত করিল, কিন্তু কেহই দ্বার খুলিল না; তখন সে দ্বারে সবেগে পদাঘাত করিতে লাগিল। তাহার প্রচণ্ড পদাঘাতে দ্বার কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা খুলিল না। তখন সার্জ্জেণ্ট ও ব্লেক উভয়ে এরূপ বেগে পদাঘাত করিলেন যে দ্বারের জীর্ণ অর্গল সেই আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, অর্গল ভাঙ্গিয়া দ্বার খুলিয়া গেল।

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন; সম্মুখেই হলঘর, তাহা অতিক্রম করিয়া তিনি অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করিতেই কাহার তীব্র হুঙ্কারধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল! মুহূর্ত্ত পরে তিনি সেই কক্ষে একটি অদ্ভুতাকৃতি যুবককে দেখিতে পাইলেন।—সে বেদে জো!

সেই কক্ষের মেঝের মধ্যস্থলে একটি দ্বার ছিল; উহা ভূগর্ভে প্রবেশের দ্বার। জো সেই সময় সেই দ্বার দিয়া ভূ-বিবরস্থিত সোপান হইতে ঘরে উঠিতেছিল;

সে মিঃ ব্লেককে দেখিবামাত্র মেঝের উপর উঠিয়া পদাঘাতে সেই দ্বারটি রুদ্ধ করিল।

মিঃ ব্লেক জোর উপর বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া, উভয় হস্তে তাহাকে মেঝের উপর চিৎ করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকে চাপিয়া বসিলেন। জো তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে বলবান যুবক, ব্লেকের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য ক্রমাগত তাহাকে কিল চড় ঘুসি মারিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক ইহাতে বিব্রত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু সার্জ্জেণ্ট দ্রুতবেগে তাঁহার পাশে আসিয়া জোর নাকে মুখে মাথায় দুই চারিটা ঘুসি মারিতেই সে নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। তখন সার্জ্জেণ্ট জোকে উপুড় করিয়া ফেলিয়া তাহার উভয় হস্ত পিঠের দিকে টানিয়া আনিয়া পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল।

মিঃ ব্লেক সার্জ্জেণ্টকে বলিলেন, "হাতকড়া সঙ্গে আছে কি?"

সার্জ্জেণ্ট বলিল, "নিশ্চয়ই; হাতকড়া না লইয়া কি আমরা শিকার করিতে বাহির হই?"

সে মিঃ ব্লেকের ইঙ্গিতে জোর হস্তে লৌহবলয় আঁটিয়া দিল।

জো আকস্মিক আক্রমণে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার হস্তদ্বয় শৃঙ্খলিত হওয়ায় সে বুঝিতে পারিল—তাহাকে পুলিশের হাতে ধরা পড়িতে হইয়াছে—আর নিষ্কৃতিলাভের আশা নাই। সে ক্রোধে ক্ষোভে চিৎকার করিতে লাগিল। সার্জ্জেণ্ট তাহার বিকট গর্জ্জনে কর্ণপাত না করিয়া, তাহাকে এক ধাক্কা দিয়া ভূ-বিবরের দ্বারপ্রান্ত হইতে দূরে সরাইয়া দিল।

অনন্তর মিঃ ব্লেক চক্ষুর নিমেষে সেই দ্বার খুলিয়া অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করিলেন। দ্বারের নীচেই সিঁড়ি ছিল; তিনি সেই সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিলেন।

সার্জ্জেণ্ট বলিল, "এক মিনিট বিলম্ব করুন মহাশয়! আমি এই জানোয়ার-টাকে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলি।"

সার্জেণ্ট সেই কক্ষ হইতে রজ্জু সংগ্রহ করিয়া জোর দুই হাঁটুর সঙ্গে তাহার

কোমর দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল। তাহার পর ধাকা দিয়া তাহাকে এক কোণে ফেলিয়া রাখিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "এখন আমরা নিশ্চিন্ত মনে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সুড়ঙ্গের ভিতর ঘোর অন্ধকার! একটা ল্যাম্প আন।"

সেই কক্ষের এক প্রান্তে একখানি ছোট জীর্ণ টেবিলের উপর একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। সার্জেণ্ট সেই ল্যাম্পটা লইয়া সুড়ঙ্গপথে মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিল। সুড়ঙ্গ-দ্বার খোলা রহিল।

মিঃ ব্লেক সার্জ্জেণ্টের সহিত সুড়ঙ্গ মধ্যে অদৃশ্য হইলে, বেদেনী বুড়ী লিল পাশের একটি কক্ষ হইতে নিঃশব্দে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেশালাই জ্বালিল। তাহার কুৎসিৎ মুখে পৈশাচিক হাসি ফুটিয়া উঠিল। জো তাহাকে উন্মুক্ত সুড়ঙ্গ-দ্বারটি দেখাইয়া দিল। আশায় ও আনন্দে জোর মুখও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

লিল পাশের কুঠুরীতে লুকাইয়া আছে—ইহা মিঃ ব্লেক বা তাঁহার সঙ্গী জানিতে পারেন নাই। বুড়ী লুকাইয়া থাকিয়া সকল কাণ্ডই দেখিয়াছিল; কিন্তু ধরা পড়িবার ভয়ে সাড়া দেয় নাই। মিঃ ব্লেক ও সার্জ্জেণ্ট সুড়ঙ্গ-পথে অদৃশ্য হইবার পর সে সেই কক্ষে দীপ জ্বালিয়া সুড়ঙ্গ-দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। সে সুড়ঙ্গ-দ্বার রুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে জো বলিল, "তুমি আগে শ্লুইসের হাতলের কাছে গিয়া নয়ঞ্জুলির (sluice) কপাট খুলিয়া দাও। শয়তানদের ডুবাইয়া মারিতে হইবে। হা, হা, কি মজা!"

লিল তৎক্ষণাৎ আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া, আর একটা ল্যাম্প জ্বালিল; তাহার পর সেই কক্ষের দেওয়াল-সংলগ্ন একটি হাতলের নিকট উপস্থিত হইল।

সেই অট্টালিকাটির সহিত কোন গুপ্ত রহস্যের সম্বন্ধ আছে—ইহা অন্য লোকের অজ্ঞাত থাকিলেও জো ও লিল দীর্ঘকাল সেখানে বাস করায় দৈবক্রমে তাহা জানিতে পারিয়াছিল। তাহারা জানিত গৃহপ্রাচীর-সংলগ্ন সেই হাতলটির সহিত অট্টালিকার নিম্নস্থিত বিভিন্ন পয়ঃপ্রণালীর যোগ আছে। হাতলটি আকর্ষণ করিয়া নীচে নামাইলেই পয়ঃপ্রণালীগুলির কপাট উঠিয়া পড়িত, এবং নদীর জল ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন নয়ঞ্জুলিতে প্রবেশ করায় তাহা জলে পূর্ণ হইত।

লিল তাহার শীর্ণ বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া হাতলটি নীচের দিকে টানিয়া আনিল। মুহূর্ত্ত পরে সে সেই কক্ষের নীচে জলপ্রবাহের কল-কল শব্দ শুনিতে পাইল। সে মনের আনন্দে নাচিতে নাচিতে পূর্ব্বোক্ত সুড়ঙ্গ-দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, এবং সেখানে বসিয়া, দ্বারের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "মর! শয়তান বেটারা ডুবিয়া মর! কেমন ফাঁদে পড়িয়াছিস্ বুঝিতে পারিতেছিস্? হা, হা! কি মজা! দুষমনগুলা আজ ডুবিয়া মরিবে।"

মনের আনন্দে সে উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক ও সার্জ্জেন্ট তখন মেঝের নিম্নস্থিত কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন সেই কক্ষে দুইজন লোক একখানি ছেঁড়া কাঁথার উপর পাশাপাশি পড়িয়া আছে! তাহাদের হস্তপদ দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ।

মিঃ ব্লেক দ্রুতপদে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া ল্যাম্পের আলোকে স্মিথকে চিনিতে পারিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই তিনি সভয়ে দেখিলেন, সেই কক্ষের প্রাচীরের এক অংশ হইতে একখানি দ্বার ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল, এবং সেই ফুকর দিয়া চারি ফুট উচ্চ একটি জলের প্রাচীর (a four feet high wall of water) সশব্দে সেই দিকে ছুটিয়া আসিল!

নদীর জল বানের জলের মত সবেগে সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষে ঢালিয়া পড়িতে লাগিল। সার্জ্জেন্ট সেই দিকের প্রাচীরের নিকট দাঁড়াইয়া ছিল; সে সেই সলিল-প্রবাহে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গিয়া বিপরীত দিকের প্রাচীরে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইল! সেই সময় বেদেনী লিলের উচ্চ হর্ষধ্বনি তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। মিঃ ব্লেক সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাদের বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন।

মিঃ ব্লেক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সার্জ্জেন্টকে বলিলেন, "উপরের ঘরে আরও লোক আছে; তাহারা আমাদিগকে জলে ডুবাইয়া মারিবার ব্যবস্থা করিয়াছে! শীঘ্র ঐ লোকটাকে কাঁধে তুলিয়া লও। আমি আমার সহকারীকে কাঁধে লইতেছি। এই মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে এই স্থান ত্যাগ করিতে হইবে; আর সময় নাই।"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ স্মিথকে জলপ্লাবিত মেঝের উপর হইতে টানিয়া তুলিলেন; কিন্তু তাঁহার হাতে ল্যাম্প থাকায় তাহাকে কাঁধে তুলিবার অসুবিধা হইল।

সার্জ্জেন্ট তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছে দেখিয়া তিনি সেই প্রজ্বলিত ল্যাম্পটি ঘূর্ণিত জলরাশির উপর নিক্ষেপ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাহা নিবিয়া ডুবিয়া গেল।

সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষ নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে জলরাশি তাঁহাদের জানুর ঊর্দ্ধে উঠিল! জলের প্রচণ্ড তোড়ে তাঁহাদের স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইল। মিঃ ব্লেক অতি কষ্টে পদদ্বয় স্থির রাখিয়া স্মিথকে কাঁধে তুলিয়া লইলেন।

সেই উদ্বেলিত কল্লোলিত অন্ধকারাবৃত সলিল-প্রবাহ মধ্যে দাঁড়াইয়া মিঃ ব্লেক সার্জ্জেন্টকে বলিলেন, "সার্জ্জেন্ট, উহাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়াছ ?"

সার্জ্জেন্ট বলিল, "হাঁ, এখন কি করিব বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সিঁড়ি দিয়া শীঘ্র উপরে চল; কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই কক্ষ জলে পূর্ণ হইবে।"—সেই অন্ধকারেই তিনি পদপ্রান্তবর্ত্তী সিঁড়িতে উঠিলেন; সার্জ্জেন্ট অন্ধের ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিল।

তাঁহারা সেই সোপানশ্রেণী অবলম্বনে দ্বারের কাছে আসিলে, মিঃ ব্লেক ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দ্বারের পার্শ্বে এক বিকটাকৃতি বৃদ্ধাকে দণ্ডায়মান দেখিলেন! সেই কক্ষের দীপালোক তাহার মুখে প্রতিফলিত হওয়ায় মিঃ ব্লেকের মনে হইল—সে কোন নারীর মুখ নহে, তাহা যেন পিশাচীর মুখ! দন্তহীন মুখ ব্যাদান করিয়া সে খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল; মিঃ ব্লেক দেখিলেন—সেই পিশাচী—ভূগর্ভস্থ কক্ষ হইতে উপরে উঠিবার দ্বারের কপাট।সিন্দুকের ডালার মত তুলিয়া দুই হাতে সোজা করিয়া ধরিয়া আছে; মুহূর্ত্ত পরে সে সেই কপাট ফেলিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবে!

মিঃ ব্লেক সুড়ঙ্গদ্বারের নিম্নস্থ সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া বেদেনী বুড়ী লিলের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাদের নিষ্কৃতিলাভ কিরূপ দুরূহ তাহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেকের মাথা ঘুরিয়া গেল; তাঁহার মুখবিবর হইতে অস্ফুট আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল।

ইঁদুরকে খাঁচায় পুরিয়া সেই খাঁচা জলে নিক্ষেপ করিলে খাঁচার ইঁদুরের অবস্থা যেরূপ হয়, মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীদের অবস্থা সেইরূপ শোচনীয়

হইয়াছে বুঝিয়া লিল সেই ভারী লৌহদ্বার দুইহাতে টানিয়া ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গ দুলাইয়া হি হি শব্দে হাসিতে লাগিল; তাহার পর হাসি বন্ধ করিয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "আর উপরে আসিয়া কাজ নাই। ঐ পাতাল-ঘরেই তোদের ডুবিয়া মরিতে হইবে। কুক্ষণে এখানে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছিলি!"

সার্জ্জেণ্ট মিঃ ব্লেকের পদপ্রান্তবর্ত্তী সোপানে দাঁড়াইয়া ছিল; সে লিল বুড়ীর কথা শুনিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "উঃ, মাগীর কি শয়তানী! ওটা মানুষ না পেৎনী?"

মিঃ ব্লেকের ইচ্ছা ছিল—তিনি এক লম্ফে দ্বারের নিকট গিয়া, বুড়ী কপাট বন্ধ করিতে না পারে—তাহার ব্যবস্থা করিবেন; কিন্তু স্মিথ তাঁহার কাঁধে থাকায়, বিশেষতঃ, জল উঠিয়া তাঁহার কোমর পর্য্যন্ত ডুবিয়া যাওয়ায় এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। সার্জ্জেণ্ট তাঁহার নীচে দাঁড়াইয়া ছিল, জলরাশি তখন তাহার বুক পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক আর একধাপ উপরে উঠিলেন; নীচে সুড়ঙ্গমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া লিল তাঁহার কাঁধের বোঝা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সে আর বিলম্ব না করিয়া সুড়ঙ্গদ্বারের লৌহকপাট বন্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় মিঃ ব্লেক দেখিলেন—টাইগার বিদ্যুদ্বেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া এক লম্ফে লিলের ঘাড় কামড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে মেঝের উপর চিৎ করিয়া ফেলিল! সেই আকর্ষণে লিলের হাতের কপাট সুড়ঙ্গদ্বারে না পড়িয়া, উল্টাইয়া গিয়া মেঝেতে বুড়ীর পায়ের উপর চাপিয়া পড়িল।

বুড়ী টাইগারের সুতীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে টাইগার তাহার বুকের উপর সম্মুখের দুই পা চাপাইয়া দিয়া সক্রোধে গর্জ্জন করিল, "ভক্-ভক্ ভৌ-ঔ-ঔ"—অর্থাৎ চেঁচাইলে তোর মুণ্ডটা চিবাইয়া খাইব।—সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া বৃদ্ধার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। সে ভয়ে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি উপরে আসিয়া টাইগারকে বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা টাইগার! আজ তুই আমাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছিস্।"

তিনি মেঝের উপর স্মিথকে নামাইয়া রাখিলেন। মুহূর্ত্ত পরে সার্জ্জেণ্ট তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

লিল বুড়ী পলায়নের ইচ্ছায় উঠিবার চেষ্টা করিল; টাইগার তৎক্ষণাৎ তাহার গলা কামড়াইতে উদ্যত হইল। বুড়ী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক ভূগর্ভস্থ গহ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, দ্বারের নীচেই জলরাশি কল-কল করিতেছে! সোপানগুলি তখন জলমগ্ন হইয়াছিল!

মিঃ ব্লেক ও সার্জেণ্টকে নিরাপদ দেখিয়া টাইগার লিল বুড়ীকে ছাড়িয়া দিয়া মিঃ ব্লেকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই সুযোগে বুড়ী ধীরে ধীরে উঠিয়া একখানি ভাঙ্গা টুল সংগ্রহ করিয়া, তাহা দুই হাতে তুলিয়া তদ্দ্বারা মিঃ ব্লেকের মস্তকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে—এমন সময় মিঃ ব্লেক লাফাইয়া উঠিয়া টুলখানি তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন। তখন বুড়ী আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া এক লম্ফে পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং অন্ধকারে অদৃশ্য হইল।

সার্জ্জেণ্ট তাহাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, "ডাইনীটা পলাইয়া গেল! উহাকে পলাইতে দেওয়া হইবে না, ধরুন, গ্রেপ্তার করুন।"

সার্জ্জেণ্ট তখন এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিল যে, তাহার দৌড়াইবার শক্তি ছিল না; এই জন্য সে বৃদ্ধার অনুসরণ করিতে পারিল না।

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বলিলেন, "সার্জ্জেণ্ট, তুমি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছ, এখানে ইহাদের পাহারায় থাক; বুড়ী কোথায় যায় তাহা দেখা আবশ্যক, আমি উহার অনুসরণ করিতেছি।"

লিল যে দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়াছিল মিঃ ব্লেক সেই দ্বার দিয়া অন্য কক্ষে প্রবেশ করিলেন; তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই সেই অট্টালিকার বহির্দ্বার দেখিতে পাইলেন। যে দ্বারের অর্গল ভাঙ্গিয়া তাঁহারা অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা সেই দ্বার। মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, বৃদ্ধা সেই দ্বার দিয়া অট্টালিকা পরিত্যাগ করিয়াছে।

মিঃ ব্লেক সেই অট্টালিকার বাহিরে পদার্পণ করিবামাত্র পশ্চাতে শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন টাইগার দ্রুতবেগে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "টাইগার বেদেনী বুড়ী কোন্ দিকে পলাইয়াছে, দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে ধর।"

মিঃ ব্লেকের আদেশে টাইগার দৌড়াইতে লাগিল, মিঃ ব্লেক তাহার অনুসরণ করিলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি দূর হইতে বৃদ্ধার আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন, বুড়ী কাঁদিয়া বলিল, "মরিলাম, কে আছ রক্ষা কর। আরে ছেই! আরে ছেই!"—সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ব্লেক 'ভৌ ভক্ ভক্' শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, টাইগার বুড়ীকে গ্রেপ্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে।

মিঃ ব্লেক দ্রুতপদে টাইগারের নিকটে গিয়া তাহার গলার কলার চাপিয়া ধরিলেন; টাইগার আর অগ্রসর হইতে পারিল না। বৃদ্ধা সভয়ে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু টাইগারকে আর তাহার অনুসরণ করিতে না দেখিয়া আশ্বস্ত চিত্তে পুনর্ব্বার দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। মিঃ ব্লেক দূর হইতে দেখিলেন সে নদীর ধার দিয়া দৌড়াইতেছে। সে কিছু দূরে প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া টাইগারকে সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার তাহার অনুসরণ করিলেন।

মিঃ ব্লেক বৃদ্ধার পলায়নের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল—বৃদ্ধা ও তাহার সঙ্গী স্মিথ ও অন্য যুবকটিকে সেই নদীতীরবর্ত্তী অট্টালিকা-নিম্নস্থ ভূগর্ভে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল; এই কুকর্ম্ম তাহারা নিজের ইচ্ছায় করে নাই, নিশ্চয়ই তৃতীয় ব্যক্তির ইঙ্গিতে বা আদেশে এই দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের দুরভিসন্ধি এইভাবে ব্যর্থ হওয়ায় বৃদ্ধা সেই চক্রান্তকারীকে এই দুঃসংবাদ জানাইতে যাইতেছিল। বৃদ্ধা চলিতে চলিতে যে ভাবে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেছিল—তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইল। তিনি বুঝিলেন—কেহ তাহার অনুসরণ করিতেছে কি না তাহাই দেখিবার জন্য সে ও-ভাবে পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া চাহিতেছে; কেবল পলায়নের উদ্দেশ্য থাকিলে সে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিত না, এবং নিকটে কোথাও না

লুকাইয়া ও-ভাবে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিত না। সে ভয়ার্ত্ত ও ক্লান্ত হইয়াও এক দিক লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইতেছিল—ইহার অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না। লিল পশ্চাতে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিয়াও মিঃ ব্লেক বা টাইগারকে দেখিতে পাইল না।

টাইগার মিঃ ব্লেকের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অতঃপর আর লিলকে ধরিবার চেষ্টা করিল না। লিল মনে করিল সে দৌড়াইয়া পলায়ন করায় কুকুরটা তাহাকে ধরিতে না পাইয়া চলিয়া গিয়াছে!

মিঃ ব্লেক দেখিলেন বৃদ্ধা প্রান্তর অতিক্রম করিয়া একটা বাগানের পাশ দিয়া চলিতে চলিতে রেমণ্ড-টাউয়ারের দেউড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিলেন তবে কি বুড়ী অবশেষে জমীদার ভবনেই প্রবেশ করিবে? সেখানে সে কাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছে? মিঃ ব্লেকের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; তাঁহার মনে হইল, শীঘ্রই তিনি একটা দুর্ব্বোধ্য ও জটিল রহস্যের সন্ধান পাইবেন। তিনি এ পর্য্যন্ত যাহার যাহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাহাদের সকলেরই সহিত রেমণ্ড-টাউয়ারের সম্বন্ধ আছে—অবশেষে এই বেদেনী বুড়ীরও লক্ষ্যস্থল রেমণ্ড-টাউয়ার! কি বিস্ময়কর বিচিত্র রহস্যের যবনিকা সেখানে উদ্‌ঘাটিত হইবে—তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না।

রেমণ্ড-টাউয়ারের ফটকের বাহিরে একটা ঝাউ গাছ ছিল; মিঃ ব্লেক টাইগারের কলার ধরিয়া সেই গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি মাথা বাড়াইয়া দেখিলেন, বৃদ্ধা দেউড়ি পার হইয়া সদর দরজায় গিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিল।

মুহূর্ত্ত পরে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল; মিঃ ব্লেক মুক্তদ্বারপথে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি গৃহ প্রাঙ্গণে বিকীর্ণ হইতে দেখিলেন। বৃদ্ধা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইল।

বৃদ্ধা এই ভাবে মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি অতিক্রম করিল দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন। সে জমীদার-গৃহে প্রবেশ করিবে—ইহা তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই; কিন্তু সে সেখানে কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল তাহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর!

মিঃ ব্লেক টাইগারের মাথার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "টাইগার, তুই এই গাছ তলায় শুইয়া থাক। তোকে এখন আর কোথাও যাইতে হইবে না; আমি একটু কাজে যাইব। যতক্ষণ এখানে ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ এখানে থাকিস্, কোন শব্দ করিস না। আমার কথা বুঝিয়াছিস্?"

টাইগার লেজ নাড়িয়া বুঝাইয়া দিল—তাঁহার কথা ঠিক বুঝিয়াছে, এবং প্রমাণ স্বরূপ তৎক্ষণাৎ সেখানে শয়ন করিল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে সেই বৃক্ষতলে রাখিয়া অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইলেন। কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরের নুড়িতে তাঁহার পদস্পর্শ হওয়ায় তিনি বুঝিতে পারিলেন—প্রস্তর বদ্ধ পথ দিয়া চলিতেছেন। তিনি সেই অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া তাহার বাঁ পাশে দ্বারের মত একটি প্রশস্ত রুদ্ধ বাতায়ন দেখিতে পাইলেন, তিনি তাহাতে অল্প ধাক্কা দিতেই বাতায়নের কপাট খুলিয়া গেল। তিনি অন্ধকারে হাত বাড়াইলেন; বাতায়নের সম্মুখে একখানি পুরু পর্দ্দা প্রসারিত ছিল, তাহাতে তাঁহার হাত ঠেকিল। তিনি পর্দ্দাখান সরাইয়া ফেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষটি অন্ধকারাচ্ছন্ন।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে মিনিট-দুই দাঁড়াইয়া, কোন দিকে কোন শব্দ শুনিতে পান কি না তাহাই লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কোন দিকে জনমানবের সাড়াশব্দ পাইলেন না। তখন তিনি দুই হাত বাড়াইয়া অতি ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

তিনি চলিতে আরম্ভ করিলে অন্ধকারে দুই একখানি চেয়ার টেবিলে তাহার গতিরোধ হইল; কিন্তু তিনি অতি ধীরে চলিতেছিলেন এই জন্য সেগুলিতে বাধা পাইয়াও তাহাদের পাশ দিয়া চলিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তিনি সেই কক্ষের আকার দেখিতে না পাইলেও, কক্ষটি যে অতি বৃহৎ তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। চলিতে চলিতে সম্মুখের দেওয়ালে তাঁহার হাত ঠেকিল। অতঃপর তিনি কোন্ দিকে যাইবেন, দেওয়ালের কাছে দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতেছেন এমন সময় কে যেন খুট্ করিয়া বৈদ্যুতিক দীপের 'সুইচ' টানিল; কক্ষটি মুহূর্ত্তমধ্যে বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইল; গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন এই কক্ষ

ভাবে হঠাৎ আলোকিত হওয়ায় মুহূর্তের জন্ত তাঁহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল! তিনি তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; গৃহসজ্জা দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারিলেন—সেই কক্ষটি রেমণ্ড পরিবারের সঙ্গীত-শালা। (music room)

মিঃ ব্লেক যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই স্থানের অদূরে একটি দ্বার দেখিতে পাইলেন; তাহা অন্য একটী কক্ষের প্রবেশ-দ্বার। তিনি সভয়ে দেখিলেন সেই দ্বারের নিকট সান্ধ্য পরিচ্ছদে-ভূষিতা একটি প্রৌঢ়া রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন সেই রমণীই স্থইচ টিপিয়া সেই কক্ষ আলোকিত করিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেকের তখন আর কোথাও সরিয়া গিয়া লুকাইবার উপায় ছিল না! রমণী আতঙ্কবিস্ফারিত নেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি বোধহয় মিঃ ব্লেককে সিঁধেল চোর মনে করিয়াছিলেন!

প্রৌঢ়ার এরূপ সন্দেহের যে কোন কারণ ছিল না একথা বলা যায় না। মিঃ ব্লেকের পরিচ্ছদাদি দেখিয়া সন্দেহ হইবারই কথা। ভূগর্ভস্থ জলে তাঁহার পরিচ্ছদ ভিজিয়া গিয়াছিল, তখনও তাহা শুষ্ক হয় নাই। তাঁহার ভিজা জুতার উপর পথের ধূলা লাগিয়া জুতা কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল; সেই কাদা তাহার পরিচ্ছদেরও স্থানে স্থানে লাগিয়া গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাড়াতাড়িতে তিনি টুপিটাও ফেলিয়া আসিয়াছিলেন।

প্রৌঢ়া তাঁহাকে দেখিয়া 'চোর' 'চোর' বলিয়া চিৎকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় মিঃ ব্লেক হাত তুলিয়া তাঁহাকে নিস্তব্ধ থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "মাদাম, আমি আপনাকে জ্যাক রেমণ্ডের কথা বলিতে আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অসাধারণ। তিনি সেই প্রৌঢ়াকে দেখিয়াই অনুমান করিয়াছিলেন, তিনি জ্যাকের মাতা রেমণ্ড বিবি ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। এই অনুমানে নির্ভর করিয়াই তিনি অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেন।

মিঃ ব্লেকের ফন্দী নিস্ফল হইল না। সেই প্রৌঢ়া সত্যই জ্যাকের জননী বারবারা রেমণ্ড। মিঃ ব্লেক দেখিলেন জ্যাকের নাম উচ্চারণ করিবা-

মাত্র প্রৌঢ়ার চক্ষু হর্ষপ্রদীপ্ত হইল : তাঁহার মুখে আতঙ্কের চিহ্নমাত্র রহিল না। তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "তুমি আমার ছেলে জ্যাকের কথা বলিতেছ ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ মাদাম, জ্যাকের এবং মিস্ ক্লেয়ারের সংবাদ লইয়া আসিয়াছি; কিন্তু আপনি ঐ দরজাটা বন্ধ করিয়া এদিকে আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আপনি অনায়াসে আমাকে বিশ্বাস করিতে পারেন; আপনার আশঙ্কার কারণ নাই। আমার পরিচ্ছদের অবস্থা শোচনীয় হইলেও আমি ভদ্র লোক। আমি আপনার উদ্বেগ ও অশান্তি দূর করিতে আসিয়াছি মাদাম! কথাগুলি গোপনীয় বলিয়াই গোপনে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।"

বারবারা রেমণ্ড দুর্ব্বলপ্রকৃতির নারী হইলেও তাঁহার সাহসের অভাব ছিল না। বিশেষতঃ মিঃ ব্লেকের এরূপ ক্ষমতা ছিল যে, তিনি যাহাকে যে কথা বলিতেন, সে তাহা অবিশ্বাস বা অগ্রাহ্য করিতে পারিত না। মিঃ ব্লেকের কথা সত্য বলিয়াই বারবারার ধারণা হইল। তিনি মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া পশ্চাতস্থিত দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনাকে আমার অনেক কথা বলিবার আছে, সেই সকল কথা শেষ করিতে কিছু সময় লাগিবে। কথাগুলি গোপনীয়। এখানে হঠাৎ কেহ আসিয়া পড়িবে না ত? আপনার সঙ্গে গোপনে দেখা করিতে আসিয়াছি—ইহা কেহ জানিতে পারিলে, আমার, এমন কি, আপনারও বিপদ ঘটিতে পারে।"

বারবারা মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষুতে উৎকণ্ঠার ছায়া পড়িল, ভ্রূ কুঞ্চিত হইল;—কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য। তিনি অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "না, এখানে এখন কেহ আসিবে না। আমার ভাই সার ডেনভার ও তাহার নূতন অতিথি এখন বিলিয়ার্ড-রুমে খেলায় মাতিয়াছে। তাহাদের খেলা শেষ হইতে বিলম্ব আছে।"

বারবারা একখানি চেয়ারে বসিয়া আর একখানি চেয়ার দেখাইয়া মিঃ ব্লেককে তাহাতে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

মিঃ ব্লেক চেয়ারে না বসিয়া বলিলেন, "না থাক, আমার পরিচ্ছদের অবস্থা দেখিতেছেন ত? এ পোষাকে আমার এ সকল চেয়ারে বসা চলিবে না। আমার দাঁড়াইয়া থাকিতে কষ্ট হইবে না।"

বারবারা বলিলেন, "তুমি জ্যাকের সংবাদ লইয়া আসিয়াছ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তাহার সংবাদ পাইয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে আসিয়াছি?"

বারবারা সবিস্ময়ে বলিলেন, "খুঁজিয়া বাহির করিতে আসিয়াছ! এখানে? তোমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এখানেই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য গত শুক্রবার সে লণ্ডন হইতে এখানে আসিয়াছে। তাহার পর হইতেই সে নিরুদ্দেশ; এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার সন্ধান পায় নাই।"

বারবারা বিচলিত স্বরে বলিলেন, "জ্যাক আমার সঙ্গে দেখা করিতে এখানে আসিয়াছে? শুক্রবারে সে লণ্ডন হইতে আসিয়াছে, অথচ আজ পর্য্যন্ত সে আমার সঙ্গে দেখা করে নাই! এ কি ব্যাপার? আমি গত দুই সপ্তাহ তাহাকে দেখি নাই। সে এখানে আসিয়াছে—তুমি ঠিক জান?"

ইষ্টেলি ক্লেয়ার মিঃ ব্লেককে জ্যাকের অন্তর্দ্ধান সংক্রান্ত যে সকল কথা বলিয়াছিল, মিঃ ব্লেক বারবারাকে সে সকল কথা বলিলেন। বারবারা স্তম্ভিত ভাবে তাঁহার কথাগুলি শুনিলেন; তাহার পর মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "ইষ্টেলি ত মিথ্যা বলিবার মেয়ে নয়! সে তোমাকে যে সকল কথা বলিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই সত্য। তোমার কথা আমি অবিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, তা তোমার পোষাক যতই নোংরা হউক। কিন্তু জ্যাক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসে নাই এ কথাও সত্য। বোধ হয় সে তাহার মামার ভয়ে এ বাড়ীতে আসে নাই।"

মিঃ ব্লেক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "মামার ভয়ে সে তাহার মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে না! ইহার কারণ কি?"

বারবারা কি বলিবার জন্য মুখ নাড়িলেন, কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না।

মিঃ ব্লেক তাঁহার সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি জানেন কি না জানি না—কিন্তু আমি জানি এখানে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। সেই ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি। আমার নাম রবার্ট ব্লেক, আমি ডিটেক্‌টিভ।"

বারবারা মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে আতঙ্কপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিচলিত স্বরে বলিলেন, "তুমি ডিটেক্‌টিভ? কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি জ্যাককে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছ? না, না, তুমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিও না। হইতে পারে জ্যাক নির্ব্বোধ,—কিন্তু সে—"

মিঃ ব্লেক বারবারাকে অত্যন্ত বিচলিত দেখিয়া তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনার ব্যাকুল হইবার কারণ নাই। আপনার পুত্র জ্যাকের বিরুদ্ধে কেহ কোন অভিযোগ করে নাই; আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিতেও আসি নাই।"

কিন্তু তাঁহার কথায় বারবারা আশ্বস্তা হইতে পারিলেন না; তিনি ভীতিবিহ্বল-স্বরে বলিলেন, "আপনার কথা কি সত্য? শুনিয়াছি ডিটেক্‌টিভেরা মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া কাজ আদায় করে! পুলিশের কথা বিশ্বাস করা কঠিন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আমি ত পুলিশ নই, পুলিশের গুপ্তচরও নই। পুলিশের সকল লোকই মন্দ নয়; তাহাদের মধ্যে বিস্তর ভাল লোকও আছে। আপনি আপনার মনের কথা আমার কাছে গোপন করিবেন না; আপনার পুত্র জ্যাককে পুলিশে গ্রেপ্তার করিতে পারে—আপনার এরূপ আশঙ্কার কারণ কি?"

বারবারা মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, সে চেকে আমার নাম জাল করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইতেছে!"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বারবারার মুখের দিকে চাহিলেন; তাঁহার নিকট এই সংবাদ শুনিবার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

বারবারা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "হাঁ, আমি জানি সে এই কাজ করিতেছে। চেকের স্বাক্ষর আমার দ্বারা সনাক্ত করাইবার জন্য

ব্যাঙ্ক হইতে দুইখানি চেক আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। সেই দুইখানি চেকে আমার যে স্বাক্ষর ছিল, তাহা জাল স্বাক্ষর! আমি সেই চেক ব্যাঙ্কে পাঠাই নাই। কিন্তু জালের কথা আমি প্রকাশ করি নাই, উহা আমার নিজের স্বাক্ষর বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলাম ;—নতুবা জালিয়াতির জন্ম জ্যাককে জেলে যাইতে হইত। আমার বংশের সুনাম নষ্ট হইত। মা হইয়া কি করিয়া ছেলেকে জেলে পাঠাইব? আপনি বলিতেছেন গত শুক্রবার হইতে জ্যাকের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, সে নিরুদ্দেশ! অথচ তিন দিন পূর্ব্বে সোমবারেও সে একখানি জাল চেক দিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়াছে!"

বারবারার কথায় মিঃ ব্লেক যেন অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখিতে পাইলেন ; ফ্ল্যাসি হ্যারির ঘরে ব্লটিং-কাগজের উপর বারবারা রেমণ্ডের নাম স্বাক্ষরের কালির যে ছাপ দেখিয়াছিলেন সে কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি গুপ্ত রহস্যের কিঞ্চিৎ আভাস পাইলেন।

মিঃ ব্লেক এই সকল কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় বারবারা বলিলেন, "জ্যাকের এই অপকর্ম্মের কথা আমি জানিতে পারিতাম কি না সন্দেহ ; কিন্তু আমার ভাই সার ডেনভারই প্রথমে ইহা জানিতে পারিয়া আমাকে বলিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার ভাই ?"

বারবারা বলিলেন, "হাঁ, আমার সহোদর ভাই সার ডেনভার।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার ভাই এখন কোথায় ?"

বারবারা বলিল, "সে এখন বিলিয়ার্ড-রুমে তাহার একটি বন্ধুর সহিত খেলা করিতেছে। তাহার সেই বন্ধুটি আজ বেলা তিনটার ট্রেণে লণ্ডন হইতে রেমণ্ড টাউয়ারে আসিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া বিস্ফারিত নেত্রে বারবারার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ যে লোকটি লণ্ডন হইতে রেমণ্ড-টাউয়ারে আসিয়াছে, আপনার ভাই তাহারই সঙ্গে খেলা করিতেছে ?" তিনি মনে মনে বলিলেন, "ফ্ল্যাস হ্যারি রেমণ্ড-টাউয়ারে সার ডেনভারের অতিথি ? আশ্চর্য্য বটে !"

অভিসন্ধি বুঝিতে তাঁহার ন্যায় চতুর লোকের অধিক বিলম্ব হইল না। তাঁহার ধারণা হইল, তিনিই সার ডেনভারের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন—এইরূপ সন্দেহ করিয়া লিল তাহার পিস্তলটা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে। সে পথের ধারে কোন ঝোপের আড়ালে বসিয়া থাকিবে; তাহার পর তিনি যখন ফিরিয়া যাইবেন—সেই সময় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিবে!

লিল হলঘর হইতে বাহির হইয়া সশব্দে দ্বার ঠেলিয়া দিল। সেই শব্দ শুনিয়া সার ডেনভার মুখ ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিল; সেই সময় মিঃ ব্লেক তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন। তাহার মুখে সুদীর্ঘ দাড়ি গোঁফ থাকায় মিঃ ব্লেক প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকে চিনিতে না পারিলেও পূর্ব্ব-ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "কে এ লোক? নিশ্চয়ই আমার পরিচিত। সার ডেনভারের সহিত আমার পরিচয় নাই; অথচ এ মুখ আমার অপরিচিত নহে! তবে কি সার ডেনভার কোন ছদ্মবেশী দস্যু? না, রহস্য ক্রমেই গভীর হইয়া উঠিতেছে!"

কারলাক তাহার সম্মুখস্থ কক্ষ-দ্বারের স্ফটিকগোলকে (knob of the door) হাত দিয়া কি ভাবিতে লাগিল। তাহার দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ ছিল। লিল গোপনে বিলিয়ার্ড-রুমে প্রবেশ করিয়া, নিজের ও বেদে জোর বিপদের কথা কারলাকের গোচর করিয়াছিল। সকল কথা শুনিয়া কারলাক ও তাহার বন্ধু ফ্র্যাস হ্যারি অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল; তাহাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইয়াছিল!—অতঃপর তাহারা আত্মরক্ষার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিবে—তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। লিলও অদূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের গুপ্ত পরামর্শ শুনিতেছিল। সেই সময় বারবারা রেমণ্ডের প্রেরিত ভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সার ডেনভারকে জানাইল, একজন অগন্তুক তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য পাঠ-কক্ষে অপেক্ষা করিতেছে।

সার ডেনভার পরিচারককে বলিল, "তুই সেই ভদ্রলোকটিকে দেখিয়াছিস্ কি? তাহার চেহারা ও পোষাক-টোষাক কি রকম?"

বারবারা যে সময় মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তখন এই ভৃত্যটি

হঠাৎ সেই দিকে উপস্থিত হওয়ায় মিঃ ব্লেককে দেখিতে পাইয়াছিল, এই জন্ম সার ডেনভারের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইল না।

পরিচারকের কথা শুনিয়া লিল বুঝিতে পারিল—যে দুইজন লোক তাহাদের আড্ডায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে ও জোকে বিপন্ন করিয়াছিল—এই ব্যক্তি তাহাদেরই একজন।—ভৃত্য প্রস্থান করিলে লিল সভয়ে বলিল, "লোকটা গোয়েন্দা; হাঁ, সে নিশ্চয়ই গোয়েন্দা! আপনারা তাড়াতাড়ি এখান হইতে সরিয়া না পড়িলে নিশ্চয়ই ধরা পড়িবেন। আপনাদের সকল গুপ্ত-কথা তাহারা জানিতে পারিয়াছে, তাহা না হইলে কি আমরা ওভাবে ধরা পড়ি?"

কিন্তু কারলাক কাহারও কথা শুনিয়া মুখের গ্রাস ফেলিয়া পলায়ন করিবে—সে প্রকৃতির লোক ছিল না; শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতে সে কৃতসঙ্কল্প হইল, বুড়ীর কথায় সে দমিল না। কিন্তু ফ্ল্যাস হ্যারি লিলের কথা শুনিয়া আতঙ্কে অভিভূত হইল; সে ব্যাকুলস্বরে বলিল, "না ভাই, আর আমি জেল খাটিতে পারিব না। জাল না গুটাইলে তোমাকেও ধরা পড়িতে হইবে। তুমি শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে চাও—কর, কিন্তু আমার আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকিতে সাহস হইতেছে না। আমি চলিলাম।"

সে দ্রুতবেগে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

কারলাক বলিল, "হ্যারি শোন, শোন! বিপদ দেখিয়া অত ভয় পাইলে কি চলে?"—একথা ফ্ল্যাস হ্যারি শুনিতে পাইল না। সে ততক্ষণ বহুদূরে প্রস্থান করিয়াছিল। তাহার মুখ দেখিয়াই কারলাক বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা বৃথা!

কিন্তু বৃদ্ধা লিল 'মরিয়া' হইয়া উঠিয়াছিল। সে তখনও কারলাকের স্বার্থ-রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল; কারলাকেরও বিশ্বাস হইল সে লিলের সাহায্যেই কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবে। সে স্থির করিল লিলের হাতে পিস্তল দিয়া তাহাকে দ্বারের কিছুদূরে বসাইয়া রাখিবে; আগন্তুক ভদ্রলোকটি বাহিরে যাইবামাত্র লিল তাহাকে গুলি করিয়া মারিবে।

আগন্তুক যে পুলিশের গুপ্তচর, লিলের কথা শুনিয়া কারলাকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল।

লিল পিস্তল লইয়া প্রস্থান করিবার পর কারলাক সেই দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার পাঠগৃহে প্রবেশোদ্যত হইল। মিঃ ব্লেক সেই সময় উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে তাহার মুখ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। তিনি নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে হলঘরের মধ্যস্থানে উপস্থিত হইলেন; তিনি বুঝিতে পারিলেন, সার ডেনভার পাঠ-গৃহে প্রবেশ করিয়া সেখানে তাঁহাকে না দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইবে; কিন্তু তিনি তাহাকে সেই কক্ষে প্রবেশের সুযোগ না দিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন; সার ডেনভার রেমণ্ড!"

মিঃ ব্লেকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কারলাক আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল। সেই কণ্ঠস্বর তাহার সুপরিচিত। সে বহুবার মিঃ ব্লেকের কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিল; বহুদিন পরে সেই কণ্ঠধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবা-মাত্র সে বুঝিতে পারিল—তাহার মহাশত্রু তাহার সন্ধান পাইয়া রেমণ্ড টাউয়ারে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। তাহার ছদ্মবেশ ধারণ নিষ্ফল হইয়াছে!

কারলাক তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া চকিতভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইলে, মিঃ ব্লেক তাহার প্রদীপ্ত নেত্রে ক্রোধ ও ঘৃণা পরিস্ফুট দেখিলেন। সে যে কারলাক—ইহা তিনি তখন পর্য্যন্ত বুঝিতে না পারিলেও, সে যে ছদ্মবেশী দস্যু—এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। কারলাক তাহার পুরাতন শত্রুকে চিনিতে পারিয়া, মিঃ ব্লেককে সতর্ক হইবার অবসর না দিয়াই তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া দুইহাতে তাঁহার টুঁটি চাপিয়া ধরিল; তাহার পর কঠোর স্বরে বলিল, "ওরে শয়তান! তুই এখানেও আমার অনুসরণ করিয়াছিস? আর তোর রক্ষা নাই; আমি আজ তোর গোয়েন্দাগিরি শেষ করিয়া দিব।"

মিঃ ব্লেকের আর সন্দেহ রহিল না; তিনি রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, "কারলাক! সার ডেনভার রেমণ্ডের ছদ্মবেশে—আইভর কারলাক!"

"কারলাকের কবল হইতে আর তোর উদ্ধার নাই" বলিয়া কারলাক তাঁহাকে জাপ্টাইয়া ধরিয়া ধরাশায়ী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার পর উভয়ে জড়াজড়ি করিতে করিতে পাঠ-কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া সেই কক্ষস্থিত একখানি চেয়ারের উপর নিক্ষিপ্ত হইলেন ; সেই আঘাতে চেয়ারখানি সশব্দে উল্টাইয়া পড়িল। পরস্পরের বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া উভয়েই মেঝের উপর গড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে ব্লেক কারলাকের বুকে বসিলেন।

চেয়ারখানি উল্টাইয়া পড়িবার সময় যে শব্দ হইয়াছিল—সেই শব্দ শুনিয়া বারবারা দ্রুতবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন—যে গোয়েন্দাটা তাঁহার সহোদরের সহিত দেখা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, সে তাঁহার ভাইকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে !

এই দৃশ্য দেখিয়া বারবারা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন ; তিনি বলিলেন, "ডেনভার, ডেনভার ! এ কি ব্যাপার ?"

কারলাক বিহ্বল দৃষ্টিতে বারবারার মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "বারবারা, আমাকে বাঁচাও ; এই শয়তান আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে !"

বারবারা কারলাকের কথায় প্রতারিত হইলেন ; সে যে তাঁহার ভাই নহে, ছদ্মবেশী দস্যু তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে—ইহা তখনও তিনি বুঝিতে পারিলেন না ! মিঃ ব্লেক কি উদ্দেশ্যে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছেন, বিবাদের কারণ কি, তাহাও জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বারবারার বুদ্ধি প্রখর ছিল না। কারলাকের কথা শুনিয়া ও তাহাকে বিপন্ন দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি ব্লেকের মাথার কাছে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া উভয় হস্তে তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিলেন ; মিঃ ব্লেকের শ্বাসরোধের উপক্রম হইল ! তিনি বারবারার কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য কারলাককে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার দুই হাত ধরিলেন।

কারলাক সেই সুযোগে মিঃ ব্লেকের মুখে এক ঘুসি মারিয়া এক লম্ফে

দূরে সরিয়া গেল। সেই প্রচণ্ড ঘুসির আঘাতে মিঃ ব্লেকের মাথা ঘুরিয়া গেল; যন্ত্রণায় তিনি চক্ষু মুদিত করিলেন। তিনি হঠাৎ উঠিয়া কারলাককে পুনর্ব্বার আক্রমণ করিতে না পারেন—এই উদ্দেশ্যে বারবারা দুই হাতে তাঁহার গলা ধরিয়া রহিলেন। নারীর অঙ্গে আঘাত করিতে বা বারবারাকে ধাক্কা দিয়া দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া মুক্তিলাভ করিতে তাঁহার প্রবৃত্ত হইল না।

কারলাক পুনর্ব্বার আক্রান্ত হইবার ভয়ে আর সেখানে দাঁড়াইল না; সে পাঠ-কক্ষের মুক্ত বাতায়নের ভিতর দিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়িল, এবং চক্ষুর নিমেষে অদৃশ্য হইল।

মিঃ ব্লেক আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, দুই হাতে বারবারার হাত দুইখানি সরাইয়া গলা ছাড়াইয়া লইলেন। তিনি বারবারার হাত টিপিয়া ধরিতেই বারবারা যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিলেন। মিঃ ব্লেক চক্ষুর নিমেষে দণ্ডায়মান হইয়া বারবারার হাত ধরিয়া তাঁহাকেও টানিয়া তুলিলেন, এবং তীব্রস্বরে বলিলেন, "মিসেস্ রেমণ্ড, আপনি যে কাজ করিলেন, ইহার জন্য আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে। যে লোকটিকে আমার কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য আপনি আমাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সেই সুযোগে যে এখান হইতে পলায়ন করিল, সে আপনার ভাই নহে। সে কে তাহা জানিলে আপনি নিশ্চয়ই এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতেন না, আমার পরিশ্রম বিফল করিতেন না। যে আপনার সর্ব্বস্বান্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আপনি তাহারই পলায়নে সাহায্য করিলেন!"

বারবারা সভয়ে সবিস্ময়ে বলিলেন, "আমার ভাই সার ডেনভারকে আপনি অন্য লোক বলিয়া ভ্রম করিতেছেন! সে যদি আমার ভাই না হয় ত কে সে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অতি ভয়ঙ্কর দস্যু!—আপনার সহোদরের ছদ্মবেশে আপনাদের ধ্বংস করিতে আসিয়াছিল। তাহার ন্যায় দুঃসাহসী ভীষণ দস্যু সমগ্র ইউরোপে আর একটিও আছে কি না সন্দেহ! আপনাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিবার আমার সময় নাই।"

তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্ত বাতায়ন-পথে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। মুহূর্ত্ত পরে সেই দিকে পিস্তলের গম্ভীর নির্ঘোষে সেই অট্টালিকাটি যেন কাঁপিয়া উঠিল। বারবারা সভয়ে জানালার দিকে চাহিয়া দেখিলেন—পিস্তলের গুলি সেই বাতায়নপথে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সেই কক্ষের কড়িকাঠে বিদ্ধ হইয়াছে!

বারবারা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া দ্রুতপদে সেই বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া অন্ধকারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাওয়ায় তাড়াতাড়ি একটি বিজলিবাতি আনিয়া, তাহার আলোকরশ্মি পথের দিকে প্রসারিত করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন পেত্নীর আকারধারিণী একটা বৃদ্ধার সহিত তাঁহার পরিচিত ডিটেক্‌টিভের ধস্তাধস্তি চলিতেছে!

মিঃ ব্লেককে কারলাকের অনুসরণ করিতে দেখিয়া লিল গুলি করিয়াছিল, কিন্তু অন্ধকারে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল; পিস্তলের গুলি মিঃ ব্লেকের দেহ স্পর্শ না করিয়া বাতায়ন-পথে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। সে মিঃ ব্লেককে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার গুলি চালাইবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া, তাহার কাঁধে এরূপ জোরে ঘুসি মারিলেন যে, তাহার হাত হইতে পিস্তলটা খসিয়া পড়িল। তখন সে নিরুপায় হইয়া মিঃ ব্লেককে আক্রমণ করিল, এবং দুই হাতের নখ দিয়া তাঁহাকে খামচাইতে আরম্ভ করিল। তাহার তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে মিঃ ব্লেকের পরিচ্ছদ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইল; ভাগ্যে তাহার দাঁত ছিল না! ক্রোধে সে আহত বনবিড়ালের মত ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ ও গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। তাহার অস্থিসার শুষ্ক হাত দু'খানি চরকীর মত ঘুরিতে লাগিল। মিঃ ব্লেকের গালে ও কপালে তাহার সুতীক্ষ্ণ নখর বিদ্ধ হইল। অবশেষে মিঃ ব্লেক পদাঘাতে লিলকে ভূতলশায়িনী করিয়া কারলাকের অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই সময় তিনি পশ্চাতে "ভক্‌-ভৌ-ঔ" শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলেন। টাইগারকে দেখিয়া তিনি পথের দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "টাইগার, ডাকাতটা ঐ দিকে পালাইয়াছে, দৌড়াইয়া ধর, তাহাকে ধরাই চাই।"

মিঃ ব্লেক টাইগারের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতবেগে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে অগ্রসর হইলেন। সেই পথটি জমিদারদের আস্তাবলের পাশ দিয়া, প্রান্তর ভেদ করিয়া রেল-ষ্টেশন পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। মিঃ ব্লেক কিছুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আর টাইগারের সঙ্গে দৌড়াইতে পারিলেন না; টাইগার তাঁহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া লাফাইতে লাফাইতে অনেক দূরে চলিয়া গেল।

টাইগার আস্তাবলের কাছে আসিয়া দেখিল—কারলাক একটি বৃহৎ অশ্বে আরোহণ করিয়া আস্তাবল হইতে বাহির হইতেছে! কারলাক মাঠের দিকে সবেগে পলায়ন করিল। তাহার মাথায় টুপি বা অঙ্গে কোট ছিল না; ঘোড়ার পিঠেও জিন ছিল না। কারলাক সার্টের উপর একটি ওয়েষ্ট-কোট মাত্র সম্বল করিয়া, আস্তাবল হইতে সেই দ্রুতগামী অশ্বটি লইয়া মিঃ ব্লেকের ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক দূর হইতে অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া অগ্রবর্ত্তী টাইগারকে বলিলেন, "টাইগার! ধর! ডাকাতটা পালাইতেছে; উহাকে ঘোড়ার উপর হইতে টানিয়া আন।"

টাইগার "ভৌ—ভৌ—ভক্" শব্দে কারলাকের অশ্বের অনুসরণ করিল; এবং দ্রুতবেগে ধাববান অশ্বের পার্শ্বে আসিয়া, কারলাককে আক্রমণ করিবার জন্য এক লাফে ঘোড়ার পিঠে উঠিল। কারলাক তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া গালের কাছে টাইগারের মুখ দেখিতে পাইল; সে উর্দ্ধে হাত তুলিয়া টাইগারের নাকের উপর প্রচণ্ড বেগে মুষ্ট্যাঘাত করিল। সে অতি ভীষণ আঘাত! সেই আঘাতে টাইগার আর্ত্তনাদ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল; আর তাহার উঠিবার শক্তি রহিল না। তাহার নাক দিয়া রক্ত ঝরিয়া পথের ধূলি সিক্ত করিল। কারলাক বায়ুবেগে অশ্ব পরিচালিত করিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

মিঃ ব্লেক দৌড়াইতে দৌড়াইতে অল্পকাল পরে টাইগারের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন কারলাকের অশ্বের পদধ্বনি ক্রমে ক্ষীণতর হইতেছিল। মিঃ ব্লেক টাইগারকে পথের ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়া ধুঁকিতে দেখিয়া, তাহার প্রকৃত অবস্থা

বুঝিতে পারিলেন; অগত্যা তিনি কারলাকের অনুসরণে বিরত হইয়া টাইগারের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মিঃ ব্লেকের শুশ্রূষায় টাইগার কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। সে জিহ্বা বাহির করিয়া জোরে জোরে হাঁপাইতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "খুব মার খাইয়াছিস্ বুঝি ?"

টাইগার তৎক্ষণাৎ উঠিয়া-দাঁড়াইয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল; আঘাতটা গুরুতর হয় নাই, ইহাই তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটাকে ধরিবার জন্ত তুই যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলি, কিন্তু তাহাকে ঘোড়ার উপর হইতে টানিয়া নীচে—"

মিঃ ব্লেক কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই অদূরে পদশব্দ শুনিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তিনি দেখিলেন, তিনজন লোক দ্রুতবেগে তাঁহার দিকেই আসিতেছে, তাহাদের হাতে লণ্ঠন।

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। লণ্ঠনধারী সকলের আগে ছিল; সে নিকটে আসিলে মিঃ ব্লেক তাহাকে চিনিতে পারিলেন।—সে তাঁহার বিপদের বন্ধু স্থানীয় থানার ভার-প্রাপ্ত সার্জ্জেণ্ট। স্মিথ ও জ্যাক রেমণ্ড সার্জেণ্টের অনুসরণ করিতেছিল। মিঃ ব্লেক জ্যাককে চিনিতেন না বটে; কিন্তু তিনি যখন স্মিথকে ভূগর্ভস্থ জলপ্লাবিত কক্ষ হইতে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার আদেশে সার্জেণ্ট যে রজ্জুবদ্ধ ও অচেতন যুবকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল—সে জ্যাক ভিন্ন অন্ত কেহ নহে—ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জ্যাক ও স্মিথ চেতনা লাভ করিয়া সার্জেণ্টের সঙ্গে তাঁহাকে খুঁজিতে আসিতেছে দেখিয়া তাঁহার মন আনন্দে পূর্ণ হইল।

টাইগার স্মিথকে দেখিবামাত্র মিঃ ব্লেকের নিকট হইতে দ্রুতবেগে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; এবং লেজ নাড়িয়া, স্মিথের হাঁটুতে মাথা ঘষিয়া, নানা ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে টাইগার যেন তাহার আঘাত যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল।

সার্জেণ্ট টাইগারকে দেখিয়া দূর হইতে বুঝিতে পারিল, টাইগার যাঁহার নিকট হইতে দৌড়াইয়া আসিল তিনিই মিঃ ব্লেক। সে উৎসাহভরে বলিয়া উঠিল, "ঐ যে! মিঃ ব্লেকই ওখানে দাঁড়াইয়া আছেন!—" সার্জেণ্ট মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিল। লণ্ঠনের আলোক মিঃ ব্লেকের মুখে পড়িবামাত্র সার্জেণ্ট তাঁহাকে চিনিতে পারিল।

স্মিথ মিঃ ব্লেকের প্রায় কোলের কাছে আসিয়া হর্ষোদ্বেলিত স্বরে বলিল, "কর্ত্তা, সার্জেণ্টের কাছে আমি সকল কথাই শুনিয়াছি। আমি টাইগারকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ম যখন রেমণ্ড-টাউয়ারের দিকে যাইতেছিলাম, সেই সময় একটা লোক একটা গাছের আড়াল হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল; সে আমার মাথায় লাঠী মারিয়া আমাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর সে আমাকে কোথায় লইয়া গিয়াছিল, কোথায় কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল—তাহা জানিতে পারি নাই। আমি ও আমার এই সঙ্গীটি চেতনা লাভ করিয়া সার্জেণ্টের নিকট সকল কথা শুনিয়াছি। আপনারা ঠিক সময়ে আসিয়া আমাদের উদ্ধার না করিলে আমাদের উভয়েরই প্রাণ যাইত। সার ডেনভারের প্রতি টাইগারের ব্যবহার দেখিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল টাইগার তাহার পুরাতন শত্রুকে চিনিতে পারিয়াছে, কিন্তু সার ডেনভার কে তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাদের পুরাতন বন্ধু আইভর কারনাক; কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিলাম না! সে ধরা পড়িবার ভয়ে মুখের গ্রাস ফেলিয়া একবস্ত্রে একটা ঘোড়ায় চড়িয়া পলায়ন করিল! তাহাকে ধরিতে পারিলে তাহার জমীদার সাজিবার সখ এবার জন্মের মত মিটাইয়া দিতাম।"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "সার ডেনভার রেমণ্ড কি ছদ্মবেশী আইভর কারনাক? এ যে বড়ই অদ্ভুত রহস্য!"

জ্যাক বলিল, "একটা দুর্দান্ত দস্যু মামার ছদ্মবেশে আসিয়া আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম। আপনি এই

তদন্তের ভার লইয়া এখানে না আসিলে আমি মরিতাম। মিঃ ব্লেক, আপনি আমার ধনপ্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।"

* * * *

দশ মিনিট পরে মিঃ ব্লেক সদলে রেমণ্ড-টাউয়ারে প্রত্যাগমন করিলেন। স্মিথ টাইগারের পাঁজরের ক্ষতচিহ্ন দেখিয়া বলিল, "আমার বিশ্বাস, যে শয়তান আমাকে কয়েদ করিয়াছিল, টাইগারকে ছোরা মারাও তাহারই কাজ!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমারও তাহাই বিশ্বাস। টাইগার বোধ হয় তোমার সন্ধানে নদীতীরস্থ অট্টালিকায় গিয়া সেই বেদেটার ছোরায় আহত হইয়াছিল। কারলাকই তোমার ও জ্যাক রেমণ্ডের হত্যার ব্যবস্থা করিয়াছিল। উঃ, পিশাচের ভীষণ ষড়যন্ত্র প্রায় সফল হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেকের চেষ্টায় ফ্ল্যাস হ্যারির জালিয়াতি সপ্রমাণ হইল। ব্যাঙ্কে সে যে সকল টাকা নিজের নামে গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তাহা সে বারবারা রেমণ্ডের নাম জাল করিয়া, তাঁহার চেক ভাঙ্গাইয়া সংগ্রহ করিয়াছিল—ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় ফ্ল্যাস হ্যারির গচ্ছিত সেই অর্থরাশি বারবারা রেমণ্ডকে প্রদান করিবার আদেশ হইল।

মিঃ ব্লেক ও সার্জেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ফ্ল্যাস হ্যারি বা বেদেনা বুড়ী লিলের কোন সন্ধান পাইলেন না। শৃঙ্খলাবদ্ধ জো তাহার আড্ডা হইতে পলায়ন করিতে না পারায় তাহাকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করা হইল। কারলাকের ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়া নরহত্যার চেষ্টার জন্য তাহার প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ডের আদেশ হইল।

প্রায় দুই সপ্তাহ পরে একদিন অপরাহ্নে ইষ্টেলি ক্লেয়ার মিঃ ব্লেকের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন তাহার আশা পূর্ণ হইয়াছে। তাহাকে সুখী দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন।

ইষ্টেলি বলিল, "জ্যাকের সহিত শীঘ্রই আমার বিবাহ হইবে; বিবাহের দি

স্থির হইয়াছে। আপনিই আমাদের সকল সুখের মূল—এই জন্য আজ আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে আসিয়াছি। আমার বান্ধবীকেও এই সুখের দিনে সঙ্গে লইয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে আসিল না! সেই ভয়ঙ্কর দস্যুটা যদি সত্যই সার ডেনভার হইত, বা তাহার ষড়যন্ত্র ধরা না পড়িত, তাহা হইলে জ্যাক জীবিত থাকিলেও আজ পথের ভিখারী হইত, আমার জীবনের সকল কামনা ব্যর্থ হইত। জ্যাকের এটর্নী সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছেন—সার ডেনভার ও কারলাক একই কারাগারে আবদ্ধ ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার সেই দুর্ভেদ্য কারাগারে সার ডেনভারের মৃত্যু হইলে, কারলাক তাহার দলিল-পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া তাহারই ছদ্মবেশে এদেশে আসিয়াছিল, এবং তাহার জমিদারী অধিকার করিয়াছিল। আপনিই এই দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করিয়া আমাদের চির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।"

সমাপ্ত

'রহস্য-লহরী'র শারদীয় উপন্যাস

১০৫নং

রূপসীর ফাঁদ

মিস্ আমেলিয়া কার্টারের

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়াবহ লোমহর্ষণ অভিযান

(প্রকাশিত হইল)